PRATISHUTI

A Seventeen Sceen play.

by

Gour C. Bhar.

C.

Nirmal Chandra Dhar.

নব মুদ্রণ—শুভ পয়লা আশ্বিন

সন ১৩৮৪ সাল

: পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান :

শোভা ধর ও মালা ধর

: রূপ-সজ্জা :

শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তি বি-এ, [গোল্ড-মেডালিষ্ট]

রূপলোক

[পরিচালনা, প্রযোজনা ও অভিনয় শিক্ষা]' শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এম-এ,-বি-টি, যে সব তরুণ-তরুণীরা যাত্রায়, মঞ্চে, রেডিও, টেলিভিসান, বা সিনেমায়, অভিনয় করতে আগ্রহী বা নাটক পরিচালনা করতে চান, তারা সকলেই এক কপি সংগ্রহ করবেন।

: ছেপেছেন :

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ

রাণীশ্রী প্রেস

৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন

কলিকাতা—৭০০০০৬

: পরিবেশনায় :

মালা প্রকাশনী

৩৭৭ রবীন্দ্র সরণী, কলি-৭০০০০৫

মূল্য বার টাকা

উ-ৎ-স-র্গ

হুগলীজেলার গৌরহাটী গ্রামের

পরম শ্রদ্ধেয়—

শ্রীনন্দলাল দত্ত মহাশয়ের

কর-কমলে—

গুণমুগ্ধ

গৌরচন্দ্র

ভূমিকা

যাত্রামোদী সুধীবৃন্দের বিশেষ চাহিদায় প্রতিশ্রুতি নাটক প্রকাশিত হইল। এ নাটক, শুধু নাটক নয়— বঞ্চনার পদাবলী। এমেচার পার্টির বন্ধুগণ, কয়েক মুহূর্তে গোটা নাটক পড়া সম্ভব নয়। তাই নাটকের গল্পটা বলে দিচ্ছি।

কথা দিচ্ছো তো বাবা? শুধু কথা নয় কাকাবাবু, বীণার সঙ্গে আমার ভাইয়ের বিয়ে দেব…আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম…হ্যাঁ…বীণা নামে একটি গরীবের মেয়েকে ভাইয়ের বৌ করে ঘরে আনবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছিল বকুল গাঁয়ের অমিয় মিত্র। শুধু বীণার বাবাকেই নয়, রচনার দাদাকেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং টাকা নিয়েছিল…এটা তার ব্যবসা। কিন্তু ভাই অরুণ? সে কেমন ছেলে? ওই দেখুন, অরুণ একজন ধনিক লম্পটের কবল থেকে উদ্ধার করল একটি তরুণীকে…ফলে হৃদয়ে জন্মালো তার প্রেম…লাঞ্ছিতা মেয়েটিকে বিয়ে করলো সে…ওদিকে রচনা প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগলিনী…অরুণকে সে খুন করবে…

ক্রুম…ক্রুম…

গুলি ছুটলো…লাগলো ইন্দুর বুকে…

একটা চাঁদ যেন পুড়ে ভেঙ্গে পড়লো…ইন্দুর স্বামী তখন কোথায়?

তারই ধাপ্পাবাজীর খেসারৎ দিল স্ত্রী ইন্দুমতী…

একজনের ভুলের খাঁচায় এমনি করে বন্দী হয়…আর একজনের মনের সুখ পাখী…অব্যক্ত যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটায়…

সংসার এমনি আজব বৈচিত্রে ভরা…আপনি পালন করলেন আমার দেওয়া পবিত্র প্রতিশ্রুতি…

বন্ধুগণ, এ নাটক আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম।

অভিনয় করুন,—পড়ুন,—তৃপ্তি পাবেন—আনন্দ পাবেন।

ইতি—

শ্রীগৌরচন্দ্র ভড়

পরিচয়

—পুরুষ—

অমিয় মিত্র	...	...	বকুলগাঁয়ের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।
অরুণ	...	...	ঐ ভাই।
সুদাস	...	...	বৈকুণ্ঠপুরের অধিবাসী।
শঙ্কর	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
যোগীন	...	...	ঐ প্রতিবেশী।
প্রণব	...	...	কলিকাতার সম্ভ্রান্ত অধিবাসী।
মাষ্টার	...	...	?
ত্রিগুনা দত্ত	...	...	দত্ত পেপার মিলের মালিক।
চন্দর	...	...	ঐ চাকর।
বাচ্চু	...	...	ঐ কর্মচারী।
অবাকবাবু	...	...	ব্যবসায়ী।
ভুলো	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
সদানন্দ	...	...	বাউল।

পুলিশ-ইনেস্‌পেক্টর।

—স্ত্রী—

ইন্দু	...	...	অমিয়র স্ত্রী।
রচনা	...	...	প্রণবের বোন।
বীণা	...	...	সুদাসের মেয়ে।

চন্দ্রশেখর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত। বংকিমচন্দ্রের অবিনশ্বর উপন্যাসের অবিস্মরণীয় নাট্যরূপ। প্রখ্যাত অভিনেতা গণেশ গোঁসাই (প্রভু) বলেছিলেন,—"বংকিমবাবুর চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সৌরীনবাবুর নাট্যরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" যাত্রাজগতের অভিনয় যাদুকর পঞ্চু সেনেরও ছিল সেই অভিমত। এ নাটক ছিল প্রভাস অপেরার যশের হিমালয়, এ বছর নব চিত্তরঞ্জন অপেরার শাণিত হাতিয়ার। একে বংকিমচন্দ্রের কাহিনী, তার ওপর সৌরীনবাবুর নাট্যরূপ। এ যেন গঙ্গা যমুনার মহা মিলন। আরও একটা কারণ সৌরীনবাবুর মধুবর্ষী লেখনীতে এর সংলাপ যেমন মধুর, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। সত্যই যাত্রাজগতে এ নাটকের তুলনা নেই। এর চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, নবাব মীরকাশেম, শৈবলিনী, দলনী বেগম, প্রভৃতি চরিত্রগুলির রূপায়ন যিনি একবার দেখেছেন, তিনি জীবনে আর কখনো ভুলবেন না। আমাদের কথা সত্য কিনা একবার অভিনয় করে দেখুন।

রক্তে রাঙা মাটি—পশ্চিমবংগ সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীকানাইলাল নাথ প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। লাল চোখ—হাতে চাবুক—মুখে এক কথা—খাজনা চাই—কোথায় পাব হুজুর···বিশ্বাস করুন, এবার ফসল হয়নি···ক্ষামোষ বেযাদব···প্রজার পিঠে পড়ে রাজার অত্যাচারের চাবুক, তৌশিলদার বক্তার খাঁর হাতে সেই চাবুক—সামনে রক্তাক্ত দেহ নিপীড়িত প্রজা। অদূরে যে মৃতদেহটি পড়ে আছে···ওকে চেনেন? ওর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। জীবনে ওর প্রিয়া হওয়া হলো না···তাই মানবাত্মার কান্না আজও শোনা যায়···আজও দেখি—রক্তে রাঙা মাটি। দৃশ্যে দৃশ্যে অংকে অংকে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা।

স্বর্গ হতে বিদায়—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। গণেশ অপেরায় অভিনীত। অভিনব পৌরাণিক নাটক। **মন্দাকিনীর ঘাট**—স্বর্ণ কলস পূর্ণ করছেন গ্রামীন বধূ। তীরে দাঁড়িয়ে দেবতা চন্দ্র···চোখে তার লালসার দৃষ্টি। চোখ ফেরালো বধূ তারাসুন্দরী, মদালসা, যুবতী। সর্ব্বাঙ্গে যৌবন তরঙ্গ।

প্র-তি-শ্রু-তি

এক

বৈকুণ্ঠপুর—সুদাসের বাড়ী।

ফটো দেখিতে দেখিতে বীণার প্রবেশ।

বীণা। তুমি কি সুন্দর! কোনদিন তোমাকে চোখে দেখিনি। শুধু শুনেছি, তোমার নাম অরুণ। বড়দা বলে গেছে, তোমাকে নিয়ে আসবে। কবে আসবে তুমি? কবে তোমায় দু চোখ ভরে দেখব? কনে সেজে কবে তোমার গলায় পরিয়ে দেব আমার বরমাল্য? ওগো প্রিয়তম!

গীত।

চৈতি হাওয়ার পরশ পেয়ে ফুলের কুঁড়ি জাগ্‌লো,
তোমার নামে—আশার রঙে—আমার ভুবন রাঙ্‌লো।
গান গেয়ে ওই আসছে ভ্রমর, ফুলের বাসরে,
মিষ্টি হেসে—প্রেমাবেশে—ডাকছে সাদরে।
এলো কত মধুর ফাগুন,
আমার বুকে জ্বললো আগুন,
মিলন নেশায় পাগল হয়ে আমার বীণা বাজ্‌লো।

সুদাস। [নেপথ্যে] বীণা!

বীণা। এইরে, বাবা আসছে। [ফটো তাড়াতাড়ি ব্লাউজের মধ্যে রাখিল।] এস বাবা!

সুদাসের প্রবেশ।

সুদাস। অমিয় এসেছে বীণা!

বীণা। অরুণ-দা এসেছে বাবা?

[এক।

অমিয়র প্রবেশ।

অমিয়। না বীণা!

বীণা। আপনি বলেছিলেন, এবার এলে অরুণদাকে নিয়ে আসবেন?

অমিয়। অরুণ চাকরী পেয়েছে। তাই আসতে পারলে না।

সুদাস। অরুণ চাকরী পেয়েছে শুনে খুব খুশী হলুম অমিয়! এবার তাহলে একদিন তাকে নিয়ে এসো বাবা! আমার বীণা মায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে যাবে।

অমিয়। অরুণ খুব শীগ্‌গির আসবে মেসোমশাই!

সুদাস। বীণা! অমিয় আজ এখানে থাকবে।

অমিয়। না মেসোমশাই, আমি এখুনি চলে যাব।

বীণা। এসেই চলে যাবেন বড়দা?

অমিয়। অনেক দরকারী কাজ ফেলে রেখে অরুণের চাকরীর সু-খবরটা তোমাদের দিতে এসেছি বীণা!

বীণা। বসুন বড়দা, আমি আসছি।

অমিয়। তাড়াতাড়ি এস।

বীণা। আমি যাব আর আসবো।

[প্রস্থান।

সুদাস। বৌমাকে বিয়ের কথা বলেছ অমিয়?

অমিয়। হ্যাঁ। আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে প্রথমে সে রাজী হয়নি। তারপর যখন শুনলে আপনি আমাদের নিকট আত্মীয় নন্, তখন রাজী হয়েছে।

সুদাস। তুমি ঠিক বলেছ অমিয়। আমি তোমাদের আপন মেসো নই—মেসোমশায়ের বৈমাত্রেয় ভাই। একমাত্র ছেলে শঙ্করকে রেখে দাদা বৌদি দুজনেই মারা গেলেন। ভেবেছিলাম, বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী

করব। কিন্তু তা আর হল না। দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় বাড়ী-ঘর, জমি-জমা বিক্রি করে গাঁ ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল! বীণা, দাদার মেয়ে হলে আমি কখনই এ সম্বন্ধ করতাম না! এখন বল, অরুণকে কবে নিয়ে আসছ?

অমিয়। যত শীগ্‌গির পারি নিয়ে আসব। আপনি সেদিন বলে-ছিলেন,—টাকাটা—

সুদাস। বর পণের পাঁচ হাজার টাকা তুমি আজই চাও অমিয়?

অমিয়। হ্যাঁ! মানে, পেলে খুব ভাল হোত,—

সুদাস। তুমি বস; আমি আসছি।

[প্রস্থান।

অমিয়। [আপন মনে] ভদ্রলোক খুব সরল সাদাসিদে মানুষ। তাই আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করে, পাঁচ হাজার টাকা—

জল ও মিষ্টি লইয়া বীণার প্রবেশ।

বীণা। মিষ্টি মুখ করুন বড়দা!

অমিয়। আবার মিষ্টি কেন?

বীণা। বারে, ভাবী ভাসুরকে মিষ্টি মুখ না করিয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি? না দেওয়া উচিত? খান বড়দা!

অমিয়। দাও! [মিষ্টি ও জল খাইল]

টাকা লইয়া সুদাসের পুনঃ প্রবেশ।

সুদাস। অমিয়!

অমিয়। বলুন মেসোমশাই!

সুদাস। আমার একমাত্র সন্তান বীণার বিয়ের জন্যে সারা জীবনের সঞ্চয় এই পাঁচ হাজার টাকা···আজ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। [টাকা

অমিয়র হাতে দিল] বীণাকে ভ্রাতৃবধূর মর্য্যাদা দিয়ে তুমি আমাকে কন্যা দায় হতে মুক্ত কর বাবা।

অমিয়। আপনি কিছু ভাববেন না মেসোমশাই! যত শীগ্‌গির পারি অরুণকে এনে আমি বিয়ের তারিখ ঠিক করে যাব। [সুদাসের পদধূলি গ্রহণ] আজ তাহলে আসি বীণা! [প্রস্থান।

সুদাস। একবার সাধন দাঁর কাছ থেকে ঘুরে আসি মা।

বীণা। তার কাছে কি দরকার বাবা?

সুদাস। তোর বিয়ের গয়না গড়াবার জন্যে জমি বিক্রি করব মা।

বীণা। জমি বেচলে তোমার চলবে কি করে বাবা?

সুদাস। তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না মা। তোর মা নেই। একটা পেট যা হোক করে চলে যাবে।

যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। দাদাকে আমিই দেখব বীণা!

বীণা। সত্যি বলছ কাকা?

যোগীন। হ্যাঁরে। দাদা সারা-জীবন আমায় সাহায্য করে আসছে, আর আমি তার সেবাটুকু করতে পারব না? কিচ্ছু ভাবিস নি, তুই শ্বশুরবাড়ী গেলে দাদা আমার কাছে থাকবে।

সুদাস। বৌঠান কেমন আছে যোগীন?

যোগীন। ভাল নয়।

বীণা। কাকীমাকে বড় ডাক্তার দেখাও কাকা।

যোগীন। অত টাকা কোথায় পাব? ছ বিঘে জমির দু বিঘে ত বিক্রি হয়ে গেছে। তোর কাকীমার চিকিৎসা করাতেই, বাকীটাও যদি চলে যায় তাহলে মেয়ের বিয়ে দোব কোত্থেকে? যা ভাগ্যে আছে, তাই হবে মা। তা হ্যাঁরে, অমিয় বাবুকে একা যেতে দেখলুম, ভাইকে ত দেখলুম না?

বীণা। তিনি পরে আসবেন কাকা।

সুদাস। অরুণ চাকরী পেয়েছে, তাই আজ আসতে পারেনি।

যোগীন। আদৌ আসবে কিনা সন্দেহ আছে।

বীণা। তুমি কি বলছ কাকা? বড়দার কথা—

যোগীন। সত্য নাও হতে পারে!

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। কি সত্যি নয় যোগীন কাকা?

যোগীন। [বিরক্তির ভাবে] এ কি শঙ্কর! তুই আবার—

শঙ্কর। বিশেষ দরকারে এসে পড়লাম।

সুদাস। কোথায় আছিস শঙ্কর?

শঙ্কর। কোলকাতায়। সাধন দাঁর কাছে বাড়ী বিক্রির কিছু টাকা পাওনা আছে—নিতে এসেছি। কিরে বীণা, কথা বলছিস না কেন?

সুদাস। যোগীনের কথা শুনে বীণার মনটা খারাপ হয়ে গেছে শঙ্কর।

শঙ্কর। কি কথা কাকা?

সুদাস। বকুল গাঁয়ের অমিয়কে তোর মনে আছে?

শঙ্কর। হ্যাঁ। ছেলেবেলায় দেখেছি। বাবার মুখে শুনেছি, সে নাকি আমার পিসতুতো দাদা। তা সে কি করেছে কাকা?

সুদাস। তার ভাই অরুণের সঙ্গে বীণার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বর পণ বাবদ আজ অমিয় পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গেছে শঙ্কর। তাই যোগীন বলছে, অমিয়র কথা—

শঙ্কর। স্রেপ্ ধাপ্পা।

বীণা। কিন্তু শঙ্কর-দা, সে যে আমাকে তার ভায়ের ফটো দিয়ে গেছে।

শঙ্কর। আরে বোকা, একটা কিছু না দিলে, টাকাটা হাত করবে কি করে?

বীণা। শঙ্কর-দা!

শঙ্কর। তোরা কেউ তাকে চিনিস না বীণা; কিন্তু আমি তাকে ভাল করেই চিনি। সেই টাকা নিয়ে অমিয় মিত্তির কি করবে জানিস?

বীণা। কি করবে শঙ্কর-দা?

শঙ্কর। মদ খাবে,—জুয়া খেলবে,—নোংরামী করবে।

সুদাস। তুই যদি কিছুক্ষণ আগে আসতিস শঙ্কর—তাহলে টাকার বদলে প্রতারককে আমি পুলিশে দিতুম।

শঙ্কর। ভগবানের ইচ্ছে তা নয় কাকা। যাক, অরুণের আশা ত্যাগ করে, বীণার জন্যে অন্য পাত্রের চেষ্টা কর। আমি আসি।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

বীণা। আমাদের এই বিপদের দিনে তুমি চলে যাচ্ছো শঙ্কর-দা?

শঙ্কর। উপায় নেই বীণা! অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গাঁ ছেড়ে চলে এসেছি কোলকাতার বুকে। গাঁকে আমি ভুলে যেতে যাই বীণা! সেই সঙ্গে ভুলে থাকতে চাই—আমার আত্মীয়দের।

[প্রস্থান।

সুদাস। অমিয় আমার সঙ্গে প্রতারণা করবে, এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

যোগীন। অমিয়র ওপর তোমার এই অন্ধবিশ্বাস দেখে আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম যে, তুমি ঠকবে। শুধু দুঃখ পাবে বলে কিছু বলিনি। আজ শঙ্কর এসে সত্য প্রকাশ করে না দিলে, তোমার পাগলামী যেতোনা দাদা।

বীণা। বড়দার উপর বাবার অগাধ বিশ্বাসকে তুমি পাগলামী বলছ কাকা?

যোগীন। হ্যাঁ। তোরা থাকিস বৈকুণ্ঠপুরে আর পাত্র রইল সুদূর

বকুল গাঁয়ে। মাঝ থেকে বিয়ের নামে অমিয় এসে টাকা নিয়ে গেল, এটা পাগলামী ছাড়া আর কি হতে পারে ?

সুদাস। যোগীন !

যোগীন। টাকা দেবার আগে সব কিছু ভাল করে জেনে আসা কি তোমার উচিত ছিলনা দাদা ? ভক্তির আড়ালে যে প্রতারণার ছুরি লুকিয়ে নেই, তা জানবে কেমন করে ?

বীণা। শঙ্কর-দার কথা শুনে আমার বড় ভয় করছে বাবা !

সুদাস। ভয় নেই মা ! কালই আমি বকুল গাঁয়ে গিয়ে অরুণের সঙ্গে দেখা করব। যোগীন আর শঙ্করের কথা যদি সত্য হয়, সত্যই যদি অমিয় আমাকে ধাপ্পা দিয়ে—ওঃ। [বুকে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।]

বীণা। কি হল বাবা ? অমন করছ কেন ?

সুদাস। বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে মা !

যোগীন। দাদাকে বিছানায় নিয়ে চল বীণা। আমি এখনি ডাক্তার সাঁইকে কল দিচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ।]

বীণা। শোভাকে একবার ডেকে দিও কাকা।

যোগীন। শোভা কি বাড়ী আছে মা ? শঙ্কর ! সাধন দাঁর কাছে টাকা নিতে আসেনি—এসেছে আমার শোভাকে দেখতে।

[প্রস্থান।

সুদাস। [অতিকষ্টে] বীণা ! মা ! -- আ—[আর কিছু বলিতে পারিল না।]

বীণা। কি বলছিলে বল বাবা ? [সুদাস কিছু বলিতে পারিল না। অবসন্নভাবে বীণার কাঁধের উপর মাথা রাখিল।] বাবা ! বাবা ! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল] কথা বলছ না কেন ? তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ

নেই বাবা! তুমি না থাকলে আমি কার কাছে থাকব? কে আমাকে স্নেহ করবে? কে যাবে বকুল গাঁয়ে? ওগো—কাঙালের ঠাকুর! মুখ তুলে চাও। মৃত্যুর বজ্র হেনে বাবার জীবন-দীপ তুমি নিভিয়ে দিওনা ঠাকুর—নিভিয়ে দিওনা।

[কাঁদিতে কাঁদিতে সুদাসকে লইয়া প্রস্থান।

* * * *

দুই

বকুল গাঁ—মিত্র বাড়ী।

অমিয় ও অবাকবাবুর প্রবেশ

অবাক। না-না অমিয়বাবু, আমি আর একটা দিনও সময় দিতে পারব না। মিষ্টি কথায় বলছি, ঝামেলা না বাড়িয়ে টাকাটা দিয়ে দাও।

অমিয়। বলেছি ত, কাল গিয়ে অর্দ্ধেক দেনা শোধ করে আসব।

অবাক। কাল-কাল করে অনেক কাল কেটে গেল অমিয়বাবু! ওই কালই শেষে তোমার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে।

অমিয়। আর সময় চাইব না। দয়া করে আজকের দিনটা সময় দিন।

অবাক। আজ দিতে পারছ না—কাল টাকা দেবে কোত্থেকে?

অমিয়। আজ একটা মোটা টাকা পাবার আশা আছে। তাই একটা দিন সময় নিচ্ছি।

অবাক। একটা কথা আমি বুঝতে পাচ্ছিনা অমিয় বাবু। তুমি পাটের ব্যবসা কর, তোমার ভাই দত্ত পেপার মিলের ম্যানেজার,—মোটা মাইনে

পায়, অথচ তোমার সংসারে কিসের এত অভাব ? বলি, ঘোড়া রোগ মানে, রেসের মাঠে যাও নাকি ? বাজি ধরতে নিশ্চয়ই জুয়ার আড্ডায় যাও ? ওই সঙ্গে নেশার ঝোঁকে টলতে টলতে নোংরা গলির রূপসীদের—

অমিয় । সামন্ত মশাই !

অবাক । ওই রোগ থাকলে কোনদিনই বন্ধকী বাড়ী উদ্ধার করতে পারবে না ।

অমিয় । আস্তে বলুন । কেউ শুনতে পাবে ।

অবাক । ওঃ, তোমার ভাই আর স্ত্রী—এই দেনা···মানে, পাটের ব্যবসা করে সাতপুরুষের ভিটেটাকে তুমি যে লোপাট করতে চলেছ—একথা বুঝি ওরা জানে না ?

অমিয় । না । আমার অনুরোধ, কথাটা আপনিও গোপন রাখবেন ।

অবাক । কিন্তু দলিলের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আর গোপন থাকবে না অমিয়বাবু ! আদালত ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দেবে । তাই বলছি, বুঝে কাজ কর । মহাজনকে ফাঁকি দিতে, বুদ্ধির দাবায় বাঁকা চাল দিতে গেলে তোমার ভাগ্যের গণেশ কিন্তু ডিগ্‌বাজি খাবে ।

[প্রস্থান ।

অমিয় । সামন্ত মশাই যে হঠাৎ বাড়ীতে আসবেন, ভাবতেও পারিনি । তাইত, প্রণব এল না ! কি করব আমি ?

ইন্দুর প্রবেশ ।

ইন্দু । অরুণের সঙ্গে রচনার বিয়ের তারিখ স্থির কর ।

অমিয় । দিন স্থির করাই আছে বড় বৌ, শুধু পত্তর ছাপতে বাকি । কিন্তু প্রণব এখনও এলনা কেন ?

ইন্দু । প্রণব এসেছে ।

অমিয় । এসেছে ! যাক্‌, দুশ্চিন্তা কাটলো ।

ইন্দু। কিসের দুশ্চিন্তা ?

অমিয়। শুভকাজ যতক্ষণ না মেটে। যতক্ষণ না দুহাত এক হয়। অবশ্য প্রণব যখন এসেছে, তখন আর চিন্তা নেই।

ইন্দু। একটু আগে যে ভদ্রলোক চলে গেলেন, উনি কে ?

অমিয়। উনি—ও, উনি একজন পাটের খদ্দের।

ইন্দু। তাই নাকি! হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি।

অমিয়। কি কথা ইন্দু ? এই দেখ, আবার নাম ধরে ডেকে ফেললুম।

ইন্দু। তাতে কি হয়েছে। এই যে অরুণ আজও আমাকে মা বলে ডাকে। এত বলছি, তবু সে-চিরদিনের মা বলা অভ্যেস ছেড়ে বৌদি বলতে পারছে না।

অমিয়। পেটে না ধরলেও তুমি যে অরুণকে মাতৃস্নেহ দিয়ে মানুষ করেছ বড়বৌ।

ইন্দু। হ্যাঁ। সেদিন নব বধূ বেশে মিত্র বাড়ীর উঠোনে আলপনা-দেওয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াতেই, শ্বশুর মশাই তাঁর ছ মাসের শিশু পুত্র অরুণকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—“বৌমা” ! আজ থেকে মায়ের মত তুমি আমার অরুণকে মানুষ করো—রক্ষা করো” ! মা হয়ে আমি তাকে মানুষ করেছি। বিপদ হতে রক্ষা করে—আমি পালন করব আমার সেই প্রতিশ্রুতি।

অমিয়। বড় বৌ !

ইন্দু। অরুণ বলেছে তার একখানা ফটো খুঁজে পাচ্ছেনা।

অমিয়। হয় তো হারিয়ে ফেলেছে।

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। কি হারিয়েছে জামাইবাবু ?

অমিয়। অরুণের ফটো। তুমি ভাল আছ ত প্রণব ?

প্রণব। হ্যাঁ। তারপর ইন্দুদি রচনাকে কেমন লাগছে?

ইন্দু। খুব ভাল। প্রতিবেশীদের কাছে আমি ওকে মামাতো বোন বলে পরিচয় দিইনি ভাই! বলেছি নিজের বোন।

প্রণব। ভাল করেছ ইন্দুদি! জামাইবাবু! রচনাকে আপনাদের কাছে রেখে যাবার পর অনেকবার এলাম, কিন্তু আপনার সেই জ্ঞাতি-ভাই অসীমকে ত দেখতে পাচ্ছিনা?

অমিয়। দেনার দায়ে জমি বিক্রি করে অসীম গাঁ। ছেড়ে চলে গেছে।

প্রণব। তার এ দুর্মতির কারণ কি জামাইবাবু?

অমিয়। চরিত্রহীন মাতালের কোনদিন সুমতি থাকে না প্রণব।

প্রণব। অসীম—চরিত্রহীন?

ইন্দু। না। অসীম অরুণের মতই চরিত্রবান। মদ সে জীবনে স্পর্শ করেনি। আর মেয়েদের প্রতি তার কোন আসক্তি নেই। [প্রস্থানোদ্যত।

প্রণব। রাগ করে চলে যাচ্ছো ইন্দুদি?

ইন্দু। না ভাই, হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ল, তাই যাচ্ছি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি প্রণব?

প্রণব। কি কথা?

ইন্দু। শুনেছিলাম, ত্রিগুণা দত্তের সঙ্গে রচনার বিয়ে হবে। কথা বার্তা ঠিক হয়ে গেছে। দুজনে মেলা মেশাও করছে। হঠাৎ সে বেঁকে বসল কেন?

প্রণব। রচনা বলে, ত্রিগুণা মাতাল চরিত্রহীন।

অমিয়। কিন্তু অরুণ ত ত্রিগুনার মিলেই চাকরী করে প্রণব।

প্রণব। জানি জামাইবাবু।

ইন্দু। অরুণ রচনাকে বিয়ে করলে তার চাকরীর কোনও ক্ষতি হবে না তো?

প্রণব। না ইন্দুদি। সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

ইন্দু। আচ্ছা ভাই, তোমরা কথা কও, আমি আসি।

[প্রস্থান।

অমিয়। টাকা এনেছ প্রণব?

প্রণব। হ্যাঁ। ইন্দুদি ছিল বলে দিতে পারি নি। এই নিন্‌-রচনার বিয়ের বর পণের সাত হাজার টাকা।

অমিয়। [টাকা লইয়া] অজস্র ধন্যবাদ! কথাটা যেন রচনার কাছে গোপন থাকে।

প্রণব। না জামাইবাবু, রচনা আমার একমাত্র বোন। তাকে না জানিয়ে বিয়ের কোন কাজ আমি করতে পারব না।

অমিয়। কিন্তু রচনা যদি—

প্রণব। আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা তিনজন ছাড়া একথা আর কেউ জানতে পারবে না।

অমিয়। তুমি তাহলে রচনাকে কবে কোলকাতায় নিয়ে যাচ্ছো?

প্রণব। বিয়ের দু দিন আগে।

অমিয়। তুমি তাহলে বস, আমি একবার—আড়ৎ থেকে ঘুরে আসি। [প্রস্থানোদ্যোগ।

প্রণব। আমি এখুনি চলে যাব জামাইবাবু! জরুরী কাজ আছে।

অমিয়। আজ যাচ্ছ যাও, কিন্তু বিয়ের পর আর কোন অজুহাত শুনব না।

[প্রস্থান।

প্রণব। রচনার বিয়ে না হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না।

ডাকিতে ডাকিতে অরুণের প্রবেশ।

অরুণ। মা! মা! আরে প্রণব যে! কখন এলি?

প্রণব। কিছুক্ষণ।

অরুণ। আমার কথা দাদাকে বলেছিস্ ?

প্রণব। কি কথা ?

অরুণ। সেই যে পরশু বলে এলাম।

প্রণব। ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জামাইবাবুকে বলেছি, অরুণ বিয়েতে পণ বা যৌতুক কিছুই নেবে না। কিন্তু অরুণ, রচনার যে অনেক গয়না আছে। সে গুলো—

রচনার প্রবেশ।

রচনা। আজ কিছু পরেছি দাদা, বাকীগুলো বিয়ের দিন পরব। তোমার বন্ধু বাধা দিলেও শুনব না।

অরুণ। আরে, তোমার গয়না তুমি পরবে তাতে আমি বাধা দোব কেন ?

রচনা। কি জানি, তোমার আদর্শ যদি ম্লান হয়ে যায় !

অরুণ। ব্যঙ্গ করছ ?

রচনা। মোটেই না। তোমার আদর্শের জয়ধ্বনি দিচ্ছি। ভাবছি, বাংলা দেশের সব পাত্ররা যদি তোমার মত আদর্শবান হয়ে যায়। মানে, জোর গলায় বলে—"বিয়ে করব, কিন্তু পণ ও যৌতুক নেবনা"। তাহলে পাত্রের মা বাবার ছেলের বিয়ে দিয়ে ধনী হবার স্বপ্ন আর পাত্রের শ্বশুরের দেওয়া খাট বিছানা, ঘড়ি, আংটি, বোতাম, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল ও টেলিভিসনের সখটা—

প্রণব। আঃ, রচনা তুই থামবি ?

অরুণ। থামবে কি, ওর চেয়েও বেশী গলাবাজী করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।

রচনা। জানো দাদা, তোমার গুণধর বন্ধুটি কিন্তু এক নম্বরের মিথ্যুক।

ইন্দুর প্রবেশ ।

ইন্দু। এ জগতে সবাই সত্যবাদী যুধিষ্ঠীর !

অরুণ। [স্বগত] এই রে মা আসছে !

রচনা। না দিদি, আমরা অন্য কথা বলছিলুম ।

অরুণ। ফটো পেয়েছ মা ?

ইন্দু। না। তোর দাদাকে জিজ্ঞেস করলুম, বললে জানিনা।

অরুণ। তাইত, এ্যালবাম থেকে ফটো কোথায় গেল !

রচনা। সামান্য একটা ফটোর জন্যে ভেবে ভেবে তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে যাবে !

অরুণ। ত্রিগুনাবাবুর জন্যে ভেবে ভেবে তোমার যেমন আহার নিদ্রা চলে গেছে, আমার ঠিক ততটা হবেনা।

রচনা। দেখলে দিদি, তোমার এই আদুরে ছেলে আমাকে কি রকম রাগাচ্ছে ?

প্রণব। ওদের দুজনকে দেখে, আমি খুব খুশী হয়েছি ইন্দুদি !

অরুণ। তুইত খুশী হয়েছিস, এদিকে যে রচনার মান ভাঙাতে আমাকে সেই গোপনন্দন কৃষ্ণের মত হাত জোড় করে বলতে হবে—"দেহি পদ পল্লব—

রচনা। তুমি কবিতা পড়, আমি চললাম।

অরুণ। রচনা ভীষণ রেগে গেছে প্রণব !

ইন্দু। দুষ্টু ছেলে, তুইত রাগিয়ে দিলি।

অরুণ। অন্যায় হয়ে গেছে মা। আমি ক্ষমা চাইছি।

রচনা। হাসতে হাসতে কেউ বুঝি ক্ষমা চায় ?

ইন্দু। ঠিক বলেছিস রচনা ! জানলি প্রণব, রচনা কোলকাতার

বিদুষী মেয়ে হলেও আমাদের এই পাড়া গাঁয়ের সঙ্গে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে।

প্রণব। তবুও তোমার কাছে অনুরোধ ইন্দুদি, ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে তুমি ওকে তোমার মত আদর্শ বধূ রূপে গড়ে নিও। [প্রস্থানোদ্যোগ।

রচনা। চলে যাচ্ছো দাদা?

প্রণব। হ্যাঁ। পাঁচদিন পরে তোকে নিয়ে যাব। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে দাদার কাছে ছিলি, এবার ইন্দুদির কাছে থাকবি। এতদিন লেখাপড়া করেছিস। সংসারের কাজকর্ম কিছুই শিখিস নি। এবার ইন্দুদির কাছে মায়ের স্নেহ আর বোনের ভালবাসা পেয়ে শিখবি সংসারে আদর্শ স্ত্রী হবার শিক্ষা।

[প্রস্থান।

ইন্দু। আমাকে কিচ্ছু শেখাতে হবে না প্রণব, যা শেখাবার অরুণই শেখাবে।

অরুণ। আমি—না-না, তা কি করে সম্ভব মা?

ইন্দু। যেমন করে বন্ধুর বাড়ী নেমতন্ন খেতে গিয়ে এক পলকে রচনাকে যাদু করিছিলি, ঠিক তেমনি করে। [প্রস্থান।

অরুণ। তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছ মা? আমি কি যাদুকর?

রচনা। না। তুমি হলে মনোচোরা বংশীধর।

অরুণ। হা-হা-হা! তাহলে আমার বাঁশী—

রচনা। আমাকে কোলকাতা থেকে বকুল গাঁয়ে টেনে এনেছে।

অরুণ। বল কি? তাহলে তোমার মন—

রচনা। চুরি করে…পাগল করেছ।

অরুণ। সর্বনাশ! বিয়ের লগ্ন যে এখনও সাতদিন পরে, একথা আগে জানলে প্রণব কে বলতাম—

রচনা। তোমাকে ইঙ্গিতে ইসারায় অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, দাদাকে বলো, আমাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া দরকার।

অরুণ। তুমি কিচ্ছু ভেব না রচনা। কালই আমি অফিস থেকে ফেরবার পথে প্রণবকে বলব—

রচনা। কি বলবে?

অরুণ। বলব, পূর্বরাগের পালা শেষ। এবার অনুরাগের পালা সুরু। তাড়াতাড়ি মিলন পিয়াসী রচনার বিয়ের-বাসর রচনা করতে।

রচনা। তা তোমাকে বিশ্বাস নেই। প্রেমের নেশায় তুমি যা মাতাল হয়ে উঠেছ?

অরুণ। শুধু মাতাল নয়, তোমার ফুটন্ত যৌবন আমাকে পাগল করেছে। [রচনার হাত ধরিল]

রচনা। এই ছাড়ো। দিদি এসে পড়বে।

অরুণ। মা আসবে না,—আসতে পারে না। জানলে রচনা, আজ আমার মনে হচ্ছে—

রচনা। কি?

অরুণ। এমন হার ত্রিগুণাবাবুর গলাতেই ভাল মানাতো।

রচনা। [হাত ছাড়াইয়া] আবার সেই স্কাউনড্রেলটার নাম করছ?

অরুণ। ত্রিগুণা বাবু ধনী। তার অনেক টাকা, দেশ জোড়া খ্যাতি, আর আকাশ ছোঁয়া ইমারৎ।

রচনা। থাক। তবু তুমি আমার কাছে তার নাম করবে না। আমি দাদাকে বলেছি, তোমার জন্যে একটা ভাল চাকরী জোগাড় করতে।

অরুণ। অন্য চাকরীর দরকার নেই রচনা। আমি ওই চাকরীই করব।

রচনা। ত্রিগুণাকে তুমি চেননা?

অরুণ। তোমার মত না চিনলেও যতটুকু চিনি, তাতে মনে হয় তিনি,—

রচনা। শয়তান! আভিজাত্যের খোলসে কুৎসিৎ মূর্ত্তিটা ঢাকা আছে বলে কেউ তার আসল রূপটা দেখতে পায়না।

অরুণ। একি সত্যি?

রচনা। বাইরের জৌলুসে ভুলে তোমার মত আমিও তাকে শ্রদ্ধা করতুম। কিন্তু যেদিন তার আসল রূপটা আমার চোখে ধরা পড়ল, সেদিন থেকে আমি তাকে ঘৃণা করি।

অরুণ। রচনা!

রচনা। অনেক আশা নিয়ে আজ আমি তোমার কাছে এসেছি অরুণ-দা!

অরুণ। ভালই করেছ। অর্থ আর আভিজাত্যকে পরিত্যাগ করে ভালবেসেছ আদর্শকে। তোমার ভালবাসা সার্থক। [প্রস্থানোদ্যোগ।

রচনা। রাত্রি বেলা কোথায় যাচ্ছো?

অরুণ। আমার ঘরে। এস, কথা আছে!

রচনা। কি কথা?

অরুণ। বলব, কাছে এলে। [প্রস্থান।

রচনা। যাব প্রিয়তম! তবে আজ নয়—ফুলশয্যার শুভরাতে। সেদিন আর তোমাকে কোথাও যেতে দোব না। বাহুর বাঁধনে শক্ত করে বেঁধে রাখব।

কালো কাপড় ঢাকা দিয়া বাচ্চুর প্রবেশ।

রচনা। [চমকিয়া] কে? [বাচ্চু মুখের কাপড় সরাতেই রচনা চিনিতে পারিল।] একি! বাচ্চু তুমি?

বাচ্চু। তাহলে চিনতে পেরেছ? আমি ভেবেছিলুম, হয় তো ভুলে গেছ?

রচনা। এখানে এসেছ কেন ?

বাচ্চু। তুমি এসেছ বলে।

রচনা। [অনুরোধের সুরে] এখান থেকে চলে যাও লক্ষ্মিটী !

বাচ্চু। যাঃ—বাব্বা ! পাঁচিল টপ্‌কে, কত কষ্ট করে এলুম, আর আসতে না আসতেই বলছ, চলে যাও ?

রচনা। [কঠোর স্বরে] না গেলে আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব।

বাচ্চু। তাতে কোন লাভ হবে না। আমি যে তোমার প্রণয়ী, কলেজে পড়তে পড়তে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রেম হয়েছিল, কথাটা সবাই জানতে পারবে।

রচনা। বাচ্চু !

বাচ্চু। সেদিনের কথা বেমালুম ভুলে গেছ দেখছি ! তুমি বলেছিলে,— বাচ্চু, তুমি আমার প্রেমাকাশের শশধর, তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারব না। বালীগঞ্জের লেকে, ইডেন-গার্ডেনে, দুজনে পাশাপাশী বসে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমের গল্প করেছি। আজ সে সব—

রচনা। ভুলে গেছি। যাও, এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

বাচ্চু। না। সেই পুরনো প্রেমের পচা কাহিনী সবার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে আমি তোমার সুখের ঘর বাঁধার স্বপ্ন চিরতরে ভেঙে দোব।

রচনা। তোমার হাতে ধরি বাচ্চু, তুমি আমার সর্বনাশ করোনা !

বাচ্চু। তুমি ধণ্যি মেয়ে রচনা ! তাই মিথ্যে প্রেমের অভিনয়ে বাচ্চুকে ভুলিয়ে রেখেছিলে। তিন বছরের মধ্যে তোমার ওই রূপ-যৌবন ভরা কোমল দেহটাকে একটিবারও আমায় স্পর্শ করতে দাওনি।

রচনা। ক্ষমা কর বাচ্চু ! তুমি আমাকে ভুলে যাও !

বাচ্চু। না।

রচনা। [পদতলে বসে] তোমার পায়ে ধরি বাচ্চু, তুমি যদি আমাকে সত্যই ভালবেসে থাকো, তাহলে আমায় সুখী হতে দাও, তোমার ভালোবাসার মর্য্যাদা রাখো! [কাঁদিতে লাগিল]

বাচ্চু। তুমি কাঁদছ?

রচনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। ওঠ রচনা! তোমার গায়ে কোনদিন হাত দিইনি, আজও দোব না। [রচনা উঠিল] আমি তোমাকে ভুলে যাব। তোমার চোখের জলে আমার প্রতিহিংসার আগুন নিভে গেছে। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন তোমার কাছে ফিরে আসব না। [প্রস্থানোদ্যত]

রচনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। মনে পড়ে, কলেজ ছেড়ে তুমি ত্রিগুনার সঙ্গে বিয়ের নেশায় মশগুল হয়ে উঠলে, আর আমি বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালা বুকে নিয়ে একটা চাকরীর জন্যে হন্যে হয়ে কুকুরের মত দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শেষে মনুষ্যত্বের বলি দিয়ে, একটা চাকরী পেলাম ত্রিগুনার কাছে। তোমার স্মৃতির মন্দির হতে আমার ছবি মুছে ফেলে, বিয়ে করে তুমি সুখী হও! আসি রচনা—বিদায়।

[প্রস্থান।

রচনা। এতদিন পরে বাচ্চু যে আসবে তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। ভাগ্য ভাল, তাই অরুণ কিংবা দিদি এসে পড়েনি। যাক্, আর ভয় নেই। বাচ্চু কথা দিয়ে গেছে, সে আর কোনদিন আসবে না বকুল গাঁয়ে।

[প্রস্থান।

* * * *

তিন

কলিকাতা—ভাড়াবাড়ী।

যোগীন ও বীণার প্রবেশ।

বীণা। বকুল গাঁয়ের বড়দা কোলকাতায় থাকে কেন কাকা?

যোগীন। কোলকাতায় চাকরী করে, শনিবার বাড়ী যায়।

বীণা। চাকরী করে! কিন্তু বড়দা যে বলেছিল, ব্যবসা করে?

যোগীন। হয় ত' আগে কর তো। এখন চাকরী কচ্ছে। আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে।

বীণা। আমার কথা বলেছ?

যোগীন। হ্যাঁ। দাদা মারা গেছে শুনে বললেন, বকুল গাঁয়ে যাবার দরকার নেই। বীণাকে এখানে পৌছে দেবেন। তাই বকুল গাঁয়ে না গিয়ে তোকে কোলকাতায় এনেছি। অমিয়বাবু এলে, তার হাতে তুলে দিয়ে আমি বৈকুণ্ঠপুরে ফিরে যাব।

[ধূপ, মাজন ইত্যাদি পণ্য দ্রব্য ভরা ঝোলাব্যাগ কাঁধে মাষ্টারের প্রবেশ।]

মাষ্টার। ঘরে কে? আরে যোগীনবাবু! তুমি হঠাৎ দত্ত সাহেবের ঘরে? সঙ্গে বুঝি মেয়ে?

যোগীন। এত খোঁজ খবরে কি দরকার মাষ্টার?

মাষ্টার। না, আমার আর কি দরকার? তোমাকে দত্ত সাহেবের ঘরে দেখছি, তাই জিজ্ঞেস করলুম! আচ্ছা চলি। [প্রস্থানোদ্যোগ।

বীণা। বলে যাও,—দত্ত সাহেব কে?

মাষ্টার। ধনী ব্যবসায়ী।

বীণা। তবে কাকা যে বললে, এটা বকুল গাঁয়ের অমিয় মিত্রের ঘর?

মাষ্টার। মিথ্যে কথা।

যোগীন। তুমি নিজের ঘরে যাও মাষ্টার!

মাষ্টার। আর একটা কথা যোগীনবাবু! আচ্ছা, বকুল গাঁয়ের অমিয় মিত্র তোমার কে?

বীণা। মাসতুতো দাদা। তার বাড়ীতে পৌঁছে দেবে বলে, কাকা আমাকে এনেছে।

মাষ্টার। যোগীনবাবু তোমার—

বীণা। প্রতিবেশী কাকা! আমার বাবা মা কেউ নেই। বিশ্বাস করে কাকার সঙ্গে এসেছি। জানতাম না যে এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, একটা জীবন্ত শয়তান!

যোগীন। বীণা!

বীণা। ভুল করেছি। তোমাকে হিতাকাঙ্খী ভেবে বিশ্বাস করে, আমি ভুল করেছি।

মাষ্টার। শুধু তুমি নও, যোগীনবাবুর মত পোষাকী ভদ্রলোককে বিশ্বাস করে তোমার মত অনেকেই ভুল করে থাকে।

[একতারা হাতে বাউলের বেশে সদানন্দর প্রবেশ।]

সদানন্দ। কে ভুল করেছে মাষ্টার?

বীণা। আমি।

যোগীন। তুমি কে?

মাষ্টার। বাউল সদানন্দ কে তুমি চেননা যোগীনবাবু?

যোগীন। ভিখিরীটা এখানে এসেছে কেন?

মাষ্টার। এটা যে ওর আশ্রয় যোগীনবাবু! সারাদিন গান গেয়ে ভিক্ষে করে। সন্ধ্যেবেলা দত্ত সাহেবের বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় থাকে।

সদানন্দ। [বীণাকে] বলছিলে না, ভুল করেছ? বলি হ্যাঁগো, কি ভুল করেছ?

বীণা। এই শয়তানকে বিশ্বাস করে।

যোগীন। বীণা!

সদানন্দ। গীত।

আজকের এই দুনিয়ায় মানুষ চেনা ভার,
সভ্য বেশ আর মিষ্টি হাসি, মুখে সাম্যের লেকচার।

যোগীন। ভিক্ষুক!

সদানন্দ। পূর্ব্ব-গীতাংশ।

ভদ্রতার মুখোস এঁটে, ঘুরছে নিজের তালে,
ঠকছে বোকা মেয়ে-পুরুষ ওদের চোরা চালে।
ছিনিয়ে এনে কত মণি,
দু হাত ভরে লুটছে মানি,
এরাই আবার দিনের বেলায় শ্রদ্ধা কুড়োয় জনতার।

[প্রস্থান।

মাষ্টার। ঠিক বলেছ সদানন্দ! যোগীনবাবুর মত ভদ্রবেশী শয়তানকে বিশ্বাস করে এই মেয়েটির মত অনেকেই ঠকে—সর্ব্বস্বান্ত হয়।

যোগীন। মাষ্টার!

মাষ্টার। যোগীনবাবু! জানতাম তুমি চোরাই মাল চালান কর। কিন্তু তুমি যে মেয়ে পাচারও কর, সেটা জানতাম না।

যোগীন। চোপরাও!

মাষ্টার। আমি তোমার শত্রু নই যোগীনবাবু।

যোগীন। তোমার মত ভবঘুরে ফেরিওয়ালাকে যোগীন পাল্তি ভয় করে না মাষ্টার।

বীণা। তুমি মাষ্টার?

মাষ্টার। না। আমি কোন স্কুলের শিক্ষক নই। আমি হচ্ছি এক ভবঘুরে ফেরিওয়ালা। [ঝোলা দেখাইয়া] এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে ছড়া কেটে ফেরি করে বেড়াই বলে, অনেকে বলে ফেরিওয়ালা মাষ্টার। [প্রস্থানোদ্যোগ।

বীণা। এই শয়তানের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও মাষ্টার।

মাষ্টার। শুনলে ত, আমি নগণ্য ফেরিওয়ালা। টাকা-সোনা-বিষয় সম্পত্তি দূরে থাক্, মাথা গোঁজবার আশ্রয়টুকুও নেই। আমার ক্ষুদ্র শক্তি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না বোন। তোমাকে রক্ষা করবেন সর্ব্বশক্তিমান ভগবান। [পুনঃ প্রস্থানোদ্যোগ।

যোগীন। ভগবানের বাবার সাধ্য নেই যে, আমার উদ্দেশ্যকে বান চাল করে!

মাষ্টার। যতই পাকা খেলোয়াড় হও যোগীনবাবু—মনে রেখো, তুরুপের তাস কিন্তু সেই ভগবানেরই হাতে। [প্রস্থান।

যোগীন। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

বীণা। বাবা মাকে হারিয়ে আমি যে তোমাকেই পরম আত্মীয় মনে করতুম কাকা! আজ তুমি আমার একি সর্ব্বনাশ করলে?

যোগীন। আমি তোর কোন ক্ষতি করি নি। যা কিছু করেছি সবই তোর ভালর জন্যে।

বীণা। তবে আমাকে মিথ্যে বলে এখানে এনেছ কেন?

যোগীন। সেটা এখুনি বুঝতে পারবি।

বীণা। তোমার পায়ে ধরি কাকা, আমাকে বকুল গাঁয়ে পৌঁছে দাও।

যোগীন। না।

বীণা। তবে বল শয়তান, আমাকে কোলকাতায় এনেছ কেন?

চন্দরের প্রবেশ।

চন্দর। চড়া দামে বিক্রি করবে।

বীণা। কি বললে? কাকা আমাকে বিক্রি করবে?

চন্দর। হ্যাঁ-গো। দর দাম ঠিক করে বায়ণা নিয়ে তোমাকে কোলকাতায় এনেছে। এবার সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে চুক্তির টাকা আর বখশিস্ নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাবে। কি গো যোগীনবাবু! হঠাৎ বোবা হয়ে গেলে না কি?

যোগীন। তুই এখানে কেন চন্দর?

চন্দর। সাহেবের হুকুম জানাতে।

যোগীন। সাহেব কি হুকুম দিয়েছে?

চন্দর। এখুনি মেয়েটিকে নিয়ে আমার সঙ্গে গোলাপ বাগে যেতে হবে। আজ রাত্রে তুমি থাকবে আমার কাছে, আর মেয়েটি থাকবে নলিনী ঝি-এর কাছে। ওকে নিয়ে এস। বাইরে মোটর নিয়ে ড্রাইভার কৃপাল সিং অপেক্ষা করছে।

বীণা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমার সর্ব্বনাশ করো না কাকা!

চন্দর। যোগীনবাবু তোমার কাকা! তুমি চমৎকার যোগীনবাবু!

যোগীন। চন্দর!

চন্দর। তোমার এই জঘন্য কাজকে আমি বাহবা দিতে পারছি না যোগীনবাবু!

যোগীন। আমি বাহবা চাই না চন্দর,—চাই টাকা!

চন্দর। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। টাকার লোভে আজ ভাইঝিকে বিক্রি করছ, কাল বিক্রি করবে নিজের মেয়েকে। তারপর যখন টাকা ফুরিয়ে যাবে—তখন নিয়ে আসবে নিজের স্ত্রীকে।

যোগীন। চন্দর!

চন্দর। অন্যায় করে চড়া মেজাজ দেখিও না যোগীনবাবু! তাতে ফল ভাল হবে না। মেজাজ রেখে অপরের স্নেহ উদ্যান হতে ছিঁড়ে আনা সদ্য ফোটা গোলাপকে নিয়ে এস—গোলাপ বাগে।

বীণা। গোলাপ বাগ কি?

যোগীন। তা জেনে তোর কি লাভ?

চন্দর। লাভ-লোকসানের হিসেব তুমি কর যোগীনবাবু? যাবার আগে আমি একটা কথা জানিয়ে যাই, গোলাপ বাগ হচ্ছে—তোমার মত ফুটন্ত গোলাপকে পাপের আগুনে ঝলসে মারবার জীবন্ত নরক।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

বীণা। বলে যাও, আমাকে এই পশুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এমন মানুষ কি সংসারে নেই?

যোগীন। না।

চন্দর। তুমি এখন টাকার নেশায় বেহুস হয়ে আছ যোগীনবাবু! নেশা কাটলে দেখতে পাবে, সংসারে সবাই তোমার মত অর্থলোভী পিশাচ নয়—সত্যিকারের মানুষও আছে।

[প্রস্থান।

যোগীন। আমার সঙ্গে চলে আয় বীণা!

বীণা। কাকা! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

যোগীন। চোখের জলের ফোঁটাগুলো যদি মুক্ত হত, তাহলে গরীবের ঘরে ভাত কাপড়ের অভাব হোত না। চলে আয় বীণা?

বীণা। একবার অতীতকে মনে কর কাকা!

যোগীন। বীণা!

বীণা। ছেলেবেলা থেকে তোমাকে আপন কাকার মত ভক্তি করে এসেছি। বিজয়া দশমীর রাতে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছি।

তোমার অসুখ করলে রাত জেগে পাশে বসে সেবা শুশ্রূষা করেছি। বল, তার প্রতিদান কি এই? [কাঁদিতে লাগিল।]

যোগীন। আমার লোভের স্রোতে তোর ভক্তি শ্রদ্ধা আর সম্পর্ক তলিয়ে গেছে বীণা। অর্থের নেশায় আজ আমি বিবেকহারা উন্মাদ। আমার সেই টাকার স্বপ্নকে তুই সত্য করবি আয়! [বীণার হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে লাগিল।]

বীণা। না-না—যাব না।

যোগীন। যেতেই হবে বীণা। চলে আয় বলছি।

বীণা। আমায় ছেড়ে দাও শয়তান! টাকার লোভে তুমি আমার নারী-জীবনের চরম সর্ব্বনাশ করোনা। আমাকে ছেড়ে দাও।

[দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল। যোগীন জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।]

* * * *

চার

জুয়ার আড্ডা।

অমিয়র প্রবেশ।

অমিয়। সর্ব্বনাশ করলাম! নেশার ঝোঁকে জুয়া খেলতে গিয়ে প্রণবের দেওয়া সাত হাজার টাকা—

[মদের বোতল হাতে শঙ্করের প্রবেশ।]

শঙ্কর। আমার পকেটে এসে গেল! হা-হা-হা—

অমিয়। জোচ্চুরি করে তুমি আমাকে হারিয়েছ শঙ্কর।

শঙ্কর। [মদ খাইয়া] আর তুমিও ত জোচ্চুরির ছুরিতে বৈকুণ্ঠপুরের সুদাস সরকারকে খুন করেছ ব্রাদার!

অমিয়। এ কথা কে বলেছে ?

শঙ্কর। তোমারই মত এক মাতাল জুয়াড়ী! তোমার ভায়ের সঙ্গে সুদাস সরকারের মেয়ে বীণার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর পণ বাবদ তুমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কেটে পড়েছ।

অমিয়। শঙ্কর!

শঙ্কর। ভয় নেই ব্রাদার! এ কথা আমি কাউকে বলব না। নাও, [পাত্রে মদ ঢালিয়া] মদ খাও!

অমিয়। আমি কোনদিন দিনের বেলা মদ খাই না শঙ্কর! আজ তোমার পাল্লায় পড়ে খেতে হল।

শঙ্কর। যখন নিয়ম ভঙ্গ করে খেয়ে ফেলেছ তখন আরও একটু খাও দোস্ত! নাও—ধর।

অমিয়। দাও। [মদ খাইল]

শঙ্কর। আমি জানি ব্রাদার, ভায়ের কাছে সাধু সাজতে দিনের বেলা তুমি হও,—যুধিষ্ঠিরের মত অমায়িক দাদা। আর গভীর রাতে হও,—দুষ্ট দুঃশাসন। এখন বেলা দশটা হলেও তুমি ত ব্রাদার রূপের হাট ঘুরে বাড়ী ফিরবে সেই গভীর রাতে। ওকি! কথা কইছ না কেন ? টাকার শোকে বোবা হয়ে গেলে না কি ?

অমিয়। না। একটা কথা ভাবছি!

শঙ্কর। [মদ খাইয়া ও পাত্রে ঢালিয়া] এটা খেয়ে তারপর ভাবো। নাও ধর।

অমিয়। [মদ খাইয়া] তোমার বাড়ী কোথায় শঙ্কর ?

শঙ্কর। হঠাৎ আমার বাড়ীর খোঁজ পড়ল কেন ?

অমিয়। বৈকুণ্ঠপুরের নিরোদ সরকারের শঙ্কর নামে একটা ছেলে ছিল।

শঙ্কর। তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে বুঝি ?

অমিয়। না। বহুদিন আগে একবার তাকে বৈকুণ্ঠপুরে দেখেছিলাম। তাই ভাবছি, তুমি সেই শঙ্কর কিনা ?

শঙ্কর। আরে না-না। আমি সে শঙ্কর নই। আমি একজন হতচ্ছাড়া কুখ্যাত জুয়াড়ী। তা অমিয়বাবু, নিরোদ সরকার তোমার কে ?

অমিয়। আপন মেসো।

শঙ্কর। তিনি বেঁচে আছেন ?

অমিয়। না।

শঙ্কর। তাহলে পুরনো সম্পর্ক ঠিক করতে গিয়ে যাকে ঘায়েল করে এসেছ,—তিনি কে ?

অমিয়। মেসোমশায়ের বৈমাত্রেয় ভাই।

শঙ্কর। তুমি খুব ভাল ফিকির ধরেছ ব্রাদার ! সাত হাজারের জন্যে চিন্তা না করে—ভাইকে দেখিয়ে আবার কোন মেয়ের বাপকে এই নতুন ফিকিরে ফকির কচ্ছ !

বেগে বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। শঙ্কর ! শঙ্কর ! অবাক সামন্ত—

অমিয়। এঁ্যা—অবাক সামন্ত ! সর্বনাশ !

বাচ্চু। সুদ খোর মহাজন অবাক সামন্তের নাম শুনে চমকে উঠলে কেন ?

শঙ্কর। মনে হচ্ছে সামন্তকে রীতিমত ঝোলেছে।

অমিয়। তাল পেলে আমি তোমাকেও কাবু করব শঙ্কর ! এই সাত হাজারের বদলা আমি নোব। [প্রস্থানোদ্যোগ।

শঙ্কর। আমি ছক্ পেতে বোতল নয়ে বসে থাকব অমিয়বাবু ! তুমি টাকা নিয়ে এসো !

অমিয়। আসব। তবে সেদিন শুধু আমার হাতে টাকাই থাকবে না। থাকবে,—তোমাকে ঘায়েল করবার ধারালো চাকু। [প্রস্থান।

শঙ্কর। হা-হা-হা! শঙ্কর জুয়াড়ীকে ঘায়েল করবে পাট ব্যবসায়ী অমিয় মিত্তির! তারপর কি ব্যাপার বলতো বাচ্চু?

বাচ্চু। বোতলটা দে? [বোতল লইয়া মদ খাইল] ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে অবাক সামন্ত বাড়ী ফিরছে। সে টাকা আমি রাস্তাতেই ছিনিয়ে নোব।

শঙ্কর। পারবি না বাচ্চু। ও-কাজ তুই কোনদিন করিস নি।

বাচ্চু। আজ থেকে সুরু করব।

শঙ্কর। যাস নি বাচ্চু—ধরা পড়ে যাবি।

বাচ্চু। জেল খাটব। আজ আর আমি মানুষ নই শঙ্কর। নর-পিশাচ ত্রিগুনা দত্তের নরকরূপী গোলাপ বাগের নফর হয়ে আজ হয়েছি আমি মনুষ্যত্বহীন জানোয়ার। [প্রস্থানোদ্যোত।

শঙ্কর। বাচ্চু!

বাচ্চু। বাঁচতে আমিও চেয়েছিলাম শঙ্কর! অনেক আশা নিয়ে লেখাপড়াও শিখেছিলাম। ছাত্র জীবনে অনেক স্বপ্ন—অনেক কল্পনার ছবি মনের মধ্যে এঁকেছিলাম। আশা ছিল—চাকরী করে দশজনের একজন হবো। কিন্তু, দেশের এক চোখো সমাজ আমার সেই আশাকে সার্থক হতে দিলেনা। টাকা আর সুপারিশ না থাকায় চাকরী দিয়ে—কেউ দিলেনা আমায় মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার। তাই সমাজের নিয়মের শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমি দুর্বার বেগে ছুটে চলেছি,—সমাজশত্রু-রূপে। [ছুরি বাহির করিয়া] এই অন্যায়ের চাকু হাতে মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে।

[প্রস্থান।

শঙ্কর। যাস নি বাচ্চু! সর্ব্বনাশের পথে ছুটে যাস নি! ফিরে আয়!

[পূর্ব্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।]

মাষ্টার। দীপঙ্কর আর ফিরবে না শঙ্কর!

শঙ্কর। ও দীপঙ্কর নয়, বাচ্চু।

মাষ্টার। বাচ্চু ওর ডাকনাম। ভাল নাম দীপঙ্কর!

শঙ্কর। তুমি জানলে কি করে মাষ্টার?

মাষ্টার। শুধু নাম নয় শঙ্কর, আমি ওর কলেজ জীবনের সব কিছু জানি। অমন সরল সুন্দর মেধাবী ছাত্র কলেজে খুব কম ছিল। আমাদের সঙ্গে পড়ত, কোলকাতার এক নাম করা ব্যারিষ্টারের বোন। গুণে মুগ্ধ হয়ে সে বাচ্চুকে ভালবেসে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ে আর হল না।

শঙ্কর। কেন হোল না মাষ্টার? বাচ্চু গরীব বলে?

মাষ্টার। হয় তো তাই। বাচ্চুর কথা থাক শঙ্কর! তোমার আড্ডা থেকে এক ভদ্রলোককে বেড়িয়ে যেতে দেখে কৌতুহল মেটাতে এলাম।

শঙ্কর। অমিয় মিত্তির তোমার আত্মীয় বুঝি মাষ্টার?

মাষ্টার। না।

শঙ্কর। জানলে মাষ্টার, শালাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে—চোরা চালে সাত হাজার টাকা জিতে নিয়েছি।

মাষ্টার। সাত হাজার টাকা জিতে নিয়েছ!

শঙ্কর। ও কথা রেখে তোমার সেই বাঁধা গান—"দুনিয়া চিড়িয়াখানা" একবার গাও মাষ্টার!

মাষ্টার। এখন গান গাইবার সময় নেই শঙ্কর। কটা বাজে দেখত?

শঙ্কর। [ঘড়ি দেখিয়া] দশটা পাঁচ।

মাষ্টার। বিশেষ দরকারে আমি এখন যাচ্ছি শঙ্কর।

শঙ্কর। দরকারটা কি জানতে পারি মাষ্টার?

মাষ্টার। এক জানোয়ারের হিংস্র থাবা থেকে বিপন্না বোনকে উদ্ধার করতে হবে।

শঙ্কর। মেয়েটি বুঝি তোমার নিজের বোন?

মাষ্টার। না। সহোদরা না হলেও সেই বিপন্না নারী তোমারই বোন।

[প্রস্থান।

শঙ্কর। [স্বগত] আমার বোন? তবে কে সে,—বীণা? তাইত—মাষ্টার চলে গেল! নামটা ত জেনে নেওয়া হল না? বহুদিন গাঁ ছেড়ে চলে এসেছি। মাঝে শোভার সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। শুনেছি, আমি চলে আসার পরই কাকা মারা গেছে। তাইত, মনটা এমন কেঁদে উঠছে কেন? আমি জুয়াড়ী—কালোপথের মানুষ। না-না, কালই একবার বৈকুণ্ঠপুরে গিয়ে জেনে আসব, কাকা মারা যাবার পর বীণা এখন কোথায়?

[প্রস্থান।

* * * *

পাঁচ

রাজপথ।

[ফলিও ব্যাগ হাতে অবাকবাবুর পশ্চাতে ভুলোর প্রবেশ।]

ভুলো। মামা! ও মামা!

অবাক। আঃ। শুভ কাজে যাচ্ছি, দিলি ত যাত্রাটা মাটি করে?

ভুলো। মামী বললে—

অবাক। আর তুই অমনি ধূমকেতুর মত ছুটে এসে ধাঁ করে পেছু ডাকলি? যত সব!

ভুলো। কি, আমি ধূমকেতু?

অবাক। হ্যাঁ! মা বাপকে গিলে খেয়ে ধূমকেতুর মত তুই আমার ঘরে উদয় হয়েছিস। তুই ধূমকেতু। আর তিনি মানে, তোর মামী হচ্ছে উল্কা।

ভুলো। কি বললে মামা, মামী উল্কা?

অবাক। শুধু উল্কা নয়—জলন্ত উল্কা। জ্বলছে—জ্বলছে ভুলো, ধু-ধু করে দিনরাত জ্বলছে।

ভুলো। কি জ্বলছে মামা?

অবাক। ধূমকেতু আর উল্কার আগুনে আমার ফুলের মত কোমল হৃদয়টা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ভুলো। উপমাটা ভুল হল মামা! তোমার হৃদয় ফুলের মত কোমল নয়, বাজের মত কড় কড়ে।

অবাক। ভুলো!

ভুলো। কড় কড়ে বলেই ত তৃতীয় পক্ষে মামীকে বিয়ে করে তার জীবনটা তুমি একেবারে ঝরঝরে করে দিয়েছ। আজ আবার তাকেই

বলছ উল্টা ! এ-কথা শুনলে মামী রেগে চামুণ্ডা হয়ে যাবে। টাকা দাও মামা !

অবাক। টাকা নেই।

ভুলো। মিছে কথা বলো না মামা ! এইমাত্র তুমি দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছ !

অবাক। ওরে গাধা,—চুপ কর। টাকা—টাকা করিস নি। এখুনি কেউ শুনতে পাবে। তা হ্যাঁ রে ভুলো, টাকা কি করবি ?

ভুলো। মাষ্টার আসে নি,—তাই মামী বললে, প্রসাধনের জিনিষ গুলো কিনে আন ভুলো।

অবাক। কি ধন বললি ?

ভুলো। প্রসাধন ! তুমি সেকেলে মান্ধাতা আমলের লোক, এ-সব আধুনিক যুগের কথা বুঝতে পারবে না।

অবাক। কি বললি, আমি বুঝতে পারব না ?

ভুলো। কি করে বুঝবে মামা ? তুমি আধুনিক গান শোন না। হিন্দিছবির বারের নাচ দেখ না। থিয়েটারের দরজা চেন না,—আর লোক শিক্ষা যাত্রার মানে বোঝ না। নিউ ফ্যাসানের রং দেখে চোখ কপালে তোল। তোমার মাথায় এ-সব আধুনিক কথা ঢুকবে না। তুমি বোঝ তেজারতি ব্যবসা। মুখস্থ কর চক্র বৃদ্ধিহারে সুদ কসার ধারাপাত। টাকা ছাড়ো মামা। আমি দোকানে যাব।

অবাক। আমাকে বিরক্ত করিস নি ভুলো, বাড়ী যা।

ভুলো। টাকা না নিয়ে আমি এক পাও নড়ব না।

অবাক। না গেলে এক চড়ে—[চড় মারিতে উদ্যত]

বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। আহা-হা ! শুধু-শুধু ছেলেটাকে মারছেন কেন ?

অবাক। আমার ভাগ্নেকে আমি মারব—কাটব—যা খুশী করব, তাতে তুমি বলবার কে ?

বাচ্চু। ও, এ বুঝি আপনার ভাগ্নে ? তা তোমার নাম কি ভাই ?

ভুলো। ভুলো মাটি।

বাচ্চু। য়্যাঁ—মাটি !

অবাক। বুঝতে পারলে না, ও হল এঁটেল মাটি। যাকে বলে আব্দারে কাদা। একবার পায়ে লাগলে আর ছাড়ে না। যত সব ! [প্রস্থানোদ্যোগ।

ভুলো। টাকা দিয়ে যাও মামা। নইলে মামী ভীষণ রাগ করবে।

অবাক। টাকা নেই।

বাচ্চু। মামা বলছেন, টাকা নেই।

ভুলো। মিথ্যে বলছে,—মামার ব্যাগে—

অবাক। [ভুলোর মুখে হাত চাপা দিয়ে] চুপ কর হতভাগা।

ভুলো। কক্ষনো না। টাকা দাও।

অবাক। দোব না।

বাচ্চু। আমি দোব টাকা।

অবাক। তুমি টাকা দেবে ?

বাচ্চু। হ্যাঁ। তবে পকেট থেকে নয়—

অবাক। তবে ?

বাচ্চু। [ত্বরিতে বাঁ হাতে অবাকের ব্যাগ ধরিয়া বলিল] তোমার ব্যাগ থেকে। [ব্যাগ ছিনাইয়া লইল]

অবাক। গুণ্ডা ! গুণ্ডা ! আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে। ভুলো ! পুলিশ ডাক।

ভুলো। [ভয়ে] মা-মা !

বাচ্চু। চুপ ! চেঁচালে [ছুরি ধরিয়া] খুন করে ফেলব। [প্রস্থানোদ্যোগ।

অরুণের প্রবেশ।

অরুণ। ব্যাগ নিয়ে কোথায় চলেছ ছোকরা?

বাচ্চু। পথ ছেড়ে দে।

অরুণ। না। তুমি ভেবেছ কি? দিনের বেলা পথে ঘাটে ছুরি দেখিয়ে ছিনতাই করবে? ব্যাগ দাও, নইলে পুলিশে দেব।

বাচ্চু। মর শালা! [অরুণকে ছুরি মারিতে উদ্যত], অরুণ ডান হাতে বাচ্চুর ছুরি শুদ্ধ হাত ধরিল, বাঁ হাতে ব্যাগ ধরিল। অরুণের বলিষ্ঠ হাতের চাপে বাচ্চু ছুরি ও ব্যাগ ছাড়িয়া দ্রুত পলায়ন করিল।]

অবাক। ওরে ভুলো! পেছু ডেকে কি সর্বনাশ করলি রে?

অরুণ। [ছুরি ফেলিয়া] আপনার ব্যাগ নিন্।

ভুলো। অবাক হয়ে কি দেখছ মামা? ব্যাগ নাও।

অরুণ। ধরুন! আমার অফিসের সময় হয়ে গেছে।

অবাক। [ব্যাগ লইয়া] তোমার শক্তি আর সাহস, অবাক সামন্তকে অবাক করে দিয়েছে।

অরুণ। ও, আপনিই সেই স্বনামধন্য অবাকবাবু?

অবাক। তুমি আমাকে চেনো দেখছি।

অরুণ। হ্যাঁ,—আপনার নাম আমি দাদার মুখে শুনেছি।

অবাক। তোমার দাদা—

অরুণ। বকুল গাঁয়ের অমিয় মিত্র।

ভুলো। তোমার নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অরুণ। আমার নাম অরুণ মিত্র। আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না। বলা যায় না, গুণ্ডাটা হয়তো আবার ফিরে আসতে পারে।

ভুলো। উপকারিকে একটা ধন্যবাদও দেবে না মামা?

অরুণ। আমি ধন্যবাদের আশায় উপকার করিনি ভাই! বিপন্নকে

রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম। আমি সেই ধর্মই পালন করেছি। আচ্ছা ভাই, আসি। [প্রস্থান।

ভুলো। তোমার একটুও মনুষ্যত্ব নেই মামা! তুমি মানুষ নামের অযোগ্য! তুমি অমানুষ।

অবাক। বড় বড় ভাষা বলিস নি ভুলো! যা বলবি, চল্‌তি ভাষায় বল। নইলে আমি বুঝতে পারব না।

ভুলো। তোমার বুঝে কাজ নেই। টাকা দাও।

অবাক। মুখ বন্ধ করে খাড়া দক্ষিণ মুখো হ ভুলো।

ভুলো। তাহলে মামীর প্রসাধন দ্রব্য—

পূর্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।

মাষ্টার। দিয়ে এসেছি ভুলো।

ভুলো। তুমি বাঁচালে।

অবাক। কি কি জিনিষ দিয়ে এলে মাষ্টার?

মাষ্টার। [ছড়ার সুরে।]

পাউডার সেন্ট সাবান ও ধূপ, আলতা সিঁদুর কেশরঞ্জন,
ফেমিলা স্নো—ক্রীম লিপষ্টিক, শাম্পু কাজল দাঁতের মাজন।
আর দিয়েছি,—
পেইন বাম—আশ্চর্য্য মলম, গোলাপ জল আর ঘুমের বড়ি।
মাথা ধরার সারিডন, টিপ, বোতাম আর ছুঁচ দড়ি।

ভুলো। তোমার লক্ষীর ভাণ্ডারের অনেক জিনিস দিয়েছ মাষ্টার।

মাষ্টার। হ্যাঁ। দিদিমণি যা চেয়েছিলেন, আমি তাই দিয়েছি।

অবাক। দাম নিয়েছ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার তবিল থেকে দিদিমনি সব দাম মিটিয়ে দিয়েছে।

অবাক। এ্যাঁ,—তবিল! [পকেট খুঁজিয়া] সর্বনাশ! তাড়াতাড়িতে তবিল ফেলে এসেছি। যত নষ্টের গোড়া এই ভুলো। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ভুলো। মামা! আমি,—

অবাক। ধূমকেতু।

[প্রস্থান।

মাষ্টার। হা-হা-হা। আরে, এখানে ছুরি পড়ে কেন? নিশ্চয়ই কেউ ডাকাতি করতে এসেছিল? [ছুরি কুড়াইয়া দেখিতে লাগিল।]

ভুলো। একটু আগে,—এক গুণ্ডা মামার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল। এমন সময় বকুল গাঁয়ের অরুণ মিত্র এসে জোর করে ব্যাগ কেড়ে নিলে। ধরা পড়বার ভয়ে গুণ্ডাটা ছুরি ফেলে পালিয়ে গেল।

মাষ্টার। ওই অরুণ মিত্রকেই আমি খুঁজছি।

ভুলো। তিনি অফিসে গেছেন। আমি মামার বাড়ী যাচ্ছি। আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

মাষ্টার। অরুণের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। দেরী হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

সিগারেটে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। আরে অসীম তুই!

মাষ্টার। ছুরিখানা নিশ্চয়ই তোর দীপু?

বাচ্চু। হ্যাঁ—দে। [ছুরি মুড়িয়া পকেটে রাখিল।] এক শালা চামচের জন্যে আজ দশ হাজার টাকা বেহাত হয়ে গেল। একটা সারিডন্ দে অসীম! বড্ড মাথা ধরেছে।

মাষ্টার। [ঝোলা হইতে লইয়া] নে।

বাচ্চু। [পকেট হাতড়াইয়া] পয়সা নেই অসীম। পকেট খালি।

মাষ্টার। তোর কাছে পয়সা চাই না দীপু। চাইছি,—তুই আগের জীবনে ফিরে আয়।

বাচ্চু। অনেক পথ চলে এসেছি অসীম, আর ফিরতে পারব না।

মাষ্টার। এ পথে সুখ নেই দীপু। আছে অপমান আর বিবেকের দংশন। [প্রস্থানোদ্যোগ।

বাচ্চু। অসীম!

মাষ্টার। তোকে আমি ভালবাসি রে! তাই বলছি,—যদি পারিস, যদি সম্ভব হয়…তাহলে কালো পথ ছেড়ে আমার হাত ধরে আলোর পথে আয়।

[প্রস্থান।

বাচ্চু। ইচ্ছে থাকলেও আর ফেরবার উপায় নেই অসীম। আদর্শ, মনুষ্যত্ব, মানবতা—এরা কেউ আমাকে দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। বাঁচিয়েছে—টাকা। তাই আজ আমি আর কাউকে চাই না অসীম,—চাই টাকা। আজ আমার জীবনের মন্ত্র শুধু টাকা—টাকা—টাকা।

[প্রস্থান।

* * * *

ছয়

গোলাপ বাগ।

[টেবিলের উপর মদের বোতল ও পেয়ালা সজ্জিত।]

ত্রিগুনা ও যোগীনের প্রবেশ।

ত্রিগুনা। টাকা পেয়েছ যোগীন? [চেয়ারে বসিল]

যোগীন। পেয়েছি সাহেব! আপনি খুব ভাল দাম দিয়েছেন। [পেয়ালায় মদ ঢালিয়া] ধরুন সাহেব।

ত্রিগুনা। [মদ খাইয়া] তুমি ভাল জিনিস দিয়েছ, তাই ভাল দাম পেয়েছ।

যোগীন। [মদ ঢালিয়া] ধরুন সাহেব!

ত্রিগুনা। [মদ খাইয়া] যোগীন!

যোগীন। হুকুম দিন সাহেব—এবার আমি যাই।

ত্রিগুনা। সে কি যোগীন, যার জন্যে এত টাকা নিলে, তাকে আমার হাতে তুলে না দিয়েই চলে যাবে? যাও, তাকে নিয়ে এস।

যোগীন। আজ্ঞে,—আপনার গোলাপ বাগের নফর বাচ্চুকে—

ত্রিগুনা। বাচ্চু এখন নেই।

যোগীন। আজ্ঞে—

ত্রিগুনা। [মদ্য পান] চন্দর বলেছে, মেয়েটা নাকি তোমার ভাইঝি?

যোগীন। আজ্ঞে, আপন নয়—পাড়ার সম্পর্কে।

ত্রিগুনা। সে তোমাকে কাকার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে,—তাই না যোগীন?

যোগীন। আজ্ঞে,—

ত্রিগুনা। সেই সুযোগে তুমি তাকে আমার গোলাপ বাগে এনে টাকা নিয়ে সরে যেতে চাইছ,—কেমন?

যোগীন। আজ্ঞে সাহেব, আপনি ত যুবতী মেয়ে,—

ত্রিগুনা। চেয়েছি। এবার যাও, ভাইঝিকে নিয়ে এসে আমার লালসার যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ কর। যাও!

যোগীন। আজ্ঞে,—আনছি।

[প্রস্থান।

ত্রিগুনা। [মদ্য পান] একদিন এই গোলাপ বাগে বাঈজী নিয়ে মদ খেতে দেখে মাতাল চরিত্রহীন বলে অপমান করে রচনা চলে গেছে। শুনেছি প্রণব নাকি তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে ফেলেছে। [পুনঃ মদ্যপান] ইচ্ছা ছিল, রচনাকে নিয়ে গোলাপ বাগ ছেড়ে কাশী চলে যাব। সুরু করব নতুন জীবন। কিন্তু মনের আশা মনেই রয়ে গেল।

মুখ বাঁধা বীণাকে টানিতে টানিতে যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। বসরাই গোলাপকে এনেছি সাহেব।

ত্রিগুনা। বাঁধন খুলে দাও। [যোগীন বীণার মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল।] দেখছি গোলাপের মতই সুন্দর! [বীণার দুই চোখে অশ্রু গড়াইতে লাগিল।]

যোগীন। কাঁদিস নি বীণা। সাহেব যা বলেন তা শোন!

ত্রিগুনা। মেয়েটার কি নাম বলেছিলে?

যোগীন। বীণা!

ত্রিগুনা। খাসা নাম। [মদ্য পান] এবার তুমি যাও যোগীন!

বীণা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] কাকা! আমাকে এই লম্পট পশুর কাছে বিক্রি করে তুমি চলে যেও না! [যোগীনের পা জড়াইয়া ধরিল]

যোগীন। পা ছাড় হতভাগী! [বীণাকে সজোরে লাথি মারিয়া প্রস্থানোদ্যোগ।]

বীণা। ওঃ! [মেঝেতে পড়িয়া গেল।]

যোগীন। তোর ভাগ্য ভালো পোড়ারমুখী! তাই সাহেবের মত সৌখিন পুরুষের কাছে এসেছিস! এখন লজ্জা-ভয়, মান-অপমান ফেলে দিয়ে তোর রূপ-যৌবন দিয়ে সাহেবের মনোরঞ্জন কর। সাহেব! বীণা খুব ভাল গাইতে পারে। আপনি ওর গান শুনুন! আমি আসি।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বীণা। ভগবান! দুঃখিনী বীণাকে তুমি রক্ষা কর ঠাকুর!

ত্রিগুনা। ওঠ সুন্দরী! যোগীন তোমাকে আবর্জনার মত নিক্ষেপ করে গেলেও, আমি তোমাকে বুকে তুলে নোব। ওঠ! আগুনের পরশমণি, আগে একটা গান শোনাও! কই, ওঠ! সারাজীবন কেঁদে কেঁদে ভগবানকে ডাকলেও কিছু হবে না। গান তোমাকে গাইতেই হবে সুন্দরী। তুমি না উঠলে আমি—[বীণার দিকে অগ্রসর হইতেই, বীণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসন ঠিক করিতে লাগিল।]

বীণা। আমাকে স্পর্শ করোনা পশু!

ত্রিগুনা। আমি পশু! হাহাহা। [মদ্যপান] কই রাইকিশোরী! গান গাইছ না কেন? গাও!

[কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিল।]

বীণা। **গীত।**

গানের পাপিয়া মোর গাহিবে না গান,
অপমান তীরে তার বিঁধেছে পরাণ।
ভেঙেছে স্বপন হায়, ঝরে গেছে ফুল,
ব্যথার তটিনী ধারা ভাষায় দুকুল।
ছিন্ন সাধের মালা,
শূন্য আশার ডালা,
[মোর] হাহাকারে পূর্ণ কর তৃষিত পরাণ।

ত্রিগুনা। হাহাকার নয় সুন্দরী। আমি আনন্দে ভরিয়ে দোব তোমার জীবন। গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী, টাকা, গয়না, যা চাইবে তাই পাবে।

বীণা। দূর হ নরকের কীট!

ত্রিগুনা। সুন্দরী!

বীণা। চুপ কর জানোয়ার! লালসার তাড়ণায় ভুলে যাসনি যে আমি বার-বণিতা নয়,—গৃহস্থের মেয়ে।

ত্রিগুনা। ভুলে যাচ্ছ সুন্দরী, তুমি আমার লালসার ফাঁদে বন্দিনী। এখুনি আমি তোমার ওই সাদা মুখখানা পাপের কালিতে কালো করে দোব।

বীণা। ওগো, কে আছ মানুষ, পশুর লালসা হতে আমার নারীত্ব রক্ষা কর।

ত্রিগুনা। বৃথা চেষ্টা সুন্দরী। আমার এই সুরক্ষিত গোলাপ বাগে—

সহসা অরুণের প্রবেশ।

অরুণ। আমি এসেছি সাহেব!

বীণা। আমাকে রক্ষা করুন ভাই! [কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণের পদতলে পতন।]

অরুণ। ভয় নেই,—ওঠ! [হাত ধরিয়া তুলিল।]

ত্রিগুনা। তুমি গোলাপ বাগে কেন অরুণ?

অরুণ। বিপন্নাকে উদ্ধার করতে।

ত্রিগুনা। ওকে আমি টাকা দিয়ে কিনেছি।

অরুণ। জানতাম, আপনি দত্ত পেপার মিলের মালিক। ভারতজোড়া আপনার নাম। ব্যবসা ক্ষেত্রে আপনার অতুলনীয় প্রতিপত্তি। কিন্তু টাকার জোরে গৃহস্থের মেয়ে কিনে আভিজাত্যের আড়ালে নরকরূপী গোলাপ বাগে এনে দস্যুর মত তাদের নারীত্ব লুণ্ঠন করে আপনার লালসার ক্ষিধে মেটান—এ খবরটা জানা ছিল না।

ত্রিগুনা। অরুণ!

অরুণ। লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত এই গোলাপ বাগ যে পাপের লীলাক্ষেত্র আজ নিজের চোখে না দেখলে, কোনদিন বিশ্বাস করতাম না।

ত্রিগুনা। যদি নিজের ভাল চাও, তাহলে এখান থেকে চলে যাও।

বীণা। আমাকে ফেলে রেখে আপনি চলে যাবেন?

অরুণ। হ্যাঁ, তবে একা নয়,—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

বীণা। আমাকে আপনি –

অরুণ। আশ্রয়ও দোব।

ত্রিগুনা। বাঘের গহ্বর হতে, তার শিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয় অরুণ।

অরুণ। সহজ ভেবেই বাঘের খাঁচায় এসেছি সাহেব।

ত্রিগুনা। বটে,—তোমার এত সাহস! তবে দেখ অহংকারী, আমি একে ছিনিয়ে নিতে পারি কিনা?

বীণা। পারবে না শয়তান! আমি আশ্রয় পেয়েছি এই দেবতার অভয় বক্ষে। [বীণা অরুণের বুকে মুখ লুকাইল।]

ত্রিগুনা। তোমার দেবতাকে আমি পিঁপড়ের মত পিষে ফেলব।

অরুণ। আমি আপনার কেনা গোলাম নই, যে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে প্রতিশোধ নেবেন। [বীণার হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ।]

ত্রিগুনা। দরোয়ান! গেট বন্ধ কর!

বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। দরোয়ান নেই সাহেব।

ত্রিগুনা। এই যে বাচ্চু! ঠিক সময়ে এসে পড়েছিস। ছুরি ধর! শত্রুকে ঘায়েল করে সুন্দরীকে ছিনিয়ে নে!

অরুণ। আমাকে ঘায়েল করার শক্তি আপনার এই পোষা গুণ্ডার কব্জিতে নেই সাহেব। শত্রু দমনের নিষ্ফল আক্রোশে আপনি ছট্‌ফট্‌ করুন, আর গোলাপ বাগের দুর্গন্ধ নরক হতে এই বসরাই গোলাপকে নারকীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি যাচ্ছি তাকে সংসার স্বর্গের নন্দন-কাননে প্রতিষ্টা করতে।

[বীণাকে লইয়া সবেগে প্রস্থান।

ত্রিগুনা। জবাব দে বাচ্চু! তোর এই নীরবতার কারণ কি? আমার অপমান দেখেও তুই নিশ্চল রইলি কেন?

বাচ্চু। বিবেক আমার হাত দুটো চেপে ধরল সাহেব। কে যেন কানে কানে বললে, বাচ্চু তোর ঘরেও ত মা বোন আছে।

ত্রিগুনা। মিথ্যার জাল বুনে নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার চেষ্টা করিস নি বাচ্চু!

বাচ্চু। মিথ্যা বলিনি সাহেব। সত্যিই বলছি, মেয়েটার জল ভরা চোখ দুটো আমার মনটাকে বড় দুর্ব্বল করে দিয়েছিল। নইলে গোলাপ বাগে ওর মত কত মেয়ে এসেছে। আমি ওদের জোর করে এনে আপনার কাছে দিয়ে দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছি। তাদের চিৎকারে বুক ফেটে যেত। কর্ণপাতও করিনি। তাদের করুণ আর্ত্তনাদ পাষাণের মত কান পেতে শুনেছি। তাদের মূর্চ্ছিত দেহ তুলে এনে সেবা শুশ্রূষায় চাঙ্গা করে তুলেছি। শুধু আজ আপনার হুকুম অমান্য করেছি সাহেব। তার জন্যে চাইছি ক্ষমা।

ত্রিগুনা। ক্ষমা করব, যদি অরুণের হাত থেকে যুবতীকে ছিনিয়ে আনতে পারিস!

বাচ্চু। পারব না সাহেব। আজ আমি বড় দুর্ব্বল। অরুণের অভয় দুর্গ হতে যুবতীকে ছিনিয়ে আনবার শক্তি আর নেই।

ত্রিগুনা। বুঝেছি, তুই তাহলে অরুণকে ডেকে দিয়েছিস!

বাচ্চু। না।

ত্রিগুনা। তাহলে বল, অরুণকে সংবাদ দিয়েছিল কে?

বাচ্চু। নিশ্চয়ই কোন হৃদয়বান মানুষ।

ত্রিগুনা। আমি জানতে চাই তার নাম।

বাচ্চু। তার চেয়ে আবার একটা রূপসী যুবতী কিনে ফেলুন সাহেব।

ত্রিগুনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। সাহেব! আপনি উঁচুমহলের মহামান্য সমাজপতি। আপনার যেমন আছে আকাশছোঁয়া ইমারৎ, দেশ জোড়া খ্যাতি, চোখ ঝলসানো আভিজাত্য, তেমনি আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোটী কোটী টাকা। তা থেকে দু পাঁচ হাজার ছড়িয়ে দিলে যোগীনের মত শকুনরা রূপেয়ার লোভে নীচুমহলের গুলবাগ হতে সেরা রূপসীকে কুড়িয়ে এনে মিটিয়ে দেবে আপনার রূপের পিপাসা। [প্রস্থান।

ত্রিগুনা। পিপাসা মেটাব! রূপেয়া দিয়ে রূপসী কিনেছি—আবার কিনব। কিন্তু তার আগে সেই দাম্ভিক অরুণকে—

চন্দরের প্রবেশ।

চন্দর। ক্ষমা করুন সাহেব!

ত্রিগুনা। না। আমি তার উপর প্রতিশোধ নেব।

চন্দর। আপনিই সেদিন বলেছিলেন, অরুণবাবু খুব ভালোমানুষ। ভাল বলেই তিনি মেয়েটার ভাল করেছেন।

ত্রিগুনা। ভাল করতে গিয়ে আমার বুকে যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দিয়েছে, তার উত্তাপে এবার সে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

চন্দর। আপনার প্রতিহিংসা অরুণবাবুর মত ভালোমানুষের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ত্রিগুনা। কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস, স্মরণ আছে?

চন্দর। আছে। আমার অন্নদাতা মনিবের সামনে।

ত্রিগুনা। আমার বিরুদ্ধে কথা বললে, তোর চাকরি থাকবে না চন্দর!

চন্দর। আমি আর চাকরি করব না বাবু!

ত্রিগুনা। চন্দর! তুই—

চন্দর। অন্যায় হুকুম মানতে পারব না বাবু, তাই চাকরিও আর করব না।

ত্রিগুনা। আমি তোকে—

চন্দর। হুকুম করবেন,—চন্দর! তোর যুবতী বোনটাকে আমার গোলাপ বাগে নিয়ে আয়!

ত্রিগুনা। চন্দর!

চন্দর। মেম সাহেব রাগ করে চলে না গেলে, আপনি এমন অন্যায় কাজ করতেন না সাহেব।

ত্রিগুনা। চন্দর! আমি—

চন্দর। মেম সাহেব থাকলে গোলাপ ফুলের খসবু ভরা গোলাপ বাগ আজ এমন মদের দুর্গন্ধে ভরে উঠত না বাবু। মোটর নিয়ে ড্রাইভার কৃপাল সিং অপেক্ষা করছে। চলে আসুন। [প্রস্থান।

ত্রিগুনা। যাচ্ছি। রচনার প্রত্যাখ্যান আমাকে আরও স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। ওই একটি মাত্র মেয়েকে ভালবেসে স্ত্রীরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে অপমানিত হয়েছি। মদ সেই জ্বালা জুড়োতে পারে না। রূপসীর রূপ-যৌবন পারে না মনের পিপাসা মেটাতে। তবু আমি মদ খাই। হাজার হাজার টাকা দিয়ে রূপসী কিনে মেটাতে চাই অতৃপ্ত পিপাসা। আমার সেই তৃষ্ণার বারি যে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—আমি তাকে কোনদিন ক্ষমা করব না। প্রতিহিংসার তীব্র বিষে—আমি তার জীবনে ডেকে আনবো চরম দুর্ভাগ্য। [প্রস্থান।

* * * *

সাত

পথ।

যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। দুর্ভাগ্য! অরুণ মিত্রের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসবে এবার দুর্ভাগ্যের কালোরাত। বিপর্য্যয়ের ধূলি ঝঞ্ঝায় ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে তার জীবনের সুখ-স্বপ্ন। বাচ্চুর মুখে খবর পেয়েছি, অরুণ মিত্র বীণাকে ছিনিয়ে এনেছে। ওই যে বীণাকে নিয়ে সে এ দিকেই আসছে। যাই, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

অরুণের পশ্চাতে কাঁদিতে কাঁদিতে বীণার প্রবেশ।

অরুণ। আর ভয় নেই। আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। একি! তুমি এখনও কাঁদছ? চোখের জল মুছে, বল দেখি তোমার বাড়ী কোথায়?

বীণা। বৈকুণ্ঠপুর।

অরুণ। কে আছে?

বীণা। কেউ নেই।

অরুণ। শহরে এসেছিলে কেন?

বীণা। বিশ্বাস করুন,—আমি একা আসিনি। বকুল গাঁয়ে নিয়ে যাবার নাম করে যোগীন কাকা আমাকে নিয়ে এসেছিল।

অরুণ। বকুল গাঁয়ে কোথায় যাবে?

বীণা। অমিয় মিত্রের বাড়ী।

অরুণ। অমিয় তোমার কে?

বীণা। পিসতুতো দাদা।

অরুণ। তুমি কি সুদাস সরকারের মেয়ে?

বীণা। আপনি ঠিকই বলেছেন।

অরুণ। ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম। অমিয় মিত্র আমার দাদা।

বীণা। বাবা মাকে হারিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমি আপনাদের কাছেই যেতে চেয়েছিলাম। তাই ভগবান হয়তো আমার রক্ষায় আপনাকেই পাঠিয়েছিলেন। ও কি! কথা বলছেন না কেন? চুপ করে কি ভাবছেন?

অরুণ। ভাবছি, তোমাকে—

পূর্ব্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।

মাষ্টার। বিয়ে করবি।

অরুণ। কিন্তু অসীম—

মাষ্টার। আঃ! আবার অসীম বলে! তোর দাদার স্বার্থের ছুরিতে বকুল গাঁয়ের অসীম মিত্র মারা গেছে। আমি—

বীণা। মাষ্টার!

মাষ্টার। শোন অরুণ! তোর বীণা কি বলছে?

অরুণ। আ-মা-র-বী-ণা!

মাষ্টার। নিশ্চয়! তা যদি না হবে, তাহলে বীণার উদ্ধারে দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে তোকে খবরটা দিতে যাব কেন?

অরুণ। কিন্তু অসীম—

মাষ্টার। ও সব কিন্তু, টিন্তু, যদি টদি ছাড়। মমতার পরশে চোখের জল মুছিয়ে বীণাকে তুই জীবন প্রিয়া করে সুখী হ!

অরুণ। তা হয় না অসীম।

মাষ্টার। এক অসহায়া নারী তোদের আশ্রয়ে থাকবার জন্য এসেছিল অরুণ! তুই ওকে ফিরিয়ে দিবি?

অরুণ। আশ্রয় আর বিয়ে এক কথা নয় অসীম!

মাষ্টার। পৃথক হলেও তুই এক করে নে ভাই! বীণাকে বিয়ের ডোরে বেঁধে, তোর ভালবাসার দড়িতে চিরদিনের মত ওকে বেঁধে রাখ।

অরুণ। পারব না অসীম!

মাষ্টার। আমার অনুরোধ—

অরুণ। রাখতে পারব না।

বীণা। থাক মাষ্টার! আমি চলেই যাচ্ছি। আমি হতভাগিনী! যেখানে যাই, সেখানেই জ্বলে ওঠে আগুন।

মাষ্টার। কোথায় যাবে বীণা?

বীণা। জানি না। শূন্য ঘরে একা থাকতে পারিনা। তাই অনেক পথ পেরিয়ে, এক বুক আশা নিয়ে বকুল গাঁয়ে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। সে আশাও যখন নিরাশ হয়ে গেল, তখন ভাগ্য যে পথে নিয়ে যাবে সেই পথে যাব। এই নিন্ আপনার ফটো। [ব্লাউজের ভিতর হইতে ফটো লইয়া অরুণের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।]

অরুণ। [ফটো নিয়ে] আমার ফটো তোমার কাছে কেন?

বীণা। বলব না। বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না।

অসীম। অরুণ না করলেও আমি বিশ্বাস করব। তুমি বল বীণা!

বীণা। কিছুদিন আগে, অরুণবাবুর দাদা, আমাদের বাড়ী যায়। অরুণবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ফটো দেখিয়ে বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আসে। পরের দিন জেঠামশায়ের

ছেলে শঙ্কর এসে হাজির। টাকার কথা শুনে বল্লে, অমিয়বাবু জুয়াড়ী। ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। কথাটা শোনা মাত্র, বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সাত দিন পরে বাবা মারা যান। ঘটনাটা অরুণবাবু জানেন কিনা জানি না। তাই, শঙ্করদার কথা সত্য কিনা যাচাই করতে যোগীন কাকার সঙ্গে বকুল গাঁয়ে যাচ্ছিলাম।

অরুণ। বীণা!

বীণা। ভাগ্য সংসার ও মানুষ কেউ যখন অভাগিনীকে আশ্রয় দিলে না, তখন এই নীচের পৃথিবীতে আশ্রয়ের সন্ধান না করে, আমি আশ্রয় নিতে চলেছি, গঙ্গার অতল তলে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

অরুণ। যেওনা বীণা, লক্ষ্মীটি ফিরে এস।

বীণা। কোথায় যাব? আমার যে কেউ নেই।

অরুণ। আমি ত আছি বীণা!

অসীম। অরুণ!

অরুণ। বিশ্বাস কর অসীম, দাদার এই প্রতারণার কথা আমি ঘূর্ণাক্ষরেও জানি না। এই ফটোখানা আমি অনেক খুঁজেছি। বীণা! আমার ফটো দিয়ে দাদা যে তোমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সহস্র বাধা উপেক্ষা করে, আমি রক্ষা করব সেই প্রতিশ্রুতি। [বীণার হাত ধরিল।]

বীণা। আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দেবে?

অরুণ। পায়ে নয় বীণা। তোমাকে রাখব আমার এই ভালবাসার আলো ভরা বুকে।

মাষ্টার। সাবাস! দুঃখের ঝড় থেমে গিয়ে বীণার ভাগ্যাকাশে উদয় হল আজ সুখের অরুণ।

অরুণ। অসীম!

মাষ্টার। চেয়ে দেখ অরুণ—

[ছড়ার সুরে।]

মধুর হাসি ফুটল বীণার রাঙা ঠোঁটের প্রান্তে,

[ঝোলা হইতে লাল রুলি ও সিঁদুর লইয়া]

রাঙা রুলি পরিয়ে হাতে, সিঁদুর দে সীমান্তে!

বীণা। তোমার ঝোলায় এ-সবও আছে দাদা?

মাষ্টার। আরও অনেক কিছু আছে বীণা! এ হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। নে অরুণ! পরিয়ে দে!

অরুণ। এই ধুলার স্বর্গে,—

মাষ্টার। হ্যাঁ ভাই। এই ধুলার স্বর্গ আর ওই আকাশের সূর্য্যকে সাক্ষী রেখে সিঁদুর আর রুলি পরিয়ে বীণাকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দে অরুণ! তারপর, কালীঘাটে মায়ের সামনে বিয়ের শপথ মন্ত্র পাঠ করিস।

অরুণ। এস বীণা! [বীণার হাতে রুলি পরাইয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিল। বীণা অরুণকে প্রণাম করিয়া মাষ্টারকেও প্রণাম করিল।]

মাষ্টার।　　[ছড়ার সুরে।]

শেষ হল মোর ছুটোছুটি,
ঘর বাঁধবে তোমরা দুটি,
[এবার] পেটের ধান্দায় আমি ছুটি।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

বীণা। দাদা!

অরুণ। অসীম!

মাষ্টার।　　[ছড়ার সুরে।]

[ওরে] বাঁধন হারা পাগলটারে,
বাঁধিস না আর স্নেহের ডোরে,

[সাত।

বীণায় নিয়ে আশার রথে যাত্রা কর
বকুল ঝরা গাঁয়ের পথে।
আমার রইল প্রীতি শুভেচ্ছারই সাথে।

[প্রস্থান।

বীণা। দাদা চলে গেল!

অরুণ। অসীম তোমার মতই সর্বহারা বীণা! কাকার একমাত্র সন্তান। দাদা চক্রান্ত করে ওকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এস বীণা, আমরা যাই!

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। মনের-মানুষ পেয়েছ দিদিভাই!

বীণা। হ্যাঁ ভাই।

অরুণ। তুমি বুঝি বীণাকে চেনো সদানন্দ?

সদানন্দ। হ্যাঁ। সেদিন শয়তানের হাতে পড়ে দিদিমনি খুব কাঁদছিল অরুণ ভাই!

অরুণ। আজ স্নেহ ভালবাসা পেয়ে তোমার দিদিমনি হাসছে সদানন্দ!

সদানন্দ। আমার দিদিমনি বড় দুঃখিনী।

অরুণ। দুঃখের অশ্রু মুছিয়ে সুখের রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করতে তোমার দিদিমনিকে আমি বকুল গাঁয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

সদানন্দ। যাবার আগে আমার একটা কথা শুনে যাও অরুণ ভাই!

অরুণ। কি কথা সদানন্দ?

সদানন্দ। দিদিমনিকে নিয়ে সংসার দরিয়া পাড়ি দেবার আগে, বলে রাখি,—

গীত।

ও মাঝি ভাই!
জীবন নায়ের শক্ত করে বৈঠা ধর্!
পশ্চিমেতে মেঘ জমেছে উঠবে ভীষণ ঝড়।
বিবেক গুরুর ধর না চরণ, ধৈর্য্য, ন্যায় বিশ্বাসে,
ভক্তির হাল থাকবে ধরে, তুফান ঘূর্ণি বাতাসে।
আসুক নেমে আঁধার রাতি,
রাখবি জ্বেলে প্রেমের বাতি,
অনুরাগের পাল তুলে দে, থাকবে না আর ডর্।

[প্রস্থান।

বীণা। সদানন্দের গান শুনে আমার বড্ড ভয় করছে।

অরুণ। ভয় কি বীণা? আমি ত আছি তোমার পাশে। উঠুক ঘূর্ণি ঝড়, আছড়ে পড়ুক বিপর্য্যয়ের বজ্র; ছুটে আসুক প্রলয় তুফান, প্রবল ভূমিকম্পে নেমে আসুক দুঃখের ঘোর অমানিশা, তবু আমি টলব না লক্ষ্য ভ্রষ্ট হব না, ভুলে যাব না আমার পবিত্র প্রতিশ্রুতি। তোমার হাত ধরে দুর্ভাগ্যের তুফান ঠেলে, দুঃখের দরিয়া পার হয়ে আমরা গড়ে তুলব সুখের ছোট্ট সংসার।

[বীণার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। সুখের সংসার এ জীবনে আর গড়তে পারবে না। হিমালয়ের মত দুর্ভেদ্য বাধা হয়ে তোমাদের সৌভাগ্যের পথে—

বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। বিষের কাঁটা ছড়িয়ে দেবে?

যোগীন। হ্যাঁ। দত্ত সাহেবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অরুণকে আমি ভোগ করতে দোব না।

বাচ্চু। আমিও তোমাকে ভাইঝি বিক্রির টাকা ভোগ করতে দোব না যোগীনবাবু!

যোগীন। তোর মতলব কি বাচ্চু?

বাচ্চু। টাকা দাও।

যোগীন। না।

বাচ্চু। [গম্ভীর কণ্ঠে] টাকা দাও বলছি।

যোগীন। বলেছি ত দোব না।

বাচ্চু। [ছুরি ধরিয়া] এটা কি দেখছ?

যোগীন। বাচ্চু!

বাচ্চু। জোর যার মুল্লুক তার, কথাটা তোমার অজানা নয় যোগীন-বাবু! তুমি যেমন জোর করে ভাইঝিকে বিক্রি করেছ, আমিও তেমনি জোর করে তোমার পাপের টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছি। [জোর করিয়া যোগীনের পকেট হইতে টাকা ছিনাইয়া লইল।]

যোগীন। সাহেবকে বলে দোব বাচ্চু!

বাচ্চু। তার আগেই মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে দত্ত সাহেবের কাছে প্রমাণ করব, যে টাকা খেয়ে তুমিই অরুণকে ডেকে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে বেইমানী করেছ!

যোগীন। ওঃ, তুমি কি সাংঘাতিক!

বাচ্চু। কালো পথে ভালোমানুষ থাকে না যোগীনবাবু! থাকে, তোমার আমার মত সভ্য-মানুষের পোষাক পরা হিংস্র জানোয়ার। [প্রস্থানোদ্যোগ।

যোগীন। দয়া করে আমায় কিছু ভিক্ষে দিয়ে যাও!

বাচ্চু। কুৎসিৎ পথে ভোগের পিপাসা মিটিয়ে যদি কোনদিন ত্যাগের মন্ত্র নিই, তাহলে সেইদিন ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এস, তোমার কথাটা একবার ভেবে দেখব। নমস্কার। [প্রস্থান।

সাত।]

যোগীন। তাইত, কি হতে কি হয়ে গেল! ভেবেছিলাম, বীণাকে বিক্রি করে ভাগ্যের রং বদলে ফেলব। কিন্তু তা হল না। বাচ্চু, টাকা ছিনিয়ে নিলে। টাকা না হলে স্ত্রীর চিকিৎসা, মেয়ের বিয়ে, বন্ধকী জমি উদ্ধার, কিছুই হবে না। বীণাকে নিয়ে অরুণ যদি বৈকণ্ঠপুরে ফিরে যায়, তাহলে সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। না—না! এখন বাড়ী ফিরব না, গোলাপ বাগে যাব। সাহেবকে হাত করে বীণার জীবনে ডেকে আনব দুঃখের কালোরাত।

[প্রস্থান।

* * * *

আট

বকুল গাঁ—মিত্র বাড়ি।

রচনার প্রবেশ।

রচনা। রাত হয়ে গেল! অরুণদা এখনও আসছে না কেন? একা একা আর যে ভাল লাগছে না! দুদিন পরে আমার বিয়ে। উৎসবের সাজে সাজতে হবে। কাল দাদা এসে আমাকে নিয়ে যাবে। তাইত, অরুণদার এত দেরী হচ্ছে কেন? কেন হচ্ছে এত দেরী?

বেনারসী শাড়ী হাতে ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। অরুণ এখুনি আসবে রচনা।

রচনা। আজ এত দেরী কচ্ছে কেন দিদি?

ইন্দু। হয় তো ট্রেন লেট্ করেছে, কিংবা বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছে।

তাই হয়তো দেরী হচ্ছে। তোর বড়দা এই শাড়ীটা এনেছে, পছন্দ হয় কিনা দেখ!

রচনা। [শাড়ী লইয়া] এত দামী শাড়ী, অপছন্দ কেন হবে দিদি!

ইন্দু। তাহলে বড়দাকে বলি, রচনার পছন্দ হয়েছে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

অরুণ ও বীণার প্রবেশ।

অরুণ। মা! ও-মা! দেখ, কাকে এনেছি। [পদধূলি গ্রহণ]

ইন্দু। আয় অরুণ! সঙ্গে ও মেয়েটি কে রে?

অরুণ। বীণা!

রচনা। বীণা! কই, কখনও ত তোমার মুখে ও নাম শুনিনি।

অরুণ। শুনবে কি করে? ওর সঙ্গে আজই ত প্রথম পরিচয়।

রচনা। ও, তাই বুঝি ফিরতে এত দেরী?

অরুণ। হ্যাঁ। ঠিক তাই।

রচনা। জানতে পারি? ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি?

ইন্দু। পরে জানবি। দেখছিস না, মেয়েটা কাঁদছে। কেঁদনা ভাই! আমার কাছে এস।

বীণা। দিদি! দিদি! [ইন্দুর বক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

রচনা। জানতে চাই,—ওই অপরিচিত নাম গোত্র হীনা বীণা কে?

অরুণ। আমার স্ত্রী।

রচনা। কি বললে,—তোমার বিবাহিতা স্ত্রী! তাহলে এতদিন তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করে এসেছ? কথাটা বলতে একটু লজ্জা করছে না?

অরুণ। সব কথা না জেনে, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না।

রচনা। তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি প্রতারক! তুমি ভণ্ড! তুমি অমানুষ!

আট।]

ইন্দু। কি বললি রচনা? অরুণ—

রচনা। আমাকে ঠকিয়েছে। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বীণা। আপনি ওকে দোষ দেবেন না। ওর কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার।

রচনা। চুপ কর রাক্ষসী!

ইন্দু। শান্ত হও রচনা। অরুণের সব কথা শোন!

রচনা। প্রতারক, জোচ্চরের মুখে মিথ্যার পাঁচালী আমি শুনতে চাই না।

অরুণ। রচনা!

রচনা। চুপ কর শয়তান! আমার নাম ধরে ডাকবার কোন অধিকার নেই তোমার। তুমি নীচ—ঘৃণ্য—জঘন্য। তোমার আদর্শ ফাঁকাবুলি। তুমি মানুষের মুখোসধারী একটা পাকা শয়তান।

অমিয়র প্রবেশ।

অমিয়। কে শয়তান?

রচনা। আপনার এই আদর্শবান ভাই। আমার বিয়ের জন্যে আপনি বেনারসী শাড়ী কিনে এনেছেন? ওই দেখুন, আপনার ভায়ের স্ত্রী! এই নিন্ আপনার বেনারসী শাড়ী। [অমিয়র গায়ে শাড়ী ছুঁড়িয়া দিল।]

অমিয়। অরুণ বিয়ে করেছে!

অরুণ। হ্যাঁ—দাদা! ওকে বিয়ে করে আমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি।

ইন্দু। চুপ করে আছ কেন? বল, বীণাকে তুমি কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে?

অমিয়। আমি কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিইনি!

বীণা। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়। [অরুণের কাছ থেকে ফটো নিয়ে।] এই ফটো দেখিয়ে আপনার ভায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন বলে, বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আপনি উধাও হয়েছিলেন। বলুন, কোথায় ছিলেন এতদিন ?

রচনা। বাঃ,—চমৎকার। একজনকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে, আবার আমাকে ভ্রাতৃবধূ করবার অভিনয় করে দাদার কাছ থেকে নিয়েছে সাত হাজার টাকা।

অরুণ। দাদা !

রচনা। বল, জোচ্চর-জালিয়াৎ শয়তানের দল ? তোমরা দু-ভায়ে এমনি করে আরও কত জনকে ঠকিয়েছ ? তোমাদের প্রতারণার শিকার, আমার মত আর কটা মেয়ের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ?

ইন্দু। ওগো ! তোমার কুকীর্ত্তির ইতিহাস আর যে আমি শুনতে পাচ্ছি না।

রচনা। শুনতে হবে না। ফেলে দাও, আমার সাত হাজার টাকা।

অরুণ। প্রণবের টাকা ফিরিয়ে দাও দাদা !

অমিয়। টাকা নেই ! একটা অচল পয়সাও নেই।

অরুণ। বল, অত টাকা কি করেছ ?

রচনা। মদ খেয়েছে, জুয়া খেলেছে, বাঈজী নিয়ে নোংরামী করেছে।

অমিয়। রচনা !

রচনা। প্রতারকের চোখ রাঙানীকে রচনা বোস ভয় করে না। শুনে রাখো তুমি শয়তান। বরপণের যে টাকা দাদা তোমাকে দিয়েছিল, সেই টাকায় আমি অন্ন জলের ঋণ শোধ করে আত্মীয়তার বাঁধন ছিঁড়ে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ।

অরুণ। ভুল বুঝে চলে যেওনা রচনা !

রচনা। কিছুই বুঝতে চাইনি আমি। শুধু চেয়েছিলাম, তোমাকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধতে। বঞ্চণার পদাঘাতে তুমি আমার আশার সৌধ ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছ। আমার বুকে সৃষ্টি করেছ মরুভূমির তীব্রজ্বালা! এসেছিলাম দু চোখে আশার স্বপ্ন নিয়ে, তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করতে। আজ পদাহত নাগিনীর মত সেই দু চোখে নিয়ে যাচ্ছি—প্রতিহিংসার আগুন।

[প্রস্থান।

ইন্দু। হা-হা-হা। [সহসা পাগলের মত হাসিয়া উঠিল।]

বীণা। দিদি!

ইন্দু। শুনলি ত বীণা,—দু চোখে আগুন নিয়ে রচনা চলে গেল। হা-হা-হা—

অরুণ। মা!

ইন্দু। আগুন! আমার শান্তির সংসারে কে জ্বেলে দিলে এই অশান্তির আগুন?

অমিয়। অরুণ!

বীণা। না—আপনি!

অমিয়। চুপ কর্ ছোটলোকের মেয়ে!

ইন্দু। আর তুমি বুঝি ভদ্রলোক!

অমিয়। বড় বৌ!

ইন্দু। তোমার অর্থলোভ আর নীচ প্রবৃত্তি আজ আমার শান্তির সংসারে ডেকে এনেছে এই বিপর্য্যয়! উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকোনা ভাই। ঘরে এস!

বীণা। দিদি!

অমিয়। না। ভ্রষ্টার স্থান এ-বাড়ীতে কোনদিন হবে না।

অরুণ। দাদা!

বীণা। আপনি চমৎকার! একদিন টাকার লোভে যাকে ভাবী ভ্রাতৃবধূর মর্য্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, আজ তাকেই বলছেন ভ্রষ্টা!

ইন্দু। ঠকানো টাকা যে ফুরিয়ে গেছে। তাই ত তোমাকে বলছে ভ্রষ্টা! আবার যদি পাঁচ হাজার এনে দাও, তাহলে ওই বেইমানই বলবে, —তুমি সতী—মহাসতী সাবিত্রী।

অমিয়। না, ও চরিত্রহীনা—ভ্রষ্টা!

অরুণ। সাট আপ। অর্থলোভী পিশাচ। দাদা বলে, তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। আজ তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি তুমি বীণার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দাও, তাহলে দাদা বলে আর ক্ষমা করব না।

বীণা। তুমি শান্ত হও! দাদার দেওয়া অপবাদে আমি চঞ্চল হইনি। দিদি, তুমি কি শুধুই কাঁদবে? বোন বলে আমাকে ঘরে তুলবে না?

ইন্দু। তাই ত, আমি কাঁদছি কেন? বীণাকে বিয়ে করে অরুণ তার দাদার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। আজ যে আমার আনন্দের দিন। এমন শুভদিনে দু চোখ ভাসিয়ে অশ্রুর বন্যা ছুটে আসছে কেন? শান্তির ভাঙা বীণায় কেন বেজে উঠছে বিষাদের করুণ রাগিনী? না—না! তোমরা অমন করে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিও না! বোধনের রাগিনী বাজাও! আজ নববধূর প্রতিষ্ঠার দিন। কে আছ,—বরণ ডালা নিয়ে এস? শাঁখ বাজাও,—উলুধ্বনি কর। নব দম্পতিকে আমি বরণ করব,—বরণ করব!

অমিয়। পাগলামী রেখে ঘরে যাও!

ইন্দু। না-না—আমি পাগল হই নি! তুমি দেখে নিও, আমি বর-কনেকে বরণ করে ঠিক ঘরে তুলব।

অমিয়। না। তোমাকে বরণ করতে হবে না।

ইন্দু। আমি না করলে আমার ছেলে অরুণকে কে বরণ করবে?

অরুণ। তোমার স্নেহ আর আশীর্ব্বাদ আমাদের বরণ করবে মা!

ইন্দু। অরুণ!

অরুণ। বীণাকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি মা!

ইন্দু। তুই চলে যাবি অরুণ!

অরুণ। অনেক আশা নিয়ে বীণার হাত ধরে এ-বাড়ীতে এসেছিলাম মা! জানতাম,—রচনা দুঃখ পাবে। কিন্তু এই ভাগ্যহীনার দুঃখময় জীবনের করুণ কাহিনী যখন শুনবে—তখন নিশ্চয়ই সে আমাকে ক্ষমা করবে। দাদা, মেসোমশাইকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে আমাদের আশীর্ব্বাদ দেবে। আত্মীয় কুটুম্বদের আমন্ত্রণ করে এনে শাস্ত্রীয় প্রথায় সুসম্পন্ন করবে আমাদের শুভ-পরিণয়! তা যখন হল না, অপমান লাঞ্ছণার হাত থেকে বীণাকে রক্ষা করতে বকুল গাঁ ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি—দূরে—বহু দূরে! [প্রস্থানোদ্যোগ।

ইন্দু। অরুণ!

অরুণ। মাগো! তোমার অরুণ বড় ভাগ্যহীন মা! তাই তোমার মত স্নেহময়ী মায়ের স্নেহ কোল ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। দাদা! [পদধূলি লইতে গেল, অমিয় সরিয়া গেল।] দাদা প্রণাম নিলে না মা! তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যাচ্ছি। আসি দাদা। বিদায়।

[প্রস্থান।

[ইন্দুর দু চোখে অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল।]

বীণা। দিদি! [গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।] কুললক্ষ্মীরূপে, মঙ্গল কলস কক্ষে গৃহ প্রবেশ করবার সৌভাগ্য আমি করিনি। তাই, অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উঠোন থেকেই আমি বিদায় হচ্ছি দিদি। [প্রস্থান।

ইন্দু। [সহসা পাগলের মত হাসিয়া উঠিল।] ওই যাঃ, চাঁদ ডুবে গেল! নিরাশার অন্ধকারে আমার পূর্ণচন্দ্র ডুবে গেল! শান্ত প্রকৃতি হঠাৎ হয়ে উঠল অশান্ত। আকাশ ঝেঁপে নেমে এল ভীষণ দুর্য্যোগ। ও কি! ও কিসের গর্জ্জন? কে—কে তুমি? কি বলতে চাইছ? ঝড় উঠবে? আমার সোনার সংসারে ধ্বংসের ঝড় উঠবে?

গীতকণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। **গীত।**

ব্যথার সাগর আসছে ছুটে, ভাসিয়ে দিতে আল্‌পনা।
বাজের ঘায়ে ভাঙল যে হায়—স্বপ্ন-সুখের-কল্পনা।
বইছে দুখে ঘূর্ণি হাওয়া,
মিটল না হায় চাওয়া-পাওয়া,
জীবন জুড়ে রইল শুধু—দুঃখ শোকের যন্ত্রণা।

অমিয়। বেরিয়ে যা ভিক্ষুক!

সদানন্দ। আমি ভিক্ষা চাইতে আসি নি বাবু? কাঁদতে কাঁদতে অরুণ ভাই চলে যাচ্ছে দেখে তোমাকে বলতে এলুম সাবধান,—অন্যায়ের সীমা ছাপিও না।

[প্রস্থান।

ইন্দু। সীমা ছাপিয়েছে বলেই আজ বোধন বাসরে বিজয়ার করুণ সুর বেজে উঠেছে। সারা বাড়ীখানা হাহাকার করে কাঁদছে। না-না! আমি কাঁদব না! আমি হাসব। দুঃখ-শোকের ব্যথা বুকে চেপে শূণ্য ঘরের আঙ্গিনায় তোমাকে বাহবা দিয়ে হাসব—হা-হা-হা!

অমিয়। পাগলামী করলে গলা টিপে ধরব।

ইন্দু। স্বার্থের জন্য যে নিজের ভাইকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতে পারে, সে স্ত্রীকে মারবে—এ আর বেশী কথা কি?

অমিয়। অরুণের জন্যে তোমার কিসের এত দরদ ?

ইন্দু। তুমি অন্ধ,—তাই দেখতে পাও না। তুমি বধির,—তাই শুনতে পাও না। আমি যে নিঃসন্তান, মা-হারা শিশু অরুণকে যে আমি মায়ের মত মানুষ করেছি। ওই যে অরুণ—মা-মা বলে কাঁদছে। দুঃখে তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। ভয় নেই অরুণ! তোর দাদা তোকে অনাদরে দূর করে দিলেও, আমি তোকে ঢেকে রাখব আমার স্নেহের বুকে। অরুণ! যাস নি! ফিরে আয়—ফিরে আয়! [প্রস্থান।

অমিয়। বড় বৌ! যাক! দুয়ারে পড়ে মূর্চ্ছা গেছে। বীণার জন্যেই আজ আমার—না-না, আমার এই অপমানের জন্য দায়ী,—বীণা নয়—রচনা নয়—ইন্দুও নয়! আমার পরম শত্রু অরুণ।

[প্রস্থান।

* * * *

নয়

দত্ত প্যালেস।

[ঘরের এক কোণে টেবিলের উপর মদ ও পেয়ালা সজ্জিত।]

ত্রিগুনার প্রবেশ।

ত্রিগুনা। অরুণকে আমি পিঁপড়ের মত পায়ের তলায় পিষে মারব। এমন আঘাত হানব, যাতে দাম্ভিক বুঝতে পারে যে, কাল কেউটের মাথায় লাথি মারলে তার ছোবলও খেতে হয়। [মদ খাইল]

যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। কাল কেউটে বাচ্চু আমাকে ছোবল মেরেছে সাহেব।

ত্রিগুনা। হেঁয়ালী রেখে, বাচ্চু কি করেছে তাই বল।

যোগীন। সে আমার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

ত্রিগুনা। তাই বুঝি, আবার টাকা চাইতে এসেছ ?

যোগীন। আজ্ঞে বাচ্চু,—

ত্রিগুনা। নালিশ রেখে আমার কথা শোন যোগীন! আমি তোমাকে অঢেল টাকা দোব, যা দিয়েছি তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী দোব, যদি তুমি সেই অষ্টাদশী বীণাকে আমার কাছে এনে দিতে পার।

যোগীন। টাকা পেলে আমি সব করতে পারি সাহেব!

ত্রিগুনা। তাহলে চেষ্টা করে দেখ—[পকেট হইতে নম্বরী নোটের তাড়া বাহির করিয়া] এই নম্বরী নোটের বাণ্ডিলটা তুমি নিতে পার কি না!

যোগীন। নোব সাহেব। অরুণকে খুন করে তার ভালবাসার রাজপ্রাসাদ হতে বীণাকে চুরি করে এনে ওই টাকা আমি নোব।

পূর্ব্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।

মাষ্টার। নমস্কার!

ত্রিগুনা। এস মাষ্টার! চন্দরের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

মাষ্টার। হয়েছে সাহেব! যা-যা দরকার সব নিয়েছে। আপনার এ মাসের ঘর ভাড়াটা ম্যানেজার বাবুকে দিয়েছি।

যোগীন। আপনি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছেন সাহেব।

ত্রিগুনা। [মদ খাইয়া] কে সাপ যোগীন ? বাচ্চু ?

যোগীন। না,—এই মাষ্টার।

ত্রিগুনা। মাষ্টার—

যোগীন। সেদিন অরুণকে ডেকে দিয়েছিল।

ত্রিগুনা। না। মাষ্টারকে আমি বিশ্বাস করি।

নয়।]

মাষ্টার। টাকা টাকা করে যোগীনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সাহেব!

যোগীন। তোমাকে আমি খুন করব মাষ্টার!

মাষ্টার। তার আগে একটা কথা শোন যোগীনবাবু! তারপর যা হয় করো!

যোগীন। কি কথা?

মাষ্টার। সুধীর নামে কোন লোককে তুমি চেনো?

যোগীন। হ্যাঁ, সুধীর আমার গাঁয়ের ছেলে। রেলে চাকরী করে।

মাষ্টার। সে বললে, শঙ্করের সঙ্গে তোমার মেয়ে পালিয়ে গেছে।

যোগীন। শোভা পালিয়ে গেছে!

মাষ্টার। লজ্জায় অপমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তোমার স্ত্রী!

যোগীন। রুগ্না স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে? আর আমার গোপাল?

মাষ্টার। তোমার ছেলে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

যোগীন। মাষ্টার!

মাষ্টার। তোমার জীবনের এই নিদারুণ বিপর্য্যয় কে ডেকে এনেছে জানো,—তার নাম সত্য! [প্রস্থানোদ্যোগ।

ত্রিগুনা। [মদ খাইয়া] তোমার মত গরীব কাঙালরাই সত্য, ধর্ম্ম আর ভগবানকে বিশ্বাস করে। আমার মত ধনবানরা কোনদিন বিশ্বাস করে না।

মাষ্টার। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন সাহেব। কালের বিচারে যদি কোনদিন হাজার বাতির বেলোয়ারী ঝাড় হঠাৎ নিভে যায়, আপনার জীবনে বিপর্য্যয়ের অন্ধকার নেমে আসে, তাহলে সেদিন বিশ্বাস করবেন, সত্য আছে। আর আছে দিনরাত্রির মত মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখের পালা-বদল। নমস্কার। [প্রস্থান।

ত্রিগুনা। যোগীনের জীবনে বিপর্যয় নেমেছে, কিন্তু আমার ভাগ্যে কোনদিন তা আসবে না।

যোগীন। মাষ্টারের কথার সত্যতা যাচাই করতে আমি গ্রামে ফিরে যাচ্ছি সাহেব।

ত্রিগুনা। সে কি যোগীন, তুমি যাকে বিশ্বাস কর না, সেই সত্যকে যাচাই করতে পাঁচ হাজারী নম্বরী নোটের তাড়াটা—

যোগীন। নোব সাহেব। যার লোভে আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকার পথে ছুটে এসেছি, সেই টাকা না নিয়ে আমি আর গ্রামে ফিরে যাব না। এই দুটো কালো হাতে বীণাকে আবার টেনে আনবো এই নরকের অন্ধকারে।

[প্রস্থান।

ত্রিগুনা। ধন্য তুমি টাকা! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি! তোমাকে পেয়ে ত্রিগুনা হল মহা ভাগ্যবান! আর তোমার অভাবে—

বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। বাচ্চু হল আপনার হুকুমের গোলাম।

ত্রিগুনা। আমার গোলাম হয়ে তুই বেঁচে গেলি বাচ্চু!

বাচ্চু। এ বাঁচা মৃত্যুরই নামান্তর। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি কি বেঁচে আছি? যে বাচ্চু একদিন কত আশার স্বপ্ন দেখতো। সে ভাল চাকরী করবে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার দুঃখ ঘোচাবে। অবস্থার পরিবর্ত্তন করে বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি করবে। প্রিয়-বান্ধবীকে বিয়ে করে—

ত্রিগুনা। বাচ্চু! রাত্রে জুয়ার আড্ডায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখবি। এখন বল, অফিসে অরুণ এসেছে কি না?

বাচ্চু। বাস্তবের কঠিন আঘাতে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে সাহেব। অফিসে অরুণবাবু নেই। খালি চেয়ার পড়ে আছে।

ত্রিগুনা। অরুণ ভয় পেয়েছে বাচ্চু, তাই অফিসে আসেনি।

বাচ্চু। একটা কথা জিজ্ঞেস করব সাহেব?

ত্রিগুনা। [চেয়ারে বসিয়া ও মদ খাইয়া] কি কথা?

বাচ্চু। আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

ত্রিগুনা। একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছে। দিয়ে গেছে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত। তাই আমি আর বিয়ে করিনি বাচ্চু!

বাচ্চু। তিনি কে সাহেব?

ত্রিগুনা। মেয়েটির নাম রচনা।

রচনার প্রবেশ।

রচনা। রচনা ফিরে এসেছে ত্রিগুনা!

বাচ্চু। [অনুচ্চস্বরে] রচনা!

ত্রিগুনা। [চেয়ার হইতে উঠিয়া] সত্যি বলছ? না, ছলনা করছ?

রচনা। ছলনা নয় ত্রিগুনা। আজ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

ত্রিগুনা। রচনা!

বাচ্চু। আমি যাই সাহেব!

রচনা। একটু দাঁড়াও বাচ্চু।

ত্রিগুনা। তুমি বাচ্চুকে চেনো?

রচনা। না। [বাচ্চু চমকিয়া উঠিল।] তোমাকে দুঃখ দিয়ে, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি। আজ এসেছি, মালা দিয়ে তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করতে।

ত্রিগুনা। আমি চরিত্রহীন মাতাল জেনেও, তুমি আমাকে,—

রচনা। বিয়ে করব। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিওনা!

ত্রিগুনা। তোমাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই।

রচনা। [গলা হইতে হার খুলিয়া] তাহলে আমার এই সীতা-হার পড়ে তুমি আমাকে স্ত্রীর অধিকার দাও! [ত্রিগুনার গলায় সীতা-হার পরাইয়া দিল।]

ত্রিগুনা। আমার এই আংটি তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে আজ আমি তোমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করলাম। [নিজের আংটি খুলিয়া রচনার আঙ্গুলে পরাইল।]

রচনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। হুকুম করুন মেমসাহেব।

রচনা। আজ থেকে তুমি আমার কাজ করবে।

ত্রিগুনা। তোমার কাজ করবার জন্যে চন্দর আছে।

রচনা। তবু বাচ্চুকে আমি চাই।

ত্রিগুনা। বাচ্চু, রচনা যা বলবে, তাই করবি।

বাচ্চু। করব সাহেব।

রচনা। আমাকে খুশী করতে পারলে বখশিস্ পাবে বাচ্চু।

বাচ্চু। আমার সর্ব্বশক্তি দিয়ে আপনাকে খুশী করব মেমসাহেব। মনিবকে খুশী করাই ত আমার চাকরী। এতদিন সাহেবকে খুশী করে পেয়েছি অপমান; এবার আপনার মনতুষ্টি করে পাব, গোলামীর বখশিস্।

ত্রিগুনা। গলা কাঁপছে কেন বাচ্চু?

বাচ্চু। স্বপ্নভাঙা, সর্ব্বহারা মনটা কাঁদছে সাহেব। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ব্যর্থতার দংশনে জীবনটা অহঃরহঃ জ্বলছে, তাই গলার স্বরটা হঠাৎ কেঁপে উঠেছে। আজ আমি ছুটি চাইছি মেমসাহেব। কাল এসে আপনার হুকুম শুনবো, আজ আসি। সেলাম।

[দ্রুত প্রস্থান।

রচনা। বাচ্চুকে চেয়েছি বলে তুমি রাগ করনি ত?

ত্রিগুনা। না। তোমাকে পেয়ে আমার রাগ দুঃখ হিংসা সব দূর হয়ে গেছে। মন আমার খুশীর জোয়াড়ে ভরে উঠেছে।

রচনা। তাহলে আমার কোন কাজে তুমি বাধা দেবে না ত?

ত্রিগুনা। [অন্যমনস্কভাবে] না।

রচনা। কি ভাবছ?

ত্রিগুনা। ভাবছি—সেদিনের কথা।

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। সেদিনের কথা ভুলে গিয়ে রচনাকে তুমি বিয়ে কর ত্রিগুনা!

ত্রিগুনা। এস প্রণব!

রচনা। আমাদের সব কথা হয়ে গেছে দাদা।

প্রণব। ত্রিগুনা মত দিয়েছে?

ত্রিগুনা। হ্যাঁ প্রণব।

প্রণব। তাহলে বিয়ের আয়োজন করি?

রচনা। না…আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই দাদা।

প্রণব। সে কি রে? তোর বিয়েতে সানাই বাজবে না, আত্মীয় কুটুম্বরা আসবে না, পুরোহিত বেদমন্ত্র পাঠ করবে না, এয়োদের উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে—

রচনা। বলছি ত, ও সবের কোন প্রয়োজন নেই। অনাড়ম্বর অনুষ্টানেই আমাদের বিয়ে হবে।

প্রণব। তোমারও কি তাই মত ত্রিগুনা?

ত্রিগুনা। রচনার মতই আমার মত প্রণব!

রচনা। তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে দাদা!

প্রণব। না বোন! তুই সুখী হ। ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনাই

করি। শুধু একটা অনুরোধ, সব কিছু না জেনে, না বুঝে, অবুঝের মত তুই অরুণের ওপর প্রতিশোধ নিতে যাসনি।

ত্রিগুনা। অরুণ কে প্রণব ?

প্রণব। তোমার অফিসের জেনারেল ম্যানেজার, অরুণ মিত্র।

ত্রিগুনা। রচনা তার উপর প্রতিশোধ নিতে চায় কেন ?

প্রণব। উত্তরটা রচনাই দেবে ত্রিগুনা। আমি শুধু একটা কথা জানিয়ে যাচ্ছি, তোমার অফিসের ম্যানেজার অরুণ মিত্র—আদর্শবান মানুষ। [প্রস্থান।

ত্রিগুনা। জানি প্রণব !

রচনা। যা জানো, তা সত্য নয় ! তুমি শুধু তার বাইরের মুখোসটাই দেখেছ, কিন্তু আমি দেখেছি তার অন্তরের কুৎসিৎ কদর্য রূপ।

ত্রিগুনা। কে কুৎসিৎ আর কে সুন্দর তা চেনবার চোখ আমার আছে। যাক সে কথা। চন্দরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার ঘরটা ভাল করে সাজিয়ে দিতে।

রচনা। মদ খাবে না ?

ত্রিগুনা। মদ—

রচনা। তুমি খাও, আমি রাগ করব না। নাও ধর ! [বোতল দিল]

ত্রিগুনা। [মদ্য পান] রচনা ! তোমার প্রত্যাখ্যান আমাকে মাতাল করেছিল। তোমার ঘৃণা আমাকে নামিয়েছিল পাপের নরকে। তুমি ছিলে না বলে আমার ভুবন হয়েছিল শূন্য। আজ তোমার পরশে সেই শূন্য ভুবন আলোয় ভরে উঠেছে। তোমার প্রেমের সুরভিতে মুগ্ধ হয়েছে আমার মন-ভ্রমর। তোমার রূপের ছোঁয়ায় শান্ত হয়েছে আমার রূপ পিয়াসী মাতাল-মন। তুমি এনেছ আমার জীবনে পরিবর্ত্তনের নতুন সুর। [প্রস্থানোদ্যোগ।

নয়।]

রচনা। কই, মদ খাচ্ছো না ?

ত্রিগুনা। আজ এই আনন্দ লগনে, আমি মনের আনন্দে মদ খাব, আর তুমি নিজের হাতে মনের মত রচনা করবে, মিলন-বাসর।

[প্রস্থান।

রচনা। মূর্খ! মিলন-বাসরে মনের পিপাসা মেটাতে রচনা তোমার কাছে আসেনি। এসেছে প্রতিহিংসার দাবানল বুকে নিয়ে, তোমার অর্থ আভিজাত্য আর সম্মানের সাহায্যে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কে ? কে ওখানে ? অমন করে ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলে ? ও, তুমি অরুণ ! বীণাকে নিয়ে ফুলের বাসরে মধু চন্দ্রিমা যাপন করে আনন্দে হাসছ ? না না-না ! তোমাকে খুশীর হাসি হাসতে দোব না। হিংসার বিষ উদ্গীরন করে তোমার জীবনে তুলব দুর্ভাগ্যের অট্টহাসি ! হা-হা-হা !

[প্রস্থান।

* * * *

দশ

অবাকবাবুর বাড়ীর সম্মুখ।

অরুণ ও বীণার প্রবেশ।

বীণা। কে হাসছে গো ?

অরুণ। কেউ ত হাসেনি।

বীণা। হাসছে—হাসছে। ও:, কি ভীষণ হাসি ! আমার যে বড্ড ভয় করছে।

অরুণ। ভয় কি ? আমি ত রয়েছি।

বীণা। তোমাকে পেয়ে আমার সব ভাবনা দূর হয়ে গেছে। কালী-ঘাটে মা কালীর সামনে তোমার গলায় মালা দিয়ে সার্থক হয়েছে আমার নারী-জীবনের স্বপ্ন।

অরুণ। ভাগ্য তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্যকে মিলিয়ে রেখেছিল বীণা! তাই অসীমের মুখে খবর পেয়ে গোলাপ বাগ হতে আমি তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম। আমরা এসে গেছি বীণা। সামন্ত মশাই বাড়ী আছেন? ওঃ, সামন্ত মশাই—

কোমরে গামছা বেঁধে ভুলোর প্রবেশ।

ভুলো। কে ডাকছেন? আরে অরুণবাবু যে, নমস্কার!

অবাকবাবুর প্রবেশ।

অবাক। কাকে নমস্কার করছিস ভুলো?

ভুলো। উপকারী বন্ধুকে।

অরুণ। নমস্কার সামন্ত মশাই!

অবাক। তুমি—

ভুলো। অবাক করলে মামা! যিনি দারাসিং এর মত বাহুবলে পাঁচ ইঞ্চি ঝক্‌ঝকে চাকুর ফলা হতে তোমার ভুড়িকে বাঁচিয়ে পাঁচ হাজার টাকা রক্ষে করলে, তুমি সেই উপকারীর নামটাও বেমালুম হজম করে ফেললে?

অবাক। না ভুলো! মনে পড়েছে, অরুণ মিত্তির। তারপর অরুণবাবু, হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

অরুণ। অসীমের মুখে শুনলাম, আপনি নাকি ঘর ভাড়া দেন?

ভুলো। হ্যাঁ। আমার মামা খুব ভাল লোক কি না! তাই খুব সস্তায় খুব ভাল ঘর দেন।

অবাক। মুখ বন্ধ কর ভুলো!

ভুলো। নিন্দে করিনি মামা, সুখ্যাতি কচ্ছি।

অবাক। চুপ কর! হ্যাঁ, অরুণবাবু, অসীম কে?

ভুলো। মাষ্টার! আমাকে ভুলো বলে তুমি নিজেই সব ভুলে যাচ্ছো মামা! সেদিন মাষ্টার তোমাকে নাম-ধাম সব বলে গেলো না?

অবাক। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভবঘুরে মাষ্টারের নামই ত অসীম! হ্যাঁ—অরুণবাবু! আমি ঘর ভাড়া দিই।

অরুণ। আমার একখানা ঘর চাই সামন্ত মশাই।

অবাক। পাবে। ইনি কে অরুণবাবু?

অরুণ। আমার স্ত্রী।

অবাক। [বীণার দিকে চেয়ে] সত্যি বলছো?

ভুলো। দেখতে পাচ্ছ না মামা, সিঁথিতে সিঁদুর!

অবাক। তুই থাম্। আজকাল অনেক মেয়ে সিঁদুর পরে সধোবা সাজে।

বীণা। বিশ্বাস করুন,—আমি—

যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। কুলত্যাগিনী!

বীণা। না-না! ওর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি কুলত্যাগিনী নই। [কাঁদিতে লাগিল।]

যোগীন। চোখের জল ফেলে কলঙ্ককে চাপা দিতে পারবি নি কলঙ্কিনী!

বীণা। কাকা!

অবাক। }
ভুলো। } কাকা!

যোগীন। আমাকে কাকা বলে ডাকবি নি ব্যভিচারিণী!

বীণা। ধরিত্রী দ্বিধা হও!

অরুণ। উনি কে বীণা?

বীণা। প্রতিবেশী। বাবা মারা যাবার পর, আমাকে বকুল গাঁয়ে নিয়ে যাবার নাম করে কোলকাতায় এনেছিল।

অরুণ। ও, তুমিই সেই শয়তান যোগীন পালিত?

অবাক। শয়তান!

অরুণ। তার চেয়েও ভীষণ! অসীমের মুখে শুনেছি, এই অর্থ-পিশাচ, বীণাকে বকুল গাঁয়ে নিয়ে যাবার নাম করে, কোলকাতায় ত্রিগুনা দত্তের কাছে বিক্রি করেছিল। আমি নরক থেকে উদ্ধার করে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়েছি।

অবাক। খুব ভাল করেছ! তুমি মানুষ, তাই প্রকৃত মানুষের কাজ করেছ।

যোগীন। না—না। ও যা বলছে, সব মিথ্যে। এই বীণা গ্রামের এক বকাটে ছেলের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিল।

বীণা। আর বিষ ঢেল না কাকা! আর আমাকে দুঃখ দিও না!

অবাক। থামলে কেন? বল, তারপর কি হল?

ভুলো। মিথ্যে কথা শুন না মামা!

যোগীন। সেই যুবকের সঙ্গে দিন কতক মজা লুটে, তাকে পরিত্যাগ করে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এর সঙ্গে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

বীণা। ওগো! এ অপমান আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এখান থেকে চলো, আমরা অন্য কোথাও যাই।

অরুণ। চল বীণা! [উভয়ে প্রস্থানোদ্যোগ।

অবাক। দাঁড়াও!

অরুণ। ঘর চাইনা সামন্ত মশাই।

অবাক। তবু যাওয়া হবে না। ভুলো!

ভুলো। মামা!

অবাক। লালবাজার থানা কোথায় জানিস?

ভুলো। জানি। কিন্তু কেন মামা?

অবাক। সমাজের মঙ্গলের জন্যে এদের দুজনকে আমি পুলিশে দেবো।

বীণা। এই শয়তানের কথায় বিশ্বাস করে আপনি আমাদের পুলিশে দেবেন?

অবাক। হ্যাঁ! গামছা খোল ভুলো!

ভুলো। [গামছা খুলে] খুলেছি মামা!

অবাক। এই গুণধর কাকাকে বেঁধে ফেল্!

যোগীন। আমাকে—

ভুলো। শ্বশুরবাড়ী দিয়ে আসব।

অবাক। কথা রেখে বেঁধে ফেল ভুলো!

ভুলো। এস, কাকা মশাই—

যোগীন। [ছুরি ধরিয়া] সাবধান!

অরুণ। [হাত ধরিয়া] শয়তান! [ছুরি ফেলিয়া ও হাত ছাড়াইয়া দ্রুত প্রস্থান।]

ভুলো। কোথায় পালাবে চাঁদু? আমি তোমাকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবই। [প্রস্থান।

অরুণ। এবার আমরা আসি সামন্ত মশাই!

অবাক। তুমি পরের ছেলে বাবা! ইচ্ছে করলে, যেখানে খুশী যেতে পার, থাকতেও পার, কিন্তু আমার মেয়েকে ত আমি যেখানে সেখানে যেতে দিতে পারি না অরুণবাবু!

অরুণ। সামন্ত মশাই!

অবাক। অবাক হবার কিছু নেই অরুণবাবু! আমার ছেলে মেয়ে কেউ নেই। আজ থেকে তোমার স্ত্রী বীণাকে আমার ধর্ম্ম মেয়ে বলে আপন করে নিলাম। কিগো মা, তুই কি আমার মেয়ে হবিনা?

বীণা। বাবা! [অবাকের পায়ের ধুলো লইল।]

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলোর প্রবেশ।

ভুলো। মামা! মামা! শয়তানটা—

অবাক। জাহান্নামে যাক্। তুই এখুনি তিনতলা বাড়ীর দুয়ার খোল্।

ভুলো। কেন মামা? ও বাড়ীতে—

অবাক। আমার মেয়ে জামাই থাকবে।

ভুলো। বল কি মামা! তুমি যে আমায় অবাক করে দিলে!

অবাক। তালা খুলে দে ভুলো।

ভুলো। পায়ের ধুলো দাও মামা! [পদধূলি লইয়া] মামা! তোমার মানে, বিখ্যাত ধনী অবাক সামন্তের মেয়ের চোখে জল?

অবাক। শয়তানটা আমার মেয়ের গায়ে নোংরা কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। কাঁদিস নি মা! স্নেহ প্রীতির অমিয় ধারায় আমি তোর সব কাদা ধুয়ে দোব।

বীণা। আমি বড় দুঃখিনী বাবা। স্বামী ছাড়া এ জগতে আর আমার কেউ নেই।

অবাক। আজ থেকে আর একটা আত্মীয় বাড়লো মা! তোর এই ধর্ম্মবাপ্! ভুলো! হাঁ করে কি শুনছিস্? যা, তালা খোল্!

ভুলো। যাচ্ছি মামা!

অবাক। শোন! আমার মেয়ে জামাইকে বাড়ীতে রেখে, তোর

মামীকে মেয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে, দৌড়ে বাজার থেকে জিনিস পত্তর কিনে ছুটে বাড়ী আসবি।

ভুলো। আমি সাইকেলে যাব মামা!

অবাক। খবরদার! সাইকেল চড়ে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে, হাত পা ভেঙে হাসপাতালে মড়ার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আরাম করবার ফন্দি ছাড় ভুলো!

ভুলো। তাহলে একটা মোটর সাইকেল কিনে দাও মামা!

অবাক। শোন অরুণবাবু! এই উজবুকটার কথা একবার শোন। যে চলতে গিয়ে চোদ্দ বার হোঁচট খায়, সে চড়বে মোটর সাইকেল! কথায় বলে না, ছুঁচ গড়বার মুরোদ নেই, বন্দুক গড়বার সাধ! এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন ভুলো?

ভুলো। এই যে যাচ্ছি। চোখের জল মুছে জামাইবাবুকে নিয়ে এস দিদিমনি। শয়তানের হাতে পড়ে দুঃখে অপমানে অনেক কেঁদেছ, এবার স্বামীর সঙ্গে সুখের ঘরে বসে মনের আনন্দে প্রাণ খুলে হাসবে চল।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

বীণা। এবার আমি হাসব ভাই!

ভুলো। শুধু হাসি নয় দিদিমনি। আনন্দে গানও গাইবে। খুশীর ঘরে জ্বালবে শান্তির আলো। স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে নিজের হাতে সাজাবে তোমার সুখের সংসার।

[প্রস্থান।

অবাক। যাও মেয়ে, ভাবছ কি?

বীণা। ফেলে আসা দিনের কথা ভাবছি বাবা! ভাবছি আমার জীবনের এই অবক্ষয়,—

পূর্ব্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।

মাষ্টার। **গীত ।**

ভাবনার হবে শেষ।
ভাব শুধু পরমেশ, রবেনা দুখের ক্লেশ ।
চেয়ে দেখ—
হৃদয় আকাশে তব, উঠিয়াছে সুখের অরুণ !

বীণা। একটু আগে এলে দেখতে দাদা, আমার সব ভাবনা চিন্তার শেষ হয়ে গেছে।

মাষ্টার। কে শেষ করলে বীণা ?

অরুণ। সামন্ত মশাই !

মাষ্টার। বলিস কিরে অরুণ ? এই কিপ্টে কঞ্জুস সুদখোরটা, বীণার সব দুঃখ চিন্তার শেষ করে দিয়েছে !

অবাক। অবাক হচ্ছো কেন মাষ্টার ? আমার মেয়ের চোখের জলে আমার বদনামের কালি মুছে গেছে।

অরুণ। আমাকে জামাই এর অধিকার, আর ওই নতুন তিনতলা বাড়ী খানা দিয়ে অবাকবাবু আমাকেও অবাক করে দিয়েছেন অসীম।

মাষ্টার। কিরে বীণা, কালীঘাটে বিয়ের পর তোরা যখন ঘরের জন্যে ভাবছিলি, তখন বলিনি, অবাক বাবুর কাছে যা, ঘরের ভাবনা মিটে যাবে।

বীণা। দাদা, তোমার জন্যই আজ আমি অকুলে কুল পেয়েছি। বাঞ্ছিত দেবতাকে স্বামী রূপে পেয়ে সফল হয়েছে আমার জীবনের স্বপ্ন ! অভাব ছিল, মাথা গোঁজবার আশ্রয়। আমার ধর্ম্মবাপ্‌ তাঁর স্নেহের আশ্রয় দিয়ে সে অভাবও দূর করেছে। তোমার কল্যাণে আমি সব পেয়েছি দাদা, সব পেয়েছি।

অরুণ। অসীম! একটু আগে বীণার আনন্দের সুর থামিয়ে দিতে শয়তান যোগীন পালিত তুলেছিল কলঙ্কের ঝড়। উগরে দিয়েছিল তার কণ্ঠের সঞ্চিত গরল। অপমানের আগুনে চেয়েছিল বীণাকে দগ্ধ করতে। তার সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে অবাকবাবুর অগাধ বিশ্বাস।

বীণা। তুমি আর বাবা যদি শয়তানের কথায় বিশ্বাস করতে, তাহলে আবার আমি দুঃখের অকুল স্রোতে ভেসে যেতাম।

অবাক। সে কথা ভুলে যা মেয়ে!

বীণা। ভুলতে যে পারিনা বাবা! [অরুণের ফটো দেখাইল] একদিন এই ফটোর সঙ্গে ভাবী ভ্রাতৃবধূর মর্য্যাদা দিয়ে যিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, তিনিই ভ্রষ্টা কলঙ্কিনী বলে অপমানের চাবুক মেরে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছেন। স্বামীর স্নেহ ভালবাসার পবিত্র ধারায় আমার বাইরের মালিন্য ধুয়ে গেছে বাবা, কিন্তু মনের দাগ কোনদিন মুছে যাবে না। [প্রস্থান।

অবাক। অমিয়কে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি মা। সে শুধু তোমার সঙ্গেই প্রতারণা করেনি, এই মাষ্টারকেও সে নিরাশ্রয় করেছে। এবার আমি তাকে গাছতলায় দাঁড় করাব।

অরুণ। কেন সামন্ত মশাই? আমার দাদা—

অবাক। বাড়ী বন্ধক দিয়ে দশহাজার টাকা নিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে।

মাষ্টার। খবর পেলাম, তার পাটের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

অবাক। ঠগ্‌বাজির ব্যবসা চিরদিন চলেনা মাষ্টার। দুর্ভাগ্য তার ব্যবসা খেয়েছে, এবার আমি তাকে জেল খাটাব। [প্রস্থান।

অরুণ। তাইত অসীম, দাদার জন্যে আমি ভাবনা করিনা। ভাবনা শুধু মায়ের জন্যে। জানিনা, আমার অভাবে মা—

গীতকণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। **গীত।**

পাগল হয়েছে হায়!
শূন্য গৃহতলে দু চোখের জলে সাগর বহিয়া যায়।
তুমি নাই বলে বকুলের ফুল,
ফোটে নিকো হায়, ঝরিছে মুকুল,
স্মৃতি নিয়া বুকে কেঁদে কেঁদে ডাকে, ওরে অরুণ ফিরে আয়।

অরুণ। তুমি বকুল গাঁয়ে গিয়েছিলে সদানন্দ?

সদানন্দ। হ্যাঁ, অরুণ ভাই! শোকে দুঃখে আর অত্যাচারে তোমার মা হয়েছেন পাগলিনী।

[প্রস্থান।

অরুণ। মা! মাগো! আমি হতভাগ্য। তাই কাছে থেকেও তোমার সেবা করতে পারলুম না মা!

মাষ্টার। এর জন্যে দায়ী তোর দাদা।

অরুণ। অসীম!

মাষ্টার। তোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই অরুণ। তবুও বলছি, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ। দুঃখে আমি ভেঙে পড়িনি। আমার মত তুইও হাসি খুশীতে দুঃখের ক্ষতকে ঢেকে রাখ অরুণ! বীণার কাছে আয়। কথা আছে।

অরুণ। কি কথা অসীম?

মাষ্টার। ওরে বোকা, কথা আমার সঙ্গে নয়, বীণার সঙ্গে। মনে নেই, কালীঘাটে বলেছিলাম, নতুন ঘরে গিয়ে তোদের ফুলশয্যা হবে! চল্ তোকে বীণার কাছে রেখে আমি ফুল কিনতে যাব, আর অবাকবাবু করবেন তোদের ফুলশয্যা অনুষ্ঠানে প্রীতি-ভোজের আয়োজন।

[প্রস্থান।

অরুণ। অসীম! তোর ভালবাসা আজ আমার নিরানন্দ জীবনে আনন্দের জোয়ার এনে দিয়েছে। এই আনন্দের দিনে তবুও মন কাঁদছে বকুল গাঁয়ের জন্যে। ওগো আমার জন্মভূমি গরিয়সী মা! দাদার প্রতি-শ্রুতি রক্ষায় আমাকে তোমার স্নেহের কোল হতে টেনে এনেছে বহুদূরে। আজ সুদূরের পথ হতে চোখের জলে প্রণাম করে ক্ষমা চাইছে, তোমার অভাগা ছেলে অরুণ।

[প্রস্থান।

* * * *

এগার

মিত্র বাড়ীর উঠোন।

[ডাকিতে ডাকিতে অর্দ্ধ উন্মাদিনী ইন্দুর প্রবেশ। তাহার বসনাঞ্চল মাটিতে লুটাইতেছে।]

ইন্দু। অরুণ! অরুণ! অন্ধকার! চারিদিকে জমাট বাঁধা অন্ধকার! ওই অন্ধকার আমার অরুণকে গ্রাস করেছে। ওই যে, অরুণ আমাকে মা-মা বলে ডাকছে। বোকা ছেলে, আমি তোর মা নই,—বৌদি! বড় হয়েছিস্, লেখাপড়া শিখেছিস্, তবু তুই মা ডাক…না-না-না-! ভুলে যাসনি অরুণ, আমাকে মা বলে ডাকতে ভুলে যাসনি। ওরে, তুই যে আমার একমাত্র সন্তান। তুই ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই। রচনা! রচনা! অরুণ অফিস থেকে এসেছে। জলখাবার নিয়ে এখুনি…হা-হা-হা! অরুণের খাওয়া হলনা। হঠাৎ দুঃখের সাগর ছুটে এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল! না-না-না! সব নিয়ে গেলেও অরুণের ছেলেবেলার এই বালা দুটো—

অমিয়র প্রবেশ।

অমিয়। আমাকে দাও!

ইন্দু। না!

অমিয়। বড়বৌ!

ইন্দু। অতীতের কথা আজ তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলে যায়নি। প্রথম বধূ হয়ে এ-বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছ মাসের শিশু অরুণকে শ্বশুর মশাই যখন আমার কোলে দিয়েছিলেন, তখন অরুণের অন্নপ্রাশন হয়নি। আমি নিজের গয়না ভেঙে এই বালা গড়িয়ে তার কচি হাত দুটোয় পরিয়ে দিয়েছিলাম। এ বালা আমি দোব না।

অমিয়। পাগলামী রেখে, বালা আমাকে দাও। নইলে—

ইন্দু। মারবে? হা-হা-হা! তোমরা দেখছ, বকুল গাঁয়ের মিত্র বাড়ীর নাম করা দাদার কেমন সুন্দর চরিত্র! দেখছ, অরুণ যাকে দেবতার মত ভক্তি করত, সেই দাদা তার কি সুন্দর প্রতিদান দিয়েছে! সংসারে এমন দাদা কেউ কখনও দেখেছ? অরুণের দুঃখে আমার মত তোমরা সবাই কাঁদছ, আর এই স্বার্থপর দাদার চোখে জ্বলছে হিংসার আগুন! হা-হা-হা!

অমিয়। বালা দুটো দিয়ে যত খুশী পাগলামী কর।

ইন্দু। তুমি ত অরুণের সব স্মৃতি বাড়ী থেকে মুছে দিয়েছ! তার ফটো ভেঙেছ, জামা-কাপড়, প্যান্ট আগুনে পুড়িয়েছ, সাইকেল বিক্রি করেছো। তার এই শেষ স্মৃতিটুকু নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে দাও?

অমিয়। বেহায়ার মত দেওরের স্মৃতি বুকে নিয়ে কাঁদতে তোমার লজ্জা করে না?

ইন্দু। হা-হা-হা! তোমরা শুনছ! যার মধ্যে লজ্জা, ঘেন্না, মান, সম্মানের চিহ্ন মাত্র নেই, সারাজীবন যে শুধু মানুষকে ঠকিয়ে টাকা

রোজগার করেছে, গোপনে পাপের পথে মনের ক্ষিদে মিটিয়েছে, সে আজ বলছে আমি লজ্জাহীনা বেহায়া! হা-হা-হা—

অমিয়। হ্যাঁ। অরুণ তোমার ব্যভিচারের সঙ্গী!

ইন্দু। [কানে আঙ্গুল দিয়া] শুনতে পাচ্ছো, তুমি বধির ভগবান? সেবা ভক্তি আর ভালবাসায় সারাজীবন যাকে পতি পরম গুরু বলে পূজা করেছি, সে আজ আমার চরিত্রে পাপের কালি ছিটিয়ে দিচ্ছে। ভাগ্যদোষে আমি মা হতে পারিনি। কিন্তু মায়ের স্নেহ দিয়ে অরুণকে আমি মানুষ করেছি। তার হাসিতে হেসেছি। দুঃখে কেঁদেছি। সে কি আমার অপরাধ?

অমিয়। নাকে কান্না রেখে, বালা দাও। [ইন্দুর হাত ধরিতে উদ্যত]

ইন্দু। নিও না! আমার ছেলের শেষ স্মৃতিটুকু তুমি কেড়ে নিওনা।

অমিয়। আমি তার কোন স্মৃতি রাখব না। বালা দাও!

ইন্দু। [পিছাইতে পিছাইতে] না দোব না! তোমার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে তুমি টাকা সোনা ব্যবসা এমন কি সাতপুরুষের ভিটে পর্য্যন্ত পেটে পুরেছ। এই বালা আমি গ্রাস করতে দেব না।

অমিয়। দাও কিনা দেখছি! [সহসা পিস্তল বাহির করিল]

ইন্দু। একি! পিস্তল! কোথায় পেলে এ পিস্তল?

অমিয়। বলব না। আমি তোকে খুন করব ব্যভিচারিণী।

ছুরি হাতে বাচ্চু আসিয়া বলিল।

বাচ্চু। হুঁসিয়ার জল্লাদ!

অমিয়। কে?

[পিছু ফিরতেই বাচ্চু অমিয়র হাতে লাথি মারিল। পিস্তল ছিটকাইয়া অদূরে পড়িতেই বাচ্চু কুড়াইয়া লইল।]

বাচ্চু। হা-হা-হা!

অমিয়। বাচ্চু!

বাচ্চু। তোমার পিস্তলটা কৌশলে কেড়ে নিলাম অমিয়বাবু!

অমিয়। পিস্তল কেড়ে নিলেও এই ব্যভিচারিণীকে আমি বাঁচিয়ে রাখব না।

বাচ্চু। পুলিশ তোমাকে আর জেলের বাইরে রাখবে না অমিয়বাবু!

অমিয়। পুলিশ!

বাচ্চু। চমকে উঠলেন কেন অমিয়বাবু? এই পিস্তল দেখিয়ে, কাল সন্ধ্যায় তুমি ত্রিগুনা দত্তের টাকাভর্ত্তি এ্যাটাচি কেস ছিনিয়ে এনেছ। দূর থেকে চিনতে পেরে আমি সাহেবকে তোমার নাম ধাম সব বলে দিয়েছি। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।

ইন্দু। বাঃ চমৎকার! প্রতারণা; জোচ্চুরী করেও টাকার পিপাসা মিটল না, শেষে ডাকাতি করেছ?

অমিয়। বড়বৌ!

ইন্দু। পুলিশের হাতে পড়ে তোমার ওই দংশনের ফণা এবার গুটিয়ে যাবে। তারপর হবে বিচার। রাজদণ্ড নিয়ে জেলখানার অন্ধকারে বসে তোমাকে চোখের জলে লিখতে হবে মহাপাপের হিসাব।

অমিয়। না। আমি কারও কাছে কোন হিসেব দোব না। হা-হা-হা।

বাচ্চু। এখনি ওই পিস্তলের একটা মাত্র গুলিতে আমি তোমার সব অন্যায়ের হিসেব নিতে পারি অমিয়বাবু!

অমিয়। বাচ্চু!

বাচ্চু। মরতে যদি ভয় হয়, তাহলে দত্ত সাহেবের টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও।

অমিয়। টাকা নেই!

বাচ্চু। একরাত্রের মধ্যে অতগুলো টাকা—

ইন্দু। মদ, জুয়া আর মেয়েমানুষের সেবায় উড়িয়ে দিয়েছে। হা-হা-হা!

আমার স্বামীর গুণের অন্ত নেই। পাপের ছুরিতে ও সত্য ধর্ম্ম আর বিশ্বাসকে খুন করেছে। স্নেহ ভালবাসার গলাটিপে মেরেছে। ভাইকে তাড়িয়ে, আমাকে পাগল করেও যে আশা ওর মেটেনি, পুলিশ এবার সেই আশা মিটিয়ে দেবে।

অমিয়। না—না! আমি ধরা দোব না। অরুণকে হত্যা না করে আমি পুলিশের হাত-কড়া পরব না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ইন্দু। পালিয়ে যাচ্ছো?

অমিয়। হ্যাঁ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করবার আগে তোকে বলে যাই, শুনে রাখ ব্যভিচারিণী। যার বিরহের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তুই দিবারাত্র হা-হুতাস করছিস, তোর সেই প্রিয়তম অরুণকে এ জীবনে আর দেখতে পাবি না। [প্রস্থান।

বাচ্চু। তুমি আর বেশীদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না! [প্রস্থানোদ্যোগ।

ইন্দু। তুমি আমার অরুণের খবর জানো বাবা?

বাচ্চু। না—মা! শুধু জানি, এক নাগিনীর কণ্ঠে জমা হচ্ছে তার ধ্বংসের তীব্র বিষ। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ইন্দু। তিনি কে বাবা?

বাচ্চু। নিয়তি। [প্রস্থান।

ইন্দু। নিয়তি! রাক্ষসী! তোর নির্মম পরিহাসে আমার—না-না-না! আমি ভুল বলছি। নিয়তির পরিহাস নয়। আমার বেইমান স্বামীর বিশ্বগ্রাসী লোভ বহ্নিতে শ্মশান হয়ে গেছে আমার নিজের হাতে গড়া সোনার সংসার! ওই যে অরুণ কাঁদছে! বীণার হাত ধরে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। প্রতিহিংসাময়ী রচনা ছুরি হাতে তাকে হত্যা করতে ছুটে যাচ্ছে। ভয় নেই—ভয় নেই অরুণ! আমি যাচ্ছি। [দ্রুত প্রস্থান।

বার

দত্ত-প্রাসাদ।

রচনার প্রবেশ।

রচনা। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যাকে একদিন ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিলাম, আজ সেই চরিত্রহীনকেই—না-না, তাকে বিয়ে করেছি, স্বামী সেবা করে সংসারে আদর্শ স্ত্রী হতে নয়। তার সাহায্যে আমার বুকের জ্বালা দূর করতে। [চেয়ারে বসিয়া ডাকিল] চন্দর!

পূর্ব্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।

মাষ্টার। [প্রণাম করে] চন্দর আসছে মেমসাহেব!

রচনা। তুমি,—

মাষ্টার। ফেরিওয়ালা! সাহেব, মাষ্টার বলেন বলে, অনেকেই বলে মাষ্টার। সাহেবের ঘরে ভাড়া দিয়ে থাকি। ধূপ, মাজন থেকে আরম্ভ করে প্রসাধন দ্রব্য, মাথা ধরা, পেটের ব্যথা, বুক কন্‌কন্‌, বাত বেদনা, অম্লশূল ইত্যাদি নানা রকমের ট্যাবলেট্‌। ইঁদুর থেকে আরম্ভ করে উকুন মারা,—ফলিডল—

রচনা। থামো!

মাষ্টার। আহা, রাগ করবেন না মেমসাহেব! এতদিন সাহেব আদর করে ডেকে জিনিষ নিয়েছেন। আজ তাঁর আঁধার ঘর আলো করে আপনি এসেছেন শুনে আনন্দে ছুটে এসেছি। অনাদরে দূর করে দিয়ে আমার মনের আনন্দকে আপনি নিরানন্দ করবেন না মেমসাহেব! দয়া করে কিছু জিনিষ কিনে গরীবের গরিবী হঠানোর চেষ্টাকে সফল করুন।

রচনা। গরীবকে আমি দয়া করিনা—ঘৃণা করি।

মাষ্টার। কিন্তু এই গরীব না থাকলে আপনারা টাকার কুমীর হতে পারতেন না মেমসাহেব !

রচনা। কি বললে ?

মাষ্টার। গরীব না থাকলে কে তৈরী করত আপনার এই আকাশ ছোঁয়া ইমারৎ ? গরীব না থাকলে কে ঘোরাত কারখানার মেসিনের চাকা ? গরীব না থাকলে সেলাম দিয়ে কে মানতো হুকুম ? কে পালিশ করত আপনাদের পায়ের জুতো ?

রচনা। বক্তৃতা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যা !

মাষ্টার। জিনিষ নিলেই, যাব মেমসাহেব। বলুন কি দোষ ?

[ছড়ার সুরে।]

সুর্ম্মা কাজল লিপষ্টিক কান্তাস্নো বোরোলীন,
গরম মাথা ঠাণ্ডা রাখবে আছে ক্যান্থার আইডিন।
[আছে] সতীর সিঁদুর, সাবিত্রী নোয়া, বৌদি তরল আলতা,
কুমকুম্, রুলি, নোখের পালিশ, গোড়াবাঁধা ফিতা।

রচনা। বাঃ, তুমি ত চমৎকার ছড়া বলতে পারো !

মাষ্টার। শুধু এইটুকুই নয় মেমসাহেব। আরও আছে শুনুন।

[ছড়ার সুরে।]

চোখের নজর কম হলে দাও দাওয়াই গোল্ডেন আইগ্রেস্।
ফেমিলা স্নো যত্নে মাখো ফরসা হবে ফেস।

জানলেন মেম সাহেব—

[ছড়ার সুরে।]

অরুচিতে আনবে রুচি, [এই] মহান রাজা ঘৃত,

[একখানি বই বাহির করিয়া]

মনের ময়লা দূর হবে, পড় ঠাকুরের কথামৃত।

রচনা। গেট্ আউট ! নন্‌সেন্স !

মাষ্টার। বড়লোকের বউ হয়ে আপনার মাইণ্ড্‌টা দেখছি একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে মেমসাহেব!

রচনা। তুমি এখান থেকে যাবে কি না আমি জানতে চাই?

মাষ্টার। অতীতকে সামনে এনে দিয়ে আমি চলে যাব।

রচনা। কি বলতে চাও?

মাষ্টার। কলেজ জীবনে দীপঙ্কর ওরফে বাচ্চুর সঙ্গে আপনার সেই গোপন অভিসারের স্বাক্ষীকে মনে পড়ে মেমসাহেব?

রচনা। তুমি,—

মাষ্টার। মধুর বৃন্দাবনে,—মানে সেই বালিগঞ্জের লেকের ধারে, আপনাদের গোপন মিলনের সাহায্যকারী,—

রচনা। ও, তুমি অসীম?

মাষ্টার। তাহলে দেখছি, শ্রীদাম সখাকে ভুলে যান নি?

রচনা। কিন্তু আজ আমি তোমাকে—

মাষ্টার। বন্ধু বলে স্বীকার করতে বলার স্পর্দ্ধা আমার নেই মেমসাহেব! অতীতের সেই মধুময় দিন গুলির কথা অতীতের অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে সৌভাগ্যের আসনে বসে আপনি জীবনের পুঁজি হারিয়ে মিথ্যার বেসাতি করুন। আর আমি সামান্য পুঁজি সম্বল করে দুঃখের সঙ্গে দিনরাত পাঞ্জা কসি। দেখি, জীবনের বেচা কেনায় লাভ হয় কার? আমার না আপনার? [প্রস্থানোদ্যোগ।

রচনা। বলে যাও, সেই পুঁজি কি?

মাষ্টার। প্রেম প্রীতি আর ভালবাসা। যার অভাব আপনাকে করেছে আজ প্রতিহিংসাময়ী দানবী। নমস্কার।

[প্রস্থান।

রচনা। হ্যাঁ, প্রতিহিংসায় আজ হয়েছি আমি দানবী। আমার মনে

বার।]

প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সেই অসীম। আছে শুধু প্রতিহিংসার আগুন। চন্দর!

চন্দরের প্রবেশ।

চন্দর। হুকুম করুন মেমসাব!

রচনা। সাহেবকে মদ দিয়েছিস্?

চন্দর। সাহেব আর মদ খান্‌না।

রচনা। নতুন বাঈজীর অর্ডার দেয়নি?

চন্দর। না মেমসাব! আপনি আসার পর থেকে তিনি আর গোলাপ বাগে যান্ না।

রচনা। বলিল্ কিরে? মেয়েমানুষ না হলে যার এক মুহূর্ত্ত চলত না, আজ তার মেয়েমানুষে অরুচি? তা হ্যাঁরে, চন্দর! অফিসের ম্যানেজারের কি যেন নামটা?

চন্দর। অরুণ মিত্র।

রচনা। তাকে চিনিস?

চন্দর। হ্যাঁ।

রচনা। তার বাড়ী কোথায় জানিস্?

চন্দর। না মেমসাব।

যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। আমি জানি ম্যাডাম। [নমস্কার করিল]

চন্দর। মেম্‌সাবের অনুমতি না নিয়ে, তুমি এখানে কেন এসেছ যোগীনবাবু? কোন খারাপ মৎলব আছে নাকি?

যোগীন। না চন্দর। মেমসাহেবকে সেলাম দিতে এসেছি।

রচনা। ইনি কে চন্দর?

চন্দর। খুব খারাপ লোক মেম্‌সাব। এতদিন এই নরপিশাচ

গোলাপ বাগে নতুন নতুন মেয়ে আমদানী করত। তুমি এখান থেকে যাও যোগীনবাবু! সাহেব শুনলে রাগ করবেন।

যোগীন। তবে যাই মেমসাহেব!

রচনা। না। দাঁড়াও! চন্দর!

চন্দর। মেমসাব্!

রচনা। সেন্‌কো জুয়েলারী থেকে আমার পছন্দ করা হীরের নেক্‌লেসটা নিয়ে আয়।

চন্দর। যাচ্ছি মেমসাব্। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, এই শয়তানকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। এ সাপের চেয়েও খল, আর বাঘের চেয়েও হিংস্র।

যোগীন। চন্দর!

চন্দর। যাবার সময় তোমাকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে যাচ্ছি যোগীনবাবু, টাকার লোভে ফের যদি তুমি কোন মেয়েকে গোলাপ বাগে আনো, তাহলে সেদিন মেম্‌সাব তোমাকে ক্ষমা করলেও,এই চন্দর ক্ষমা করবে না।

যোগীন। কি করবি তুই?

চন্দর। যে হাতে তুমি ফুলের মত মেয়েদের নরকের মধ্যে টেনে আনো, তোমার সেই হাত দুটো আমি মুচড়ে ভেঙে চিরদিনের মত পঙ্গু করে দোব। যাতে আর কোনদিন তুমি কোন মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে না পারো।

[প্রস্থান।

যোগীন। চন্দর বড় জেদী মেমসাহেব। ও যা বলে তা করে।

রচনা। চন্দর আমার চাকর। ওকে ভয় করবার কিছু নেই। তুমি অরুণ মিত্রের ঠিকানা জানো?

যোগীন। জানি।

রচনা। [কাগজ ও পেন দিল] এই কাগজে লিখে দাও। [যোগীন লিখিয়া দিল। লেখা কাগজ লইয়া।] তার স্ত্রীকে দেখেছ ?

যোগীন। আজ্ঞে হ্যাঁ!

রচনা। টাকা নিয়ে একটা কাজ করতে পারবে ?

যোগীন। টাকা পেলে যোগীন পালিত অসাধ্য সাধন করতেও পারে।

রচনা। [ব্যাগ হইতে টাকা লইয়া] এই নাও, দশ হাজার টাকা। কাজ শেষ হলে আরও পাঁচ হাজার। কাল এসো, কাজ বুঝিয়ে দোব।

যোগীন। [টাকা লইয়া] আসব মেম্‌সাহেব। এতদিন সাহেবের মন জুগিয়েছি। আজ তিনি বদলে গেছেন। তাই আপনার কাছে এলুম, হুকুম তামিল করে দু পয়সা রোজগার করতে।

রচনা। শুধু রোজগার, না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে ?

যোগীন। মেম্‌সাহেব!

রচনা। মনের কথা নির্ভয়ে বলতে পারো!

যোগীন। শুনুন মেমসাহেব। আমি অরুণ মিত্রের উপর প্রতিশোধ নিতে চাই।

রচনা। অরুণ মিত্র তোমার,—

যোগীন। শত্রু! সে আমার আশার তরী ভরাডুবি করেছে। প্রতিহিংসার ছুরি হাতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুযোগ পেলেই তার বুকে আমূল বিঁধিয়ে দোব। কারও সাধ্য নেই, তাকে মৃত্যুর কোল হতে রক্ষা করে। আজ আসি মেমসাহেব। কাজ হাসিল করে আবার আসব।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান।

রচনা। প্রতারক অরুণ মিত্র! যাকে নিয়ে তুমি সুখের নীড় রচনা

করতে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ, তোমার সেই আদরিণী প্রেমিকা বীণাকে, না-না-না, তার আগেই আমি তোমাকে—

বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। মনে-প্রাণে ভালবাসবে ?

রচনা। না। এ-মন আমি তোমাকেই দিয়েছি বাচ্চু!

বাচ্চু। একটা মন ক'জনকে দেবে মেমসাহেব ?

রচনা। যে মন কাউকে দিইনি, সে মন আমি তোমাকেই দিয়েছি বাচ্চু।

বাচ্চু। তাহলে দত্ত সাহেবকে বিয়ে করলে কেন ?

রচনা। তার ধন দৌলত আর সন্মানের শক্তিতে অরুণ মিত্রের উপর প্রতিশোধ নিতে।

বাচ্চু। মেমসাহেব !

রচনা। মেমসাহেব নয়, বল রচনা।

বাচ্চু। রচনা! তোমাকে আমি যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি।

রচনা। তোমার হাত ধরে আমি নরকের শেষ ধাপে নেমে যাব বাচ্চু! তুমি আমাকে সাহায্য কর।

বাচ্চু। সাহায্য করব! তোমার ওই মদিরা মাখা রূপ, সুর্ম্মা মাখা চোখের মিষ্টি চাওয়া, উচ্ছল যৌবনের লোভে আমি হব তোমার হিংসা যজ্ঞের তন্ত্রধারক।

রচনা। তবে দূরে কেন প্রিয়তম ? কাছে এস। হাত ধরে বল, আজ হতে তুমি আমার।

বাচ্চু। [কম্পিত কণ্ঠে রচনার হাত ধরিয়া] আ-মি-তো-মা-র !

রচনা। গলা কাঁপছে কেন বাচ্চু ?

বার।]

বাচ্চু। বিবেক আর বিশ্বাস কে পরিত্যাগ করে তোমাকে পেলাম বলে।

[দুজনে মুখোমুখি হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ত্রিগুনা আসিতেছিল। অদূর হইতে দুজনকে ওই ভাবে দেখিয়া মাথা নত করিয়া চলিয়া গেল।]

রচনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। এবার আমি—

রচনা। কোথা যাবে?

বাচ্চু। [পিস্তল বাহির করিয়া] রিভালবারটা সাহেবকে দিতে।

রচনা। কোথায় পেলে এটা?

বাচ্চু। বকুল গাঁয়ের অমিয় মিত্রের কাছে।

রচনা। ওটা আমাকে দাও!

বাচ্চু। সাহেব জানতে পারলে আমার চাকরী যাবে।

রচনা। জানতে পারবে না। [আব্দারের সুরে] আমাকে দাওনা বাচ্চু!

বাচ্চু। বেশ,—নাও। [পিস্তল দিল] গুলি ভরা আছে। খুব সাবধানে রাখবে।

রচনা। [কোমরে গুঁজিয়া] তোমার কোন চিন্তা নেই। হ্যাঁ বাচ্চু, রাত্রে তুমি কোথায় থাকো?

বাচ্চু। জুয়ার আড্ডায়।

রচনা। কথা দাও, আজ থেকে আর তুমি জুয়ার আড্ডায় যাবে না।

বাচ্চু। তাহলে থাকবো কোথায়?

রচনা। এই প্রাসাদে। আমার চোখের সামনে।

বাচ্চু। কিন্তু সাহেব?

মদের বোতল হাতে ত্রিগুনার প্রবেশ।

ত্রিগুনা। আপত্তি করবে না বাচ্চু। [মদ খাইল]

বাচ্চু। সাহেব!

ত্রিগুনা। রচনা যা বলছে, তুই তাই করবি।

রচনা। চন্দর বললে,—তুমি মদ ছেড়ে দিয়েছ। আজ আবার খাচ্ছো?

ত্রিগুনা। একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে, বুকের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তাই মদ খেয়ে সেই আগুনকে নিভিয়ে দিচ্ছি।

রচনা। তাই নাকি! মদ তাহলে বুকের আগুন নেভায়?

ত্রিগুনা। হ্যাঁরে বাচ্চু, অমিয় মিত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

বাচ্চু। হ্যাঁ।

ত্রিগুনা। টাকা পেয়েছিস?

বাচ্চু। না।

ত্রিগুনা। তার বাড়ী কোথায় যেন বলছিলি?

বাচ্চু। বকুল গাঁয়ে।

ত্রিগুনা। বকুল গাঁ! হ্যাঁরে বাচ্চু, অরুণ মিত্রের বাড়ী বুঝি বকুল গাঁয়ে, না?

বাচ্চু। হ্যাঁ বাবু, অরুণবাবু অমিয় মিত্রের ছোট ভাই।

ত্রিগুনা। অরুণ মিত্রের দাদা,—গুণ্ডা? এ যে ভাবাই যায় না।

বাচ্চু। সাহেব! স্বাধীন দেশে গগনচুম্বি অট্টালিকার পাশে হুমড়ি খাওয়া চালাঘর যদি সম্ভব হয়,...মানুষে কুকুরে আবর্জ্জনা থেকে এঁটো ভাত কাড়াকাড়ি করে খাওয়া যদি সম্ভব হয়, এয়ার কণ্ডিসন প্রাসাদের বিলাস কক্ষে লক্ষ টাকার ঝাড়বাতির নীচে রূপসীর অর্দ্ধনগ্না পায়ে নম্বরী নোটের তাড়া ছুঁড়ে দেওয়া যদি সম্ভব হয়, বস্তীর অন্ধকারে বর্ষায় ফুটো

ছাদের তলায় এক ফোঁটা দুধের জন্য কঙ্কালসার মায়ের কোলে শিশু সন্তানের মৃত্যু যদি সম্ভব হয়, তাহলে অমিয় মিত্রের গুণ্ডা হওয়া অসম্ভব কেন সাহেব? [প্রস্থানোদ্যোগ।

ত্রিগুনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। সাহেব! যে দেশে এত ধন বৈষম্য, এত স্বজন তোষণ,— যে দেশের নেতারা বড় বড় আদর্শের বুলি কপচে নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নেয়, যে দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার দুঃসহ যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছটফট করে, সে দেশে অসম্ভব বলে কিছু নেই সাহেব,—কিছু নেই। [প্রস্থান।

ত্রিগুনা। জানি বাচ্চু, তবু ভাবছি, অরুণ মিত্রের দাদা—

রচনা। গুণ্ডাকে শাস্তি দেবে না?

ত্রিগুনা। [মদ খাইয়া] পুলিশে ডাইরী করেছি। অমিয় মিত্র অরুণের দাদা, আগে জানলে কখনই ডাইরী করতাম না।

রচনা। অরুণ মিত্রকে তুমি বুঝি মহাপুরুষ মনে কর?

ত্রিগুনা। মহাপুরুষ না হলেও সে অমানুষ নয়। তাই আমি তাকে প্রমোশন দিয়েছি।

রচনা। তুমি তাকে চিনতে পার নি। তার আদর্শ, তার মিষ্টি কথা একটা মুখোস মাত্র। আসলে সে একটা পাকা শয়তান। তারই পরামর্শে অমিয় তোমার টাকা ছিনতাই করেছে।

ত্রিগুনা। তোমার ধারণা ভুল।

রচনা। বাচ্চুর কাছে শুনেছি, কি একটা কাজের জন্যে তুমি নাকি তার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে? কথাটা কি সত্যি?

ত্রিগুনা। হ্যাঁ। একবার সে আমাকে অপমান করেছিল।

রচনা। বেতনভোগী কর্ম্মচারী তোমাকে অপমান করলে আর তুমি তার প্রতিশোধ না নিয়ে—

ত্রিগুনা। ক্ষমা করেছি।

রচনা। তুমি ক্ষমা করলেও আমি তাকে শাস্তি দোব।

ত্রিগুনা। বুঝতে পারছি না, অরুণ মিত্রের উপর তোমার এত রাগ কেন?

রচনা। কলেজে পড়বার সময়, নির্জ্জনে একা পেয়ে সে আমাকে যাচ্ছে তাই অপমান করতে এসেছিল।

সহসা অর্দ্ধ উন্মাদিনী ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। মিথ্যে!

ত্রিগুনা। কি মিথ্যে!

ইন্দু। তাই ত, আমার যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ত্রিগুনা। আপনি কে?

রচনা। দেখে বুঝতে পারছ না—ভিখারিণী। তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ইন্দু। না-না, আমি ভিক্ষে করতে আসি নি। আমি ভিখারিণী নই। আমি কোনদিন ভিখারিণী ছিলাম না। সুখ-শান্তি-আনন্দ, আশা-আকাঙ্খা আমার জীবনেও সব ছিল। হঠাৎ কাল বৈশাখীর ঝড়ে সব ভেঙে চুরে আমাকে সর্ব্বহারা অনাথিনী সাজিয়ে দিলে। তাই আজ আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি। আমার কান্না দেখে সবাই হাসছে। তোমরাও হাসো! হা-হা-হা—[পাগলিনীর মত হাসিয়া উঠিল।]

ত্রিগুনা। আপনার পরিচয়?

ইন্দু। তোমার স্ত্রীর কাছেই জানতে পারবে।

ত্রিগুনা। তুমি একে চেনো রচনা?

রচনা। হ্যাঁ। আর সেটাকে দুর্ভাগ্য বলেই মনে করি।

ইন্দু। হা-হা-হা, তুই ঠিক বলেছিস রচনা।

রচনা। রচনা নয়!...মেমসাহেব—আপনি বল ভিখারিণী!

ত্রিগুনা। রচনা!

ইন্দু। দুঃখে—শোকে—অনাহারে আমার মাথার ঠিক নেই,—তাই ভুল করে নাম ধরে ডেকে আমি অন্যায় করে ফেলেছি। আমার বুক ভরা কান্না, দু চোখে অশ্রুর প্লাবন, জীবনের চারিদিকে দুর্ভাগ্যের অট্টহাসি। আমার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কি করছি, কি বলছি, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি আজ বিখ্যাত শিল্পপতির স্ত্রী। সৌভাগ্যের আলো ঝলমল, প্রাসাদের সুখের আসনে বসে আছেন। আমি কাঙালিনী হয়ে নাম ধরে ডেকে আপনার অপমান করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

ত্রিগুনা। রচনা! উনি বুঝি তোমার আত্মীয়া?

রচনা। না—পরম শত্রু!

ইন্দু। হা-হা-হা! ঠিক বলেছেন মেমসাহেব! আমি আপনার পরম শত্রু! হা-হা-হা—

রচনা। শত্রু বলেই ত তোমার স্বামী টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

ত্রিগুনা। কি বললে, উনি অমিয় মিত্রের স্ত্রী?

রচনা। হ্যাঁ।

ত্রিগুনা। বলুন! আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?

রচনা। বুঝতে পাচ্ছো না? টাকা গুলো আত্মসাৎ করে তোমার কাছে গুণ্ডা স্বামীর অপরাধের ক্ষমা চাইতে এসেছে।

ইন্দু। না। আমি স্বামীর জন্যে ক্ষমা চাইতে আসি নি মেমসাহেব!

রচনা। তবে কি জন্যে এসেছ? ব্যভিচারের সঙ্গী, প্রেমের নাগর, অরুণের জন্যে?

ত্রিগুনা। কি বলছ তুমি রচনা?

ইন্দু। হা-হা-হা। বলবেই ত। ও যে আজ মেমসাহেব! সম্মানের

আসনে বসে, দম্ভের কালো চশমায় চোখ ঢেকে, ও আজ আমাকে মনে করছে পথের কুকুর, তাই ত নোংরা কথা বলছে। দিন বদলের পালায়, ও হয়েছে রাজরাণী। আর আমি হয়েছি কাঙালিনী। হা-হা-হা—

রচনা। ঘর থেকে বেরিয়ে যা রাক্ষসী!

ইন্দু। যাচ্ছি মেমসাহেব! আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। আমার স্পর্শে আপনার ঘর অপবিত্র হয়ে গেছে। আপনি গঙ্গাজলে পবিত্র করে নেবেন। আর অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করার অপরাধে, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

ত্রিগুনা। কিন্তু কেন এসেছিলেন, তা ত বললেন না?

ইন্দু। সে কথা,—

রচনা। শুনতে চাই না, তুই দূর হ।

ত্রিগুনা। আমি শুনব, আপনি বলুন।

ইন্দু। বলে দাও আমার অরুণ কোথায় ?

ত্রিগুনা। তার কোলকাতার ঠিকানা জানি না।

ইন্দু। তাই ত—কার কাছে যাব? কে বলবে, অরুণের ঠিকানা?

ত্রিগুনা। কাল আসবেন। জেনে রাখব।

রচনা। খবরদার। এ-বাড়ীতে পা দিলে আমি তোমাকে চোর বলে পুলিশে দোব।

ইন্দু। আমাকে পুলিশে দিয়ে আপনি সুখী হতে পারবেন না মেম-সাহেব! হিংসার বিষে সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরবেন। গর্ব্বের উচ্চাসনে বসে ভুলে যাবেন না, যে হিংসার তীরে শত্রুকে বধ করা যায়, কিন্তু হারানো স্বপ্নকে ফিরে পাওয়া যায় না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

রচনা। [পা হইতে জুতা লইয়া] আর একটা কথা বললে, জুতো মেরে মুখ ভেঙে দোব।

ত্রিগুনা। পাগলের মত কি করছ রচনা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

ইন্দু। মেমসাহেব ঠিকই করছে। যুগ যুগ ধরে যে নিয়ম চলে আসছে, আজ তার ব্যতিক্রম হয় নি দেখে মেমসাহেবের অহংকার··· আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। অপমানের জুতো খেয়ে ফিরে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, সুধার সরোবর ভেবে যাকে আদর করে বুকে তুলে নিয়েছেন, সে কিন্তু আসলে সরোবর নয়—সাহারার মরুভূমি।

[প্রস্থান।

রচনা। দূর হ শত্রু!

[ইন্দুকে মারিবার জন্য জুতো নিক্ষেপ করা মাত্র, সদানন্দ প্রবেশ করিল। জুতো তাহার কপালে লাগিল।]

সদানন্দ। ওঃ—

ত্রিগুনা। একি! সদানন্দ! কি করলে রচনা? ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে উদাস বাউল সদানন্দকে জুতো মারলে?

সদানন্দ। জুতো পড়ুন মেমসাহেব! [রচনাকে জুতো এনে দিল] এর জন্যে আপনি অবাক হচ্ছেন কেন সাহেব?

ত্রিগুনা। অবাক হব না, কি বলছ সদানন্দ? রচনা তোমাকে জুতো মারলে—

সদানন্দ। গীত।

জুতো মেরেছে, বেশ করেছে,
শক্তি আছে মারবেই ত?
মাঝ গগনে সূর্য্য এখন,
উত্তাপ তার বাড়বেই ত?
নদীর বুকে বইছে জোয়ার,
উঠছে ফুলে জল,

ছুটছে ঘোড়া ঝড়ের বেগে
কাঁপিয়ে পৃথ্বীতল।
[দেখ] চৈতি হাওয়ায় ফুল ফুটেছে,
বিজ্‌লী আলোয় ঘর ভরেছে,
শ্রাবণ এখন অনেক দূরে,
আনন্দেতে হাসবেই ত ?

রচনা। তুমি এখানে কেন ?

সদানন্দ। সাহেবের আশ্রয়ে থাকি মেমসাহেব ! আপনি এসেছেন শুনে, একটা গান শোনাতে এসেছিলাম। কিন্তু সে আসা আমার নিরাশ হয়ে গেল।

রচনা। ভবিষ্যতে আমার হুকুম ছাড়া এখানে আসবে না।

সদানন্দ। কথাটা মনে রাখবে মেমসাহেব ! [প্রস্থানোদ্যোগ।

ত্রিগুনা। সদানন্দ !

সদানন্দ। সদানন্দ আজ আপনার আশ্রয় ছেড়ে চলে যাচ্ছে সাহেব। প্রণাম ! [প্রস্থান।

ত্রিগুনা। জুতো মেরে সদানন্দকে তুমি তাড়িয়ে দিলে রচনা ?

রচনা। হ্যাঁ, দিলাম।

ত্রিগুনা। সদানন্দের সঙ্গে আমার জীবন থেকেও সুখ, শান্তি, আনন্দ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

রচনা। শুধু সদানন্দ নয়, ফেরিওয়ালা মাষ্টারকেও আমি দূর করে দোব।

ত্রিগুনা। তোমার যা খুশী কর। বাধা দিয়ে আমি তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হব না। আমার যা আছে, তুমি সব নিও। শুধু বেঁচে থাকার জন্যে আমাকে দিও—[বোতল দেখাইয়া] অশান্তির জ্বালা জুড়বার এই শান্তিদায়িনী সুধা। [প্রস্থানোদ্যোগ।

বার।]

রচনা। বলে যাও, অশান্তি কিসের ?

ত্রিগুনা। সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওই খোলা জানালা দিয়ে দেখ, একটা ভিখারী দম্পতি ছেঁড়া থলে দিয়ে ফুটপাতে ঘর বেঁধে আছে। ওরা আমার চেয়ে সুখী। ওদের ওই থলের ঘরে ধন দৌলত আর বিজলী আলো না থাকলেও, আছে প্রাণ খোলা হাসি, বুক ভরা আনন্দ, আর মন জুড়ানো শান্তি। [প্রস্থান।

রচনা। তুমি কি চাও, আমি তা জানি। তোমাকে শান্তি দিতে আমি শান্ত হতে পারব না। স্বামীত্বের দাবী মেটাতে আমি তোমাকে দেহ দিয়েছি, কিন্তু ভালবাসতে পারব না। জীবনে আমি একমাত্র ভাল বেসেছিলাম অরুণকে। তার জন্যে আমার হৃদয় কুঞ্জে সাজিয়ে ছিলাম ফুলের-বাসর। মনের বীণায় বেঁধেছিলাম মিলনের সুর। নিজের হাতে গেঁথেছিলাম প্রেমের মালা। কিন্তু হায়! সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। ফুলের বাসরে প্রিয়তম এল না। ব্যর্থ হল আমার প্রেমের-তপস্যা।

[প্রস্থান।

* * * *

তের

পথ।

[ছন্নছাড়া বেশ, অমিয়কে গলা ধাক্কা দিয়ে শঙ্করের প্রবেশ।]

অমিয়। ওঃ! [পড়িয়া গেল] তপস্যার জীবন্ত-সমাধি!

শঙ্কর। [ছুরি ধরিয়া] শালা! ফের যদি বুলি কপচাবি, তাহলে জবাই করে ডাস্টবিনে ফেলে দোব।

অমিয়। [উঠিয়া] হাজার হাজার টাকা জোচ্চুরি করে জিতে নিয়ে আজ আমাকে খুন করবে শঙ্কর ?

শঙ্কর। তুই শালা জানিস না, যে জুয়াখেলায় জিতের চেয়ে হার হয় বেশী? তা ছাড়া তুইত শালা আমার চেয়েও পাকা জোচ্চর। আমার বোন বীণার সঙ্গে অরুণের বিয়ে দিবি বলে, শালা কাকার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কেটে পড়েছিলি।

অমিয়। তুমি আমার মেসো, নিরোদ সরকারের ছেলে শঙ্কর!

শঙ্কর। হ্যাঁ। তোর বেইমানিতেই সুদাস কাকা মরেছে। আর তার মেয়ে বীণাকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে শয়তান যোগীন পালিত। বল শালা! জোচ্চুরি করে জীবনে কি পেয়েছিস তুই?

অমিয়। কিছুই পাইনি। মিথ্যার পথে সব হারিয়ে আজ হয়েছি আমি দেউলিয়া।

শঙ্কর। এবার ক্ষিদের জ্বালায় কুকুরের মত পথে পথে ঘুরে মর শালা!

অমিয়। দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দেবে শঙ্কর?

শঙ্কর। তোর মত জোচ্চর কে শঙ্কর দয়া করে না।

অমিয়। আমি জোচ্চর ঠিকই। আর তুমি বুঝি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির?

শঙ্কর। নারে শালা! আমি উচ্ছৃঙ্খল মাতাল, চরিত্রহীন লম্পট। কিন্তু তোর মত ভদ্রলোকের মুখোসপরা শয়তান নয়।

অমিয়। তুমি জুয়াড়ী!

শঙ্কর। বলিস কিরে শালা? ভিখিরী হয়েছিস, তবু গরম এখনও যায় নি। ফাঁকা বুলি আউড়ে পেট ভরবে নীরে শালা। ক্ষিদে মেটাতে হলে চাই খাবার, আর তার জন্যে চাই টাকা।

অমিয়। টাকা কোথায় পাব?

শঙ্কর। এতদিন যে পথে নম্বরী নোট এনে জুয়ার ছকে ফেলতিস, আজও সেই পথে গিয়ে দেখ, কাউকে ঘায়েল করতে পারিস কিনা? ফাঁকা হাতে শঙ্কর জুয়াড়ীর কাছে একটা কানাকড়িও মিলবে না।

অমিয়। পুরনো কথা মনে করে আমাকে কিছু দাওনা শঙ্কর!

শঙ্কর। শালা! তুই এক নম্বরের বুদ্ধু আছিস। রাতের চাঁদকে দিনের আলোয় কেউ কি মনে রাখে? দেখিস নি, আজ যে প্রধানমন্ত্রী, মহান নেতা, কাল তাকেই অযোগ্য বলে ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে? অতীতকে কেউ যখন মনে রাখে না, তখন আমিই বা রাখব কেন?

অমিয়। তুমি বেইমান!

শঙ্কর। তবে রে শালা! [ছুরি মারিতে উদ্যত]

অমিয়। [ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে, পিছোতে পিছোতে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে] কে আছ, আমাকে বাঁচাও?

অদূর হইতে বলিতে বলিতে অবাকবাবুর প্রবেশ।

অবাক। ভয় নেই! ভয় নেই!

শঙ্কর। যাঃ শালা! এ যাত্রায় বেঁচে গেলি। [দ্রুত প্রস্থান।

অবাক। বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল কে?

অমিয়। আমি!

অবাক। অমিয় নয়?

অমিয়। হ্যাঁ!

অবাক। এমন ছন্নছাড়া বেশ! ব্যাপার কি? দেখে মনে হচ্ছে, পকেটে কানা কড়িও নেই। চিৎকার শুনে মনে হল, গুণ্ডার হাতে পড়েছ। এখন বুঝতে পাচ্ছি, তোমার সেই আর্ত্তনাদ লোক ঠকাবার একটা কৌশল।

অমিয়। অবাকবাবু!

অবাক। সারাজীবন মানুষকে ঠকিয়ে আজ নিজে ঠকেছ। সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তবু তোমার বদ স্বভাব গেলনা? ছিঃছিঃ!

অমিয়। দুদিন খাইনি অবাকবাবু! দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দেবেন ?

অবাক। বল কি! আমীর থেকে একেবারে ফকির হয়ে গেছ ? আচ্ছা অমিয়, অসীম নামে তোমার কোন আত্মীয় আছে ?

অমিয়। হ্যাঁ! আমার কাকার ছেলে!

অবাক। তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে, তুমি তাকে লক্ষ্মীছাড়া করেছিলে, তাই না ?

অমিয়। শুধু অসীমকেই নয় অবাকবাবু। আমার পাপের ইতিহাস হ্যাঁ-হ্যাঁ,—আজ আমি সব বলব। মানুষের কাছে স্বীকার করব আমার অপরাধ। আমার কথা শুনে যদি আপনার দয়া হয়, তাহলে ভিখিরীকে কিছু ভিক্ষা দেবেন। আমি স্বার্থপর—জোচ্চর—বেইমান—আমার স্বার্থের আগুনে সোনার সংসার শ্মশান করেছি। ভাইকে তাড়িয়ে, সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর চরিত্রে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে, পাগল করে দিয়েছি। সবাইকে কাঁদিয়ে আজ আমি কাঁদছি ক্ষিধের জ্বালায়।

অবাক। এই নাও। [পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিল]

অমিয়। দশ টাকা ভিক্ষে দিলেন ?

অবাক। ভিক্ষে নয়,—সাহায্য।

অমিয়। আপনার দশ হাজার টাকা আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি অবাকবাবু।

অবাক। তুমি হাঁকিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু তোমার সেই দেনা একজন শোধ করে দিয়েছে।

অমিয়। কে ? কে সে মহান ?

অবাক। তোমার ভ্রাতৃবধূ।

অমিয়। বীণা,—

অবাক। আজ আমার ধর্ম্ম মেয়ে।

অমিয়। অবাকবাবু!

অবাক। অবাক না হয়ে যা বলছি তা শোন! তোমার স্ত্রী পাগলিনী হয়ে কোলকাতার পথে পথে অরুণকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়ী যাবে। এই নাও, আরও কুড়ি টাকা।

অমিয়। [টাকা লইয়া] অবাকবাবু! আপনি আমাকে—

অবাক। দিয়ে যাচ্ছি, তোমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে দুর্ভাগ্যের পথ হতে খুঁজে নিয়ে যাবার পাথেয়।

অমিয়। আমার স্ত্রী—

অবাক। নিঃসন্তান অবাক সামন্তের বড় মেয়ে।

[প্রস্থান।

অমিয়। ঈশ্বর! কে বলে তুমি নিষ্ঠুর! অমানিশার অন্ধকারে করুণার আলো দানে মহাপাপীকে যখন বাঁচার পথ দেখালে…তখন আশীর্ব্বাদ কর প্রভু, যেন তোমার আলোয় খুঁজে পাই আমার জীবন সঙ্গিনী ইন্দুকে।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

পুলিশ ইনেস্‌পেক্টরের প্রবেশ।

ইনেস্‌পেক্টর। হ্যাণ্ডস্ আপ্!

অমিয়। [স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ। পুলিশ! [প্রকাশ্যে] আমাকে বলছেন?

ইনেস্‌পেক্টর। হ্যাঁ। আসামী শঙ্কর সরকার বলেছে, এই পথে অমিয় মিত্র এসেছে। তোমার নাম কি?

অমিয়। সত্য শরণ বিশ্বাস।

ইনেস্‌পেক্টর। বাড়ী কোথায়?

অমিয়। মধুসূদনপুর।

ইনেস্‌পেক্টর। কোলকাতায় এসেছ কেন?

অমিয়। ভায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

[তের।

ইনেস্‌পেক্টর। তোমার ভাই!

অমিয়। হ্যাঁ। কোলকাতায় সওদাগরি অফিসে চাকরি করে। অমিয় মিত্রকে কেন খুঁজছেন ইনেস্‌পেক্টরবাবু?

ইনেস্‌পেক্টর। শালা! পিস্তল দেখিয়ে ত্রিগুনা দত্তের টাকা লুণ্ঠন করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। শঙ্কর সরকার তাকে চেনে। তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অসংখ্য অভিযোগ আছে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে বেশীদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে না! ধরা তাকে দিতেই হবে।

[প্রস্থান।

অমিয়। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে, পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু শঙ্কর যে ভাবে পেছু লেগেছে, তাতে বেশীদিন লুকিয়ে থাকতে পারব না। ধরা আমাকে দিতেই হবে। ভগবান! আমার মহাপাপের শাস্তি আমি মাথা পেতে নোব। কিন্তু তার আগে তুমি আমার ইন্দুকে ফিরিয়ে দাও। সন্তান তুল্য অরুণকে তার স্নেহের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে সফল কর তার মাতৃত্বের তপস্যা। [প্রস্থান।

* * * *

চৌদ্দ

অবাকবাবুর বাড়ী।

বীণার প্রবেশ।

বীণা। প্রেমের-তপস্যা আমার সার্থক হয়েছে। ছবি দেখে যার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম, আজ তাকে স্বামী রূপে পেয়ে সার্থক হয়েছে আমার নারীজন্ম। তবু মন কাঁদে বকুল গাঁয়ের জন্যে! জানি না, দিদি কেমন আছে?

অরুণের প্রবেশ ।

অরুণ । বীণা !

বীণা । এস ! হ্যাঁগো, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

অরুণ । না । ভবঘুরেটা সেই যে গেল আর এল না ! দেখ বীণা, আজ তোমাকে একটা শুভ খবর দোব,—

বীণা । কি খবর, বল না গো !

অরুণ । বলব—গান গাইলে ।

বীণা । না । গান গাইব না ।

অরুণ । গান গাইলে খবরের সঙ্গে দোব,—

বীণা । কি ?

অরুণ । হাঁ কর ।

বীণা । আগে দেখাও ।

অরুণ । [পকেট থেকে মিষ্টি বের করে] ভাল মিষ্টি ।

বীণা । মিষ্টি খাব না ।

অরুণ । খাবে না কেন ?

বীণা । **গীত ।**

মিষ্টি ! মিষ্টি ! মিষ্টি !
[ওই] মিষ্টি হতে মিষ্টি বেশী, তোমার ভালবাসা,
তোমায় পেয়ে পূর্ণ যে মোর সকল চাওয়া-আশা ।
তোমার মুখের মিষ্টিহাসি,
তুচ্ছ যে ওই জ্যোৎস্নারাশি,
মধুর হতেও মিষ্টি লাগে আদর মাখা ভাষা ।

অরুণ । তবু মিষ্টি খাও বীণা !

বীণা । বলেছি ত খাব না ।

অরুণ। আচ্ছা,—খাও কিনা দেখছি।

[বীণাকে বুকে চেপে ধরে মুখে মিষ্টি গুঁজিয়া দিল।]

বীণা। ও, কি দুষ্টু তুমি! [খাইয়া] এবার ছেড়ে দাও!

অরুণ। বেশ দিলাম।

বীণা। এবার শুভ খবরটা বল।

অরুণ। প্রমোশনের সঙ্গে মাইনেও বেড়েছে।

বীণা। আমি মা কালীর পূজো দিতে যাব। বলনা গো! কবে কালীঘাটে নিয়ে যাবে?

অরুণ। সামনের রবিবার।

ডাকিতে ডাকিতে ভুলোর প্রবেশ।

ভুলো। জামাইবাবু! জামাইবাবু! এই যে, দিদি, জামাইবাবু দুজনেই রয়েছ? ভালই হয়েছে।

অরুণ। নতুন খবর আছে ভুলো?

ভুলো। হ্যাঁ গো। সেই জন্যেই ত বকুল গাঁ থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছি।

বীণা। তুমি বকুল গাঁয়ে গিয়েছিলে?

ভুলো। হ্যাঁ দিদিমনি! মামা পাঠিয়েছিল।

অরুণ। আমার দাদা আর মা—

ভুলো। বাড়ীতে নেই।

বীণা। বাড়ীতে নেই!

ভুলো। প্রতিবেশীরা বললে, তোমার দাদা ডাকাতি করে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গেছে। শোকে দুঃখে পাগল হয়ে তোমার মা কোথায় চলে গেছে।

অরুণ। মা কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারলে না?

ভুলো। ষ্টেশন মাষ্টার বললে, তাঁকে হাওড়ার গাড়ীতে উঠতে দেখেছে।

বীণা। তোমাকে খুঁজতে দিদি তাহলে নিশ্চয় কোলকাতায় গেছে।

অরুণ। তাইত, কি করি আমি? মাকে কোথায় পাব? আমাকে দেখতে না পেয়ে মা কেঁদে কেঁদে মারা যাবে।

বীণা। বাবাকে খবর দিয়েছ?

ভুলো। হ্যাঁ, আমার মুখে শুনে মামা খুঁজতে গেছে। মাষ্টারও তাকে খুঁজছে।

[প্রস্থান।

অরুণ। ভুলোর কথাই ঠিক। অসীম, মাকে খুঁজছে বলেই এখানে আসেনি।

বৃদ্ধ খানসামা বেশে যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। [বাহির হইতে] এটা কি অরুণ মিত্রের বাড়ী?

অরুণ। হ্যাঁ,—কে আপনি? ভেতরে আসুন!

যোগীন। আপনিই অরুণবাবু? নমস্কার।

অরুণ। [প্রতি নমস্কার] আপনি—

যোগীন। দত্ত সাহেবের বাড়ীর খানসামা। আপনার বৌদি—

অরুণ। মা! বলুন, আমার মা—

যোগীন। আপনার খোঁজে দত্ত সাহেবের বাড়ী গেছেন।

অরুণ। মা,—দত্ত সাহেব বাড়ীতে গেছে!

যোগীন। তিনি আপনার নাম বলছেন আর কাঁদছেন। সাহেব আপনাকে খবর দিতে বললেন। তাঁর সঙ্গে যদি দেখা করতে চান, তাহলে এখুনি আমার সঙ্গে চলে আসুন।

অরুণ। আমি এখুনি যাব।

যোগীন। তাহলে আসুন। দেরী হলে আর দেখা হবে না। শোকে দুঃখে আজ তিনি উন্মাদিনী। [প্রস্থান।

অরুণ। আমি মার কাছে যাচ্ছি বীণা!

বীণা। বাবা এলে যেও।

অরুণ। তার ফিরতে দেরী হবে। শুনলে ত, মা পাগল হয়ে গেছে। আমায় দেখতে না পেয়ে চলে যাবে। তুমি ঘরে থাকো; মাকে নিয়ে আমি এখুনি ফিরে আসছি। [প্রস্থানোদ্যোগ।

বীণা। আমার বড্ড ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে—

অরুণ। শুভ খবরে ভয় পাবার কিছু নেই বীণা। মাকে দেখবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমার সেই মমতাময়ী মার সংবাদ পেয়ে আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি যাব আর আসব। [প্রস্থান।

বীণা। তাইত, মনটা এমন কু-গাইছে কেন? কে যেন বলছে, তোর সর্ব্বনাশ হবে। শাঁখা, সিঁদুর, আলতা! না-না-না, কেন! কেন এই অমঙ্গলের আভাস? ঘরে একা থাকতে ভয় করছে। যাই, ও বাড়ীতে মায়ের কাছে যাই। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ভদ্রবেশে বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। নমস্কার!

বীণা। আপনি—

বাচ্চু। পথিক! আপনি কি অরুণ মিত্রের স্ত্রী?

বীণা। হ্যাঁ।

বাচ্চু। অরুণ বাবুর বড় বিপদ!

বীণা। বিপদ!

বাচ্চু। হ্যাঁ, গলির ভেতর তাকে ছুরি মেরেছে।

বীণা। ওঃ ভগবান!

বাচ্চু। ভাগ্যে যা ছিল, তা ত ঘটেছে। এখন—

বীণা। আমার স্বামী বেঁচে আছেন?

বাচ্চু। আছে। তবে না থাকার মধ্যে। অতি কষ্টে নাম ঠিকানা বলেছেন।

বীণা। তিনি কোথায়?

বাচ্চু। গলির মুখে পড়ে আছে। হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, আপনাকে খবর দিতে এসেছি। আপনাকে দেখতে চাইছেন।

বীণা। আমি তাঁর কাছে যাব।

বাচ্চু। তাহলে আসুন। দেরী হলে দেখা হবে না।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

পূর্ব্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।

মাষ্টার। বীণা! বীণা! একি, দীপু! তুই এখানে?

বীণা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] সর্ব্বনাশ হয়েছে দাদা!

মাষ্টার। দীপুকে দেখেই তা বুঝেছি। কি হয়েছে বল?

বীণা। তোমার ভাইকে ছুরি মেরেছে। উনি খবর দিতে এসেছেন।

মাষ্টার। আর তুই কাঁদতে কাঁদতে ওর সঙ্গে অরুণকে দেখতে যাচ্ছিলি?

বীণা। উনি যে বললেন, অবস্থা খারাপ। দেরী হলে দেখা হবে না।

মাষ্টার। [এতক্ষণ বাচ্চুর আগে দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।] দেখা হবে। অরুণের কিছু হয় নি।

বীণা। সত্যি বলছ?

মাষ্টার। সত্যি মিথ্যে এখুনি বুঝতে পারবি। কিরে দীপু! ধরা পড়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ধর্, রাস্তা ফর্সা করতে পিস্তল ধর!

বাচ্চু। অসীম, আমি—

মাষ্টার। মিথ্যে সংবাদ দিয়ে আমার বোনের সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলি ?

বীণা। একি শুনছি দাদা! এই ভদ্রলোক—

মাষ্টার। দত্ত সাহেবের গোলাপ বাগের নফর।

বীণা। এবার চিনতে পেরেছি। কিন্তু দাদা, উনি যদি অসৎ হবেন, তাহলে সেদিন গোলাপ বাগে দত্ত সাহেবের হুকুম অমান্য করে হাত গুটিয়ে নীরব ছিলেন কেন ?

মাষ্টার। উত্তর দে দীপু ?

বীণা। একটু আগে, এক বৃদ্ধ দত্ত সাহেবের বাড়ীতে বকুল গাঁয়ের দিদি এসেছেন বলে, তোমার ভাইকে ডেকে নিয়ে গেছেন।

মাষ্টার। সত্যি বল দীপু, সেই বৃদ্ধ কে ?

বাচ্চু। বলব না।

মাষ্টার। তাহলে আমি তোক পুলিশে দোব।

বাচ্চু। তোর মত গরীব ফেরিওয়ালাকে বাচ্চু গুণ্ডা ভয় করে না।

মাষ্টার। আমি গরীব ফেরিওয়ালা হলেও, বীণার আশ্রয় দাতা, অবাক সামন্ত গরীব নয় দীপু। তোর মত গুণ্ডাকে শায়েস্তা করবার মত টাকা আর সুপারিশ তার আছে। যদি বাঁচতে চাস, তাহলে সত্যি করে বল, সেই বৃদ্ধ কে ?

বাচ্চু। যোগীন পালিত।

বীণা কাকা! আজও আমার সর্ব্বনাশ করতে চায় ?

মাষ্টার। বল দীপু, মিথ্যে খবর দিয়ে অরুণকে নিয়ে যাবার জন্যে যোগীনকে পাঠিয়েছিল কে ? কার হুকুমে তুই এসেছিস বীণার সর্ব্বনাশের জাল বিস্তার করতে ?

বাচ্চু। রচনার।

মাষ্টার। আজও তুই রচনার ভালবাসার ছলনায় ভুলেছিস দীপু!

বাচ্চু। ছলনা!

মাষ্টার। নিশ্চয়। আলো ভেবে তুই আলেয়ার পেছনে ছুটেছিস দীপু! যে রূপ দেখে ভুলেছিস, সে রূপ নয়···আগুন। তাকে স্পর্শ করতে গেলে পতঙ্গের মত পুড়ে মরবি।

বাচ্চু। তোর কথা যদি সত্যি হয় অসীম, তাহলে ছলনাময়ীকে আমি ক্ষমা করব না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

মাষ্টার। বলে যা দীপু, তোর প্রণয়িনী অরুণের সর্ব্বনাশ চায় কেন?

বাচ্চু। জানি না অসীম! তোর কথার সত্যতা যাচাই করতে দত্ত প্যালেসে যাবার আগে,···ওগো বন্ধু! তোকে শ্রদ্ধার সেলাম জানিয়ে আমার এই বোনের কাছে চেয়ে নিচ্ছি ক্ষমা। [প্রস্থান।

বীণা। তুমি না এলে কি সর্ব্বনাশ হত দাদা?

মাষ্টার। সর্ব্বনাশের মেঘ এখনও কাটেনি বীণা!

বীণা। কি হবে দাদা? কে তাকে বাঁচাবে?

মাষ্টার। মানুষ। আমার সঙ্গে আয়! তোকে অবাকবাবুর বাড়ীতে রেখে, আমি যাব প্রণব সেনের কাছে।

বীণা। আমি তোমার সঙ্গে যাব দাদা!

মাষ্টার। কোথায় যাবি পাগলী! একদিন যার গোলাপ বাগ হতে অরুণ তোকে ছিনিয়ে এনেছিল, তোর স্বামী গেছে সেই শয়তানের প্রাসাদে।

[প্রস্থান।

বীণা। ভগবান! আমার স্বামীকে নিরাপদে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর,— ফিরিয়ে দাও! [প্রস্থান।

* * * *

পনের

দত্ত প্রাসাদ—রচনার ঘর।

রচনার পশ্চাতে চন্দরের প্রবেশ।

চন্দর। দিন মেম্‌সাব! আমার মাইনেটা দিন।

রচনা। [চেয়ারে বসিয়া] বিরক্ত করিস নি চন্দর!

চন্দর। সাহেব বাড়ী থাকলে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতাম না মেমসাব।

রচনা। সত্যি করে বল, সাহেব কোথায় গেছে, আর কেন গেছে?

চন্দর। জানিনা মেম্‌সাব।

রচনা। তুই তার পেয়ারের চাকর। তার সব কিছু তুই জানিস। আর সে কোথায় গেছে জানিস না? এ কথা আমায় বিশ্বাস করতে বলিস্?

চন্দর। মাইনেটা দিয়ে দিন মেমসাব!

রচনা। সাহেব ফিরে এসে দেবে।

চন্দর। সাহেব আপনাকেই দিতে বলে গেছেন।

রচনা। আমি তার হুকুমের বাঁদী নই।

চন্দর। আপনি কেন বাঁদী হবেন মেমসাব? হুকুমের বান্দা হচ্ছি আমি।

রচনা। তাহলে মাইনের কথা রেখে আমার হুকুম তামিল কর।

চন্দর। হুকুম করুন মেমসাব।

রচনা। ফটকের কাছে গিয়ে দেখ, এক বৃদ্ধ আসছে কি না?

চন্দর। তাকে বুঝি খুব দরকারি কাজে পাঠিয়েছেন?

রচনা। হ্যাঁ। সে আসছে কিনা দেখে আয়।

চন্দর। সে কে, আর কোন কাজে পাঠিয়েছেন, তা আমি জানি মেমসাব!

রচনা। চন্দর!

চন্দর। ভয় নেই মেমসাব! চন্দর আপনার জঘন্য চক্রান্তকে বানচাল করে দেবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

রচনা। তোকে আমি বাড়ী থেকে দূর করে দোব।

চন্দর। রাগে আপনি সব ভুলে যাচ্ছেন মেমসাব। একটু আগে বললেন,—আমি সাহেবের পেয়ারের চাকর। আপনার বিচারে যদি আমি তাই হই, তাহলে আমাকে দূর করবার সাধ্য আপনার নেই। মেমসাব! [প্রস্থানোদ্যোগ।

রচনা। তুই তাহলে আমায় তাচ্ছিল্য করিস?

চন্দর। না মেমসাব! আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার হুকুমে জীবনকে তুচ্ছ করে বিপদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। শুধু পারি না, বাচ্চু আর যোগীনের মত অরুণ মিত্রকে প্রতারণার শেকলে বন্দী করে আপনার হিংসা পূজায় বলি দিতে।

[প্রস্থান।

রচনা। অরুণ মিত্রকে আমার প্রতিহিংসা যজ্ঞে বলি দেব চন্দর। কারও সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করে।

পূর্ব্ববেশে যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। মেম্‌সাহেব!

রচনা। কে? ও—তুমি? অরুণ কই?

যোগীন। বাইরে অপেক্ষা করছে।

রচনা। আর বাচ্চু?

যোগীন। পরে আসছে। মেম্‌সাহেব আমার বখশিস—

রচনা। [মানিব্যাগ খুলে টাকা দিল] এই নাও!

যোগীন। আমি তাহলে আসি মেম্‌সাহেব?

রচনা। অরুণকে ডেকে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা কর।

যোগীন। জি আজ্ঞে!

[প্রস্থান।

রচনা। অরুণ এসেছে! যাই, তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে তৈরী হয়ে আসি। [প্রস্থান।

অরুণের প্রবেশ।

অরুণ। মা! মা! মা কোথায়! কোথায় মা? বৃদ্ধ যে বললে, এই ঘরে আছে। কিন্তু—

রচনার পুনঃ প্রবেশ।

রচনা। নমস্কার অরুণদা!

অরুণ। রচনা! তুমি তাহলে দত্ত সাহেবের স্ত্রী?

রচনা। হ্যাঁ।

অরুণ। মা কোথায় রচনা?

রচনা। এখানেই আছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস। কতদিন পরে এলে, দুটো সুখ দুঃখের কথা বল!

অরুণ। মায়ের খবর পেয়ে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি। মাকে ডেকে দাও।

রচনা। দিচ্ছি, তুমি বস!

[অরুণ চেয়ারে বসিল]

রচনা। সেদিন রাগ করে অনেক কিছু বলে ফেলেছি, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি অরুণদা, আমাকে ক্ষমা কর।

অরুণ। সে কথা আমার মনে নেই রচনা!

রচনা। আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গেছ অরুণদা! তাই বিয়েতে নেমতন্ন কর নি!

অরুণ। আমার বিয়ে বকুল গাঁয়ে হয় নি।

রচনা। [গলা থেকে নেকলেশ খুলে] এই নেকলেশটা বীণাকে যৌতুক দিচ্ছি। তুমি ওর গলায় পরিয়ে দিও। নাও, অরুণদা!

অরুণ। এত দামী নেকলেস—

রচনা। আমার অনেক আছে।

অরুণ। হ্যাঁ, তাতো থাকবেই।

রচনা। আমার প্রীতি-উপহার নেবেনা অরুণদা?

অরুণ। দাও। [নেকলেস পকেটে রাখিয়া] এবার বল, মা কোথায়? তাকে নিয়ে আমি এখুনি ফিরে যাব।

রচনা। বারে, মিষ্টি মুখ না করেই চলে যাবে, তাকি হয়? তুমি বস। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

অরুণ। [স্বগতঃ] রচনা শেষে দত্ত সাহেবকে বিয়ে করলে? না-না, তার কোন দোষ নেই। হঠাৎ বীণার সঙ্গে দেখা না হলে—

[দড়ি হাতে যোগীনের প্রবেশ। দড়ি শুদ্ধ হাত তাহার পিছনে ছিল।]

যোগীন। চোর!—চোর! মেম্‌সাহেব! আপনার ঘরে চোর!

অরুণ। চোর! মানে—আমি চোর!

যোগীন। হ্যাঁ। ওই যে ড্রয়ার খোলা!

অরুণ। ওটা খোলা ছিল।

যোগীন। না, তুমি খুলেছ। মেমসাহেব! শীগগির আসুন! চোর—

চাবুক হাতে রচনার প্রবেশ।

রচনা। কই, কোথায় চোর? একি,—তুমি?

অরুণ। রচনা!

রচনা। মেম্‌সাহেব বল—শত্রু। [অরুণকে চাবুক মারিল]

অরুণ। ওঃ,—এই জন্যেই মায়ের মিথ্যে সংবাদ দিয়ে তুমি আমাকে ডেকে এনেছ?

রচনা। হ্যাঁ। ডেকে এনেছি, প্রতারণার প্রতিশোধ নিতে।

[পুনঃ চাবুক মারিল]

অরুণ। মারো! আমাকে যত খুশী চাবুক মারো। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হোক, দর দর ধারে রক্ত ঝরে পড়ুক। আর্ত্তনাদে প্রাসাদ কেঁপে উঠুক। আর তুমি সেই বিক্ষত দেহের উপর নির্য্যাতনের বন্যা বইয়ে দাও।

রচনা। [চাবুক মারিয়া] শুধু নির্য্যাতন নয় অরুণ মিত্র। চোর অপরাধে আমি তোমাকে পুলিশে দোব—জেল খাটাব। আর তোমার আদরিণী স্ত্রী বীণাকে কৌশলে এনে, তুলে দোব নারীলোলুপ হিংস্র শার্দ্দূলের হাতে। [চাবুক মারিল]

অরুণ। ওঃ,—

রচনা। চোরকে বেঁধে ফেল যোগীন!

অরুণ। ও, তুমিই সেই শয়তান?

যোগীন। হ্যাঁ, অরুণবাবু! [দড়ি দিয়া হাত বাঁধিল]

রচনা। তুমি চোরকে পাহারা দাও! আমি পুলিশে ফোন করছি।

অরুণ। বিনা দোষে তুমি আমাকে চোর সাজিও না রচনা!

রচনা। চোর সাজিয়ে জেলে পুরে, আমি তোমার দম্ভ চূর্ণ করব। দেখব, আমার প্রতিহিংসা হতে তোমাকে—

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। আমিই রক্ষা করব।

রচনা। একি! দাদা—তুমি!

অরুণ। প্রণব ! বন্ধু, আমাকে অপবাদ আর নির্য্যাতনের হাত থেকে বাঁচা ভাই !

প্রণব। তোকে বাঁচাতেই আমি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছি অরুণ ! তুমি কে ?

যোগীন। মেমসাহেবের চাকর।

প্রণব। বাঁধন খুলে দিয়ে, বাইরে অপেক্ষা কর !

রচনা। না। চোরকে আমি পুলিশে দোব।

প্রণব। অরুণ চোর নয়।

যোগীন। হ্যাঁ—চোর। ড্রয়ার খুলে চুরি করতে আমি দেখেছি। আমার মুখের কথায় বিশ্বাস না হয়— বামাল বার করে দেখাচ্ছি।

[অরুণের পকেট হইতে নেকলেস্ বাহির করিয়া প্রণবকে দেখাইয়া রচনাকে দিল।]

যোগীন। আমি বাইরে যাচ্ছি মেম্‌সাহেব।

[প্রস্থান।

প্রণব। নেকলেস্ পকেটে থাকলেও অরুণ চুরি করে নি।

রচনা। কথাটা আদালতেই বলো দাদা ! তুমি আইনজীবী, যদি পারো আইনের ফাঁকে আমার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করে, তোমার বন্ধুকে মুক্ত করো। আমি পুলিশে ফোন করতে যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যতা।

প্রণব। [পথরোধ করিয়া] না। ফোন করতে আমি দোব না।

রচনা। ভুলে যেওনা দাদা, এটা আমার বাড়ী। এখানে তুমি আমার আত্মীয় ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে গেলে, তোমার সম্মান থাকবে না।

প্রণব। চাবুক ত হাতেই রয়েছে। অরুণকে যেমন মেরেছিস, আমার পিঠেও তেমনি চাবুক চালা ! তাতেও যদি গায়ের জ্বালা না মেটে, তাহলে বন্দুক এনে আমাকে গুলি করে মেরে অরুণকে পুলিশে দে !

রচনা। আমি তোমাকে শেষবার বলছি দাগা! আমার পথ থেকে সরে যাও!

প্রণব। না। রাক্ষসীর সামনে থেকে চলে আয় অরুণ!

রচনা। [পথ রোধ করিয়া] না। আমি যেতে দোব না।

অরুণ। বন্ধুর অভয় পেয়েছি রচনা! আর আমি তোমার হিংসার খড়্গকে ভয় করি না। তুমি আমার মনিবের স্ত্রী, তাই অনুরোধ কচ্ছি, আমাকে যেতে দাও!

রচনা। না, আমি তোমাকে—

ত্রিগুনার প্রবেশ।

ত্রিগুনা। শ্রদ্ধার প্রণাম দাও রচনা!

প্রণব। ত্রিগুনা!

অরুণ। দত্ত সাহেব!

রচনা। ও, তুমি—

ত্রিগুনা। আমাকে দেখে আশ্চর্য না হয়ে মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজন কর। প্রীতির আপ্যায়নে মানবতার পূজারীকে খুশী করে, আদর্শের আলোয় জীবন ভরে নাও! দম্ভের দুয়ার খুলে যাক্। জলে উঠুক তোমার মনে মমতার দীপশিখা!

রচনা। আমি আদর্শ চাই না। চাই প্রতিহিংসা।

ত্রিগুনা। কিন্তু আমি চাই ভালবাসা।

অরুণ। দত্ত সাহেব!

ত্রিগুনা। [বাঁধন খুলিয়া দিল] অরুণ! আমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত চিত্তে তোমার মহত্বের দ্বারে ক্ষমা চাইছি। প্রণব! বাইরে ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে। তুমি অরুণকে পৌছে দাও!

[পনের।

প্রণব। আয় অরুণ!

অরুণ। দাঁড়াও প্রণব! অপবাদের শৃঙ্খল হতে মুক্তি নিয়ে ফিরে যাবার আগে, মুক্তকণ্ঠে মুক্তিদাতার জয়ধ্বনি দিয়ে বলে যাচ্ছি, ওগো প্রতিহিংসাময়ী! তোমার সঙ্গে প্রতারণা আমি করিনি,...করেছে তোমার দুর্ভাগ্য।

রচনা। না, করেছ তুমি।

অরুণ। তাই যদি তোমার সত্যি বলে মনে হয়, তাহলে আমার সত্যি কথাটাও তুমি শুনে রাখো! তোমার মত বিষধরী নাগিনীকে বিয়ে না করে অশান্তির বিষ হতে আমি বেঁচে গেছি।

[প্রস্থান।

রচনা। কি, আমি বিষধরী নাগিনী?

প্রণব। তার চেয়েও তুই ভীষণ।

রচনা। দাদা!

প্রণব। না। আমি তোর দাদা নই। আজ থেকে তুই মনে করিস, তোর দাদা বলে কোনদিন কেউ ছিলনা।

রচনা। বন্ধুর জন্যে তুমি বোনকে ত্যাগ করবে?

প্রণব। আমার কাছে প্রতিহিংসাময়ী বোনের চেয়ে, আদর্শবান বন্ধুর দাম অনেক বেশী।

ত্রিগুনা। রচনাকে ক্ষমা কর প্রণব!

প্রণব। ক্ষমা করব সেদিন। যেদিন দেখব, অনুতাপের আগুনে পুড়ে ওর মন হবে পবিত্র। ফিরে পাবে হিংসার পথে হারিয়ে যাওয়া ওর সেই মিষ্টি স্বভাব। ভালবাসার স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করে লজ্জা রাঙা মনে, ও হবে তোমার আদর্শ-স্ত্রী।

[প্রস্থান।

ত্রিগুনা। প্রণবের কথা শুনলে ত রচনা?

রচনা। ও কথা রেখে বল, তুমি আমার কাজে বাধা দিলে কেন?

ত্রিগুনা। তোমাকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করতে।

রচনা। আমি পাপ পূণ্য ভগবান মানি না।

ত্রিগুনা। আমিও মানতাম না। সত্যকে অস্বীকার করে আমিও দু হাত ভরে পাপ করেছি। তোমার মত আমিও গর্ব্ব করে বলেছি, পাপ পূণ্য নিয়তি ভগবান কবির কল্পনা।

রচনা। তবে কেন আমাকে বাধা দিলে?

ত্রিগুনা। ভুল ভেঙেছে বলে।

রচনা। কে ভুল ভাঙালে,—ভগবান?

ত্রিগুনা। না, তুমি।

রচনা। তার অর্থ?

ত্রিগুনা। খুঁজে নিও তোমার মনের অভিধানে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

রচনা। বলে যাও, কি বলতে চাইছ তুমি?

ত্রিগুনা। তোমাকে স্ত্রীরূপে চেয়েছিলাম, পেয়েছি দানবী রূপে। আজ বুঝতে পাচ্ছি, সে চাওয়া আমার ভুল হয়েছিল। তাই ভুল করে আর আমি তোমার কাছে কিছুই চাইব না।

[প্রস্থান।

রচনা। তুমি না চাইলেও,—আমি চাই।

বাচ্চুর প্রবেশ।

বাচ্চু। চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?

রচনা। বাজে কথা রেখে বল, বীণা কোথায়?

বাচ্চু। অরুণের প্রেমের বুকে।

রচনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। আজ আমি স্পষ্ট জানতে চাই, তুমি আমাকে ধরা দেবে কি না?

রচনা। দোব! বীণাকে আমার কাছে এনে দিলে।

বাচ্চু। বীণাকে পাবে না।

রচনা। তুমি তাহলে যাওনি?

বাচ্চু। গিয়েছিলাম। তাকে আনতে পারিনি।

রচনা। তাহলে ফিরে এলে কেন?

বাচ্চু। তোমার ভালবাসা সত্যি কিনা যাচাই করতে।

রচনা। আমাকে অবিশ্বাস কর?

বাচ্চু। মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে নিয়ে খেলাচ্ছ।

রচনা। একটু অপেক্ষা কর! আমি ফিরে এসে প্রমাণ করব, আমার ভালবাসা ছলনা নয়।

বাচ্চু। কোথায় যাচ্ছো?

রচনা। পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হতে। [প্রস্থান।

বাচ্চু। এত দিনের স্বপ্ন এবার বাস্তবে পরিণত হবে। রচনার রূপ সুধা পান করে তৃপ্ত হবে আমার অতৃপ্ত পিপাসা।

পুনঃ রচনার প্রবেশ।

রচনা। তোমার অতৃপ্ত পিপাসার নিবৃত্তি করতে আজ আমি তৈরী হয়ে এসেছি বাচ্চু।

বাচ্চু। তবে দূরে কেন? কাছে এস! আমার বাহুর বাঁধনে ধরা দাও। [রচনার দিকে অগ্রসর]

রচনা। হুঁসিয়ার পশু!

বাচ্চু। কি বললে—আমি পশু?

রচনা। হ্যাঁ। কাম লালসায় উন্মাদ হয়ে তুমি পশুর মত পতিতার

রূপ-যৌবন নিংড়ে নিয়ে আকণ্ঠ পান কর, তাতেও তোমার প্রবৃত্তির পিপাসা মেটেনি পশু ? আজ তুমি আমার নারীত্বকে কলুষিত করতে চাও ?

বাচ্চু। শুধু চাই নয়। তোমার ওই দেহটাকে দলে পিষে আমি মনের ক্ষিদে মেটাব।

রচনা। বাচ্চু!

বাচ্চু। বাচ্চু তোমাকে ভুলে গিয়েছিল রচনা। তুমিই তার মনে জাগিয়ে দিয়েছ,—পাওয়ার বাসনা। ছলনাময়ী ! ছলনার প্রতিশোধ নিতে আমি তোমার ওই উদ্ধত যৌবনকে—

রচনা। [পিস্তল বাহির করিয়া] কি দেখছ ?

বাচ্চু। রচনা ! [ভয়ে পিছাইয়া গেল]

রচনা। হা-হা-হা ! প্রতিহিংসা যজ্ঞে অরুণের রক্তে পূর্ণাহুতি দিতে এই গুলি ভরা পিস্তলটা একদিন তুমিই আমাকে এনে দিয়েছিলে—মনে আছে ? [বাচ্চু একপা একপা করে হতাশ দৃষ্টিতে পিছু হঠিতে লাগিল।] ওকি ! ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছো কেন ? এস ? কামোন্মত্ত হয়ে রচনাকে আলিঙ্গন কর !

বাচ্চু। ক্ষমা কর রচনা ! আর আমি তোমাকে চাইব না।

রচনা। কিন্তু, আমি তোমার রক্ত চাই। [গুলি করিল]

বাচ্চু। ওঃ ! [গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।] রাক্ষসী ! পিশাচী ! শয়তানি !

রচনা। হা-হা-হা। রচনার প্রেম কত মধুর, আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পাচ্ছ পশু।

বাচ্চু। [অতিকষ্টে রক্ত মাখা দেহে উঠিয়া] তুমিও বুঝতে পারবে রাক্ষসী ! নিরপরাধ অরুণ মিত্রকে দুঃখ দেওয়ার শাস্তি, কি ভীষণ ! ওঃ অসীম ! তোর কথাই সত্যি হল ! আলেয়ার মোহে আমার

জীবনটা আজ—ওঃ, ছলনাময়ী ! সারাজীবন আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে শেষে নিজের হাতে আমাকে হত্যা করলে ? ওঃ, ভুল করে সাপিনীকে ভালবেসে আজ তার বিষাক্ত দংশনে আমার জীবনে নেমে এল যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

[যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রস্থান।

রচনা। হা-হা-হা ! বাচ্চুর রক্ত নিয়েছি। এইবার—

ত্রিগুনার প্রবেশ।

ত্রিগুনা। রচনা !—রচনা ! বাচ্চুকে তুমি—

রচনা। হত্যা করেছি। হা-হা-হা !

ত্রিগুনা। কেন হত্যা করলে ?

রচনা। তার লোভ অধিকারের সীমা ছাপিয়েছিল।

ত্রিগুনা। কোথায় পেলে এই পিস্তল ?

রচনা। তোমারটা চুরি করি নি।

ত্রিগুনা। মানুষ খুন করার শাস্তি কি জানো ?

রচনা। জানি। ফাঁসি—দ্বীপান্তর—না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ত্রিগুনা। সব জেনেও তুমি খুন করলে ?

রচনা। হ্যাঁ। তুমি যেমন অনেক মেয়ের স্বপ্নভরা জীবন কে খুন করে টাকার জোরে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ, তেমনি আমাকেও খুনের দায় হতে রক্ষা করবে, ব্যাঙ্কের লকারে সঞ্চিত লাখ লাখ টাকা।

ত্রিগুনা। পিস্তল দাও !

রচনা। না। সরে যাও ! রক্তের নেশায় আজ আমি উন্মাদিনী। এখুনি হয় তো তোমাকে—

ত্রিগুনা। রচনা ! [সরিয়া দাঁড়াইল]

রচনা। রচনা আজ কিছু চায় না। চায় শুধু রক্ত! [প্রস্থানোদ্যত।

ত্রিগুনা। কোথায় যাচ্ছো?

রচনা। আমার প্রতিহিংসা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে।

[প্রস্থান।

ত্রিগুনা। রচনা! রচনা! কথা শুনলে না! ঝড়ের বেগে ছুটে গেল। চন্দর! চন্দর! গেট বন্ধ কর—গেট বন্ধ কর!

[প্রস্থান।

* * * *

ষোল

পথ।

ডাকিতে ডাকিতে পাগলিনী ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। অরুণ! অরুণ! কোথায় আছিস, সাড়া দে? ওগো কলির ভগবান! তোমার কাছে আর আমি কিছুই চাইব না। শুধু একটিবার আমার অরুণকে দেখতে দাও। দুঃখের কুয়াশা সরিয়ে আমার অরুণকে দেখিয়ে দাও প্রভু!

যোগীনের প্রবেশ।

যোগীন। মেমসাহেব অনেক টাকা দিয়েছে। এইবার রূপের হাটে গিয়ে……আরে, রূপসীদের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে এক অসামান্যা রূপসী মেয়েমানুষ! দেখি জিজ্ঞেস করে? [কাছে এসে] বলি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছ সুন্দরী!

ইন্দু। অরুণকে খুঁজছি।

যোগীন। অরুণ! আচ্ছা, অরুণের পদবী কি?

ইন্দু। মিত্র!

যোগীন। বাড়ী কি বকুল গাঁয়ে?

ইন্দু। হ্যাঁ। তুমি তার সন্ধান জানো?

যোগীন। জানি। আমার সঙ্গে এস।

ইন্দু। কোথায়?

যোগীন। যেখানে নিয়ে যাব।

ইন্দু। না। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তুমি মন্দ লোক। আমি যাই।

যোগীন। [পথ রোধ করে] যাই বললেই ত যাওয়া হয় না সুন্দরী! তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ইন্দু। না-না, আমি যাব না।

যোগীন। ভাল কথায় দেখছি যাবে না। [সহসা ইন্দুর হাত ধরিতে গেল।]

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। খবরদার! মায়ের গায়ে হাত দিও না।

যোগীন। ও,—শঙ্কর!

ইন্দু। আমায় মা বলে ডাকলে, তুমি কে বাবা?

শঙ্কর। তোমার মতই এক মায়ের ছেলে।

যোগীন। না-না, একটা লম্পট! আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

ইন্দু। একি সত্যি বাবা?

শঙ্কর। কথাটা সত্যি মা! তবে তাকে নিয়ে আমি পালিয়ে আসিনি। ওঁর মেয়ে শোভা স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু তার মতলব ছিল

অন্য। তাই কোলকাতায় এসে আমাকে ত্যাগ করে এক ধনী লোকের সঙ্গে ভীড়ে গেছে।

যোগীন। মিথ্যে কথা। তুই তাকে বিক্রি করে দিয়েছিস।

শঙ্কর। না, যোগীন পালিত! তোমার মেয়ে শোভা তোমার মতই শয়তানি। তাই, আমাকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলে তিন হাজার টাকা নিয়ে কেটে পড়েছে। তুমি কে মা? কোথায় যাবে?

ইন্দু। আমার অরুণের কাছে যাব বাবা!

শঙ্কর। অরুণ—

ইন্দু। বীণাকে নিয়ে সে কোলকাতায় আছে।

শঙ্কর। আমার বোন বীণা, যোগীন পালিত, সত্য বল। বীণা—

যোগীন। আজ অরুণ মিত্রের সহধর্ম্মিনী! এঁকে আমি তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি।

শঙ্কর। না। তুমি নিয়ে যাচ্ছিলে নিষিদ্ধ পল্লীতে।

ইন্দু। একি সত্যি বাবা?

শঙ্কর। সত্যি মা। ওকে তুমি চেননা, কিন্তু আমি চিনি। তুমি আমার সঙ্গে এস মা। অরুণের স্ত্রী বীণা আমার বোন।

যোগীন। যেওনা। লম্পট তোমার সর্ব্বনাশ করবে।

শঙ্কর। চোপরাও শয়তান! [যোগীনের পেটে ছুরি বিদ্ধ করিল]

যোগীন। ওঃ! [যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

ইন্দু। একি করলে বাবা? ওকে তুমি খুন করলে?

শঙ্কর। হ্যাঁ। মায়ের কাছে পশুবলি দিলাম।

যোগীন। ওঃ, তুই ঠিকই করেছিস্ শঙ্কর! আমার মহাপাপের সাজা দিয়েছিস। ওঃ, টাকার লোভে আমি বীণার সর্ব্বনাশ করতে চেয়েছিলাম। তাই আমার একমাত্র মেয়ে শোভা পাপের স্রোতে ভেসে গেছে। মাতৃসমা

এই নারীকে পাপ চোখে দেখেছিলাম, তাই জীবন দিয়ে শোধ করতে হ'ল মহাপাপের ঋণ। তোর মত পাপীর হাতেই হল আমার জীবনের অবসান। ওঃ! [যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রস্থান।

শঙ্কর। শয়তানটা রাস্তায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। তুমি এস মা!

বলিতে বলিতে পূর্ব্ববেশে মাষ্টারের প্রবেশ।

মাষ্টার। যোগীনকে মারলে কে?

শঙ্কর। আমি।

ইন্দু। কে কথা বললে? ও কণ্ঠস্বর যে আমার পরিচিত।

[মুখের অবিন্যস্ত চুলগুলি সরাইল।]

মাষ্টার। একি! বৌদি!

ইন্দু। তুই অসীম!

মাষ্টার। বৌদি! বৌদি! [ইন্দুর পায়ের ধূলো লইতে গেল।]

ইন্দু। [সস্নেহে বুকে চেপে] অসীম! অসীম!

মাষ্টার। বৌদি! তোমার এই দুর্দ্দশা!

ইন্দু। এই আমার অদৃষ্টের লিখন।

শঙ্কর। মাষ্টার!

মাষ্টার। শঙ্কর! ইনি আমার বৌদি! ছ মাসের শিশু অরুণকে আমার এই বৌদি মাতৃস্নেহ দিয়ে মানুষ করেছে।

ইন্দু। অরুণ কোথায় অসীম?

মাষ্টার। অবাক সামন্তের বাড়ীতে।

শঙ্কর। অরুণ বীণাকে নিয়ে অবাক সামন্তের বাড়ীতে আছে? একটু দাঁড়াও মাষ্টার! একটা রিক্‌সা ডেকে আনি।

ইন্দু। রিক্‌সা ডাকতে হবে না বাবা! অসীমকে পেয়ে, অরুণ, বীণা ভাল আছে শুনে, আমি সব দুঃখ বেদনা ভুলে গেছি।

ওই তাহলে রচনা। ছুটে যাই, পথের মধ্যে ওকে শান্ত করতে না পারলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। [দ্রুত প্রস্থান।

* * * *

সতের

অবাকবাবুর-বাড়ী।

বীণা ও অবাকবাবুর প্রবেশ।

বীণা। আমার সর্ব্বনাশ করতেই ত্রিগুনা দত্ত মিথ্যে খবর দিয়ে ওকে নিয়ে গেছে বাবা!

অবাক। অরুণের জন্যে কিচ্ছু ভাবিস নি মা! মাষ্টার যখন প্রণবের কাছে গেছে তখন ঠিক তাকে উদ্ধার করে আনবে।

বীণা। ত্রিগুনা দত্তকে তুমি জানো না বাবা! আমি তাকে চিনি। জানি, মিথ্যে সংবাদ দিয়ে কেন ওকে ডেকে নিয়ে গেছে।

অবাক। কেন মা?

বীণা। প্রতিশোধ নিতে।

অবাক। বলিস কি মা! তাহলে ত আর দেরী করা চলবে না। তুই ও বাড়ীতে যা, আমি থানায় যাচ্ছি।

প্রণবের সঙ্গে আহত অরুণের প্রবেশ।

প্রণব। আর থানায় যেতে হবে না সামন্ত মশাই!

অরুণ। আমি এসেছি বীণা!

বীণা। তোমার জন্যে বাবাকে পাঠাচ্ছিলাম।

অবাক। তোকে বলিনি মা, ব্যারিষ্টারবাবু থাকতে অরুণের ভয় নেই।

[সতের।

বীণা। তোমার সর্ব্বাঙ্গে কালসিটে দাগ কেন?

অরুণ। রচনা চাবুক মেরেছে। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

বীণা। মিথ্যে সংবাদ দিয়ে, ডেকে নিয়ে গিয়ে চাবুক মেরেছে?

অরুণ। প্রণব না গেলে, রচনা আমাকে চোর বলে পুলিশে দিত।

অবাক। রচনা কে অরুণ?

অরুণ। দত্ত সাহেবের স্ত্রী! আমার বন্ধু প্রণবের বোন।

প্রণব। না অরুণ! রচনা নামে আমার কোন বোন নেই। আজ থেকে আমার বোন এই বীণা।

বীণা। [পদধূলি লইয়া] দাদা!

অরুণ। প্রণব!

প্রণব। রাক্ষসীর সঙ্গে চিরদিনের মত সম্পর্ক ছিন্ন করে, চলে এসেছি অরুণ, আমার এই মমতাময়ী বোনের কাছে।

অবাক। ব্যারিষ্টারবাবু!

প্রণব। অবাক হয়ে কি দেখছেন সামন্ত মশাই? আপনার এই ধর্ম্ম মেয়ে একাধারে আমার বন্ধুজায়া আর অন্যদিকে ভগিনী!

অবাক। মাষ্টারের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, ব্যারিষ্টারবাবু?

প্রণব। হ্যাঁ। আমাকে অরুণের বিপদের খবর দিয়ে সে গেছে, ইন্দুদির খোঁজে। আমি জামাইবাবুর সন্ধানে যাচ্ছি অরুণ। টাকা ছিনতাইএর কেসে পুলিশ তাকে খুঁজছে। যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, আমি তাকে জামিনে খালাস করে আনব।

বীণা। এখুনি চলে যাচ্ছ দাদা?

প্রণব। কর্ত্তব্যের ডাকে ছুটে যাচ্ছি বোন! অরুণ কে এনে দিয়েছি। এবার ইন্দুদি আর জামাইবাবুকে এনে দিয়ে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় দুই বোনের হাতে ফোঁটা নিয়ে পেট ভরে মিষ্টি খেয়ে যাব। [প্রস্থান।

অবাক। অমিয়র সঙ্গে দেখা হয়েছে অরুণ।

অরুণ। দাদা কোথায় ?

অবাক। কোলকাতার পথে উপেক্ষিতা স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বীণা। বড়দার পরিবর্ত্তন হয়েছে বাবা ?

অবাক। হ্যাঁ-মা। লোভের আগুন নিভে আজ তার দু চোখে বইছে অনুশোচনার অশ্রু। অমিয় হয়েছে আজ সত্যিকারের অমৃতের সমান।

[প্রস্থান।

অরুণ। বীণা! দাদার পরিবর্ত্তন শুনে, আমার সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণা দূর হয়ে মনের মধ্যে বেজে উঠছে নতুন আনন্দের সুর। এই আনন্দের দিনে যদি মাকে ফিরে পেতাম!

[ডাকিতে ডাকিতে পাগলিনীসমা ইন্দুর প্রবেশ।

[তাহার বসনাঞ্চল মাটিতে লুটাইতেছিল।]

ইন্দু। [বহু দূর হইতে ডাকিল] অরুণ!

বীণা। তোমার নাম ধরে কে ডাকছে গো!

ইন্দু। [কাছে এসে ডাকিল] অরুণ!

অরুণ। মা ডাকছে বীণা। আমার মা!

ইন্দু। অরুণ!

অরুণ। মা! মাগো! [শিশুর মত ইন্দুর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

ইন্দু। [সস্নেহে বক্ষে চেপে ধরে] অরুণ! আমার অরুণ!

বীণা। দিদি! [ইন্দুর পদধূলি লইল।]

ইন্দু। পায়ের তলায় নয় ভাই! তুই যে আমার বুকের মাণিক।

অরুণ। তুমি এলে মা,—দাদা কোথায় ?

ইন্দু। অসীম খুঁজছে অরুণ!

অরুণ। অসীম,—

ইন্দু। আমাকে পৌঁছে দিয়ে, সে তোর দাদার সন্ধানে গেছে।

অরুণ। দাদা যেখানেই থাক্, এই মহামিলনের সুর তাকে টেনে আনবে মা!

আলু-থালু বেশে ঝড়ের বেগে উদ্যত পিস্তল হস্তে রচনার প্রবেশ।

রচনা। না। মিলনের সুর আমি থামিয়ে দোব। হাঃ-হাঃ-হাঃ-!

অরুণ। একি! রচনা—তুমি—

রচনা। প্রতারণার প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

বীণা। ক্ষমা করুন। পায়ে ধরছি, আমার স্বামীকে ক্ষমা করুন!

রচনা। সরে যা স্বৈরিণী! [সহসা বীণাকে লাথি মারিল।]

বীণা। ওঃ—ভগবান!

অরুণ। রাক্ষসীর পদতল হতে উঠে এস বীণা! বীণাকে তুলিল।]

রচনা। এই রাক্ষসীর প্রতিহিংসা কি ভীষণ, এইবার ভাল করে বুঝতে পারবে অরুণ মিত্র!

ইন্দু। রচনা! এত দুঃখ দিয়েও তোর প্রতিহিংসা মিটল না? আবার এসেছিস—

রচনা। প্রতারকের রক্তে স্নান করতে।

বীণা। [ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল] দিদি!

অরুণ। রচনা!

রচনা। প্রতারক অরুণ মিত্র! আজ বুকের রক্ত দিয়ে মেটাও আমার রক্তের পিপাসা। [রচনা অরুণের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল।]

ইন্দু। [দ্রুত অরুণের সামনে আসিয়া] রচনা! রচনা!

[পিস্তলের গুলি ইন্দুর বক্ষে বিদ্ধ হইল। ইন্দু যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

অরুণ। মা! মা! [ইন্দুর পতনোন্মুখ দেহ ধরিয়া ফেলিল।]

বীণা। দিদি! দিদি!

ডাকিতে ডাকিতে ত্রিগুনার প্রবেশ।

ত্রিগুনা। রচনা! রচনা! একি!

রচনা। [পাগলিনীর মত হাসিয়া উঠিল] হা-হা-হা! বলিদান শেষ। হা-হা-হা।

ডাকিতে ডাকিতে অমিয়র প্রবেশ।

অমিয়। ইন্দু! ইন্দু!

ইন্দু। অরুণ! তোর দাদা আমাকে ডাকছে। [কথাগুলি অতিকষ্টে বলিল।]

অমিয়। ইন্দু!

ইন্দু। আঃ, আমি—যে—

অমিয়। ইন্দু! [ঘরের মধ্যে এসে] একি ইন্দু। তোমাকে—

রচনা। খুন করেছি। হা-হা-হা—

অমিয়। রচনা!

রচনা। আমার প্রতিহিংসা যজ্ঞে অরুণের পরিবর্ত্তে দিদি দিয়েছে তার বুকের রক্তে পূর্ণাহুতি।

অমিয়। না। ইন্দুকে খুন করেছি আমি। [ইন্দুকে ধরিল]

অরুণ। বড়দা!

রচনা। বড়দা!

ত্রিগুনা। অমিয়বাবু!

ইন্দু। [যন্ত্রণাকাতরস্বরে] ওগো! তুমি ফিরে এসেছ, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। কিন্তু, আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমার যে দু চোখে ঘুম নেমে আসছে।

অমিয়। আমার অত্যাচারে সারাজীবন অশান্তি ভোগ করেছ। আজ পরমশান্তিতে আমার বুকে শেষ ঘুম ঘুমোও! পিস্তল দাও রচনা!

সত্তের।]

রচনা। না। আমি খুন করেছি। থানায় যাব। জবানবন্দী দোব।

অমিয়। না-না রচনা! তুমি খুনী নও, খুন করেছি আমি। পিস্তল দাও। পুলিশ আসছে।

অরুণ। পুলিশ আসছে কেন?

অমিয়। আমাকে গ্রেপ্তার করতে। আমি ছিনতাইকারী গুণ্ডা। দত্ত সাহেবের টাকা ছিনতাই করে লুকিয়েছিলাম। পিস্তল দাও রচনা! [জোর করিয়া পিস্তল কাড়িয়া লইল।]

অরুণ। দাদার কথা সত্য দত্তসাহেব?

ত্রিগুনা। সত্য অরুণ! অমিয়বাবু যে তোমার দাদা, এ কথা আগে জানলে কখনও পুলিশে অভিযোগ করতাম না। প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে কি করলে রচনা? এমন আনন্দের ভরা হাট, মৃত্যুর আর্ত্তনাদে ভরিয়ে দিলে!

অমিয়। রচনা কোন দোষ করেনি দত্তসাহেব, সব দোষ আমার। দোষী আমি। লোভের ছুরিতে আমি ন্যায়-ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বকে হত্যা করেছি। পাপের আগুনে শ্মশান করেছি একটা সোনার সংসার। আমারই প্রতারণার বিষ রচনাকে করেছে রক্তপিয়াসী রাক্ষসী।

পুলিশ ইনেস্‌পেক্টরের প্রবেশ।

ইনেস্‌পেক্টর। অমিয় মিত্র কার নাম?

অমিয়। আমিই অমিয় মিত্র।

ইনেস্‌পেক্টর। একি! তোমার হাতে পিস্তল! চোখে জল। গুলিবিদ্ধ আহত মহিলাকে—

অমিয়। আমিই হত্যা করেছি দারোগাবাবু!

ইনেস্‌পেক্টর। তুমি—

অমিয়। এই পিস্তলের গুলিতে নিজের স্ত্রীকে আমি হত্যা করেছি।

ইনেস্‌পেক্টর। পিস্তল দাও দস্যু! [পিস্তল কাড়িয়া লইল] গুণ্ডামী ও নরহত্যার অপরাধে, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম! সিপাই!

সিপাই আসিয়া স্যালুট করিল।

ইনেস্‌পেক্টর। এই খুনী আসামীকে হাতকড়া পড়িয়ে থানায় নিয়ে যাও! আসি মিঃ দত্ত। নমস্কার। [প্রস্থান।

অমিয়। ইন্দু!

ইন্দু। অরুণ কই? আমার অরুণ!

অরুণ। মা! মা! [ইন্দুকে অমিয়র কাছ হইতে লইল]

সিপাই। [অমিয়র হাতে হাতকড়া পরাইল] এস!

অরুণ। মা! মাগো! দাদা চলে যাচ্ছে।

অমিয়। ইন্দু!

বীণা। দিদি!

ইন্দু। বীণা—বোন! আমার যাবার ডাক এসেছে। অরুণকে তোর হাতে সঁপে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। বাবা! বাবা! স্বর্গ হতে চেয়ে দেখুন, আপনার শিশুপুত্র অরুণকে মানুষ করেছি। জীবন দিয়ে রক্ষা করেছি আপনাকে দেওয়া আমার "**প্রতিশ্রুতি**"। [মৃত্যু]

অমিয়। ইন্দু! ইন্দু!—ডুবে গেল মৃত্যুর অন্ধকারে।

[সিপাই সহ প্রস্থান।

অরুণ। !
বীণা। দিদি!
রচনা। দিদি!
[সকলে কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।]

য-ব-নি-কা

বজ্রনাভ—পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত। গণেশ অপেরায় অভিনীত কালজয়ী পৌরাণিক নাটক। রাজকন্যা প্রভাবতী বেড়াতে বেরিয়েছেন পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে। হঠাৎ তার বিহঙ্গীমন যেন কোন এক বিহঙ্গের জন্য ডানা মেলতে চায়। সহসা সম্মুখে প্রদ্যুম্ন। বুঝিবা প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি, প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ পুরুষ…কুমারী মন স্বপ্ন দেখে…কিন্তু বজ্রনাভ? কে এই বজ্রনাভ? প্রেমের আর এক দিকে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা…শাণিত তরবারী হাতে অরিন্দম…দ্বারকার শুভশক্তির মহান ত্যাগে অহিচ্ছত্রের আকাশে নতুন সূর্য্যোদয়। আবার মেঘমুক্তি…আবার কোকিল ডাকে…আবার দুটি দেহ-মন বলাকার মত স্বপ্নের আকাশে ওড়ে…পিছনে পড়ে থাকে একটি নাম—সেই নাম "বজ্রনাভ"।

মানুষের ঠাকুর—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় রচিত। প্রভাস অপেরায় অভিনীত। পৌরাণিক নাটক। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি··প্রহর পেরিয়ে যায়। প্রকৃতির বুকে জমাট কালো অন্ধকার…সাধনায় বসেছেন সাধক চিত্রাঙ্গদ…কিন্তু ওকি! মদালসা দেহ বল্লরী চোখে কামনায় ইশারা—মুখে সর্বনাশা হাসি নিয়ে এগিয়ে আসে কে ওই রূপসী? ঝুম ঝুম…শুরু হয় রূপসীর নাচ—কণ্ঠে তার পাগল করা প্রেমের গান…সাধকের সাধনা অসমাপ্ত… পিছনে যুগরাজ দ্বাপর হেসে ওঠেন—হাঃ-হাঃ-হাঃ—দেবতার হাসিতে কেঁদে উঠলো মানুষের পৃথিবী…দেবতার ছলনায় ভেসে গেল মানুষের স্বপ্ন। পাপ গ্রাস করল পূণ্য—সত্য ধ্বংস করলো মিথ্যা—আলো নেই…শুধু অন্ধকার …কিন্তু সেই অন্ধকারের বুকে আবার নতুন আলো জ্বেলে দিল পৃথিবীর মানুষ…মানুষের ঠাকুর।

ভুলের সাজা—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত। অশ্রুঝরা পৌরাণিক নাটক।